কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'পথের কড়ি' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBOb6EgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

অমিয় বাণী

https://drive.google.com/open?id=1t-lkBDoYrC6t_sAYbtQmSXgoEcPneUKd

অমিয় লিপি

https://drive.google.com/open?id=1zBTbYhUNi_5hbyMk4BkExcSP8mTaDU-M

নারীর নীতি

https://drive.google.com/open?id=14w4WE68UgBNXCB7xsSSHIYI-pSlC-U9h

নারীর পথে

https://drive.google.com/open?id=1wh8GH6c9G2CJYJZ2U0TS-9q-fCVQ7ql3

পথের কড়ি

https://drive.google.com/open?id=10xDHlRnij4jD8Pgk7M_Qu8ELB5PZ01Iv

চলার সাথী

https://drive.google.com/open?id=18_qDsHYSjolbP6J6S0FkO1sdCcz6lqqs

তাঁর চিঠি

https://drive.google.com/open?id=1a9v5I-s2PyrAYgiemOKNAXPIwvG6UI3e

আশীষ বাণী ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1IoohjFWI8gvmKAX8r6WqZ3ZvC0ktEbBS

আশীষ বাণী ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1LizCMjM77nC-D9tYxsOJrFQqUekfH5Vr

জীবন দীপ্তি ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1evnUYAnPVlqlnNSrNHl13QYiKOA_wEgu

জীবন দীপ্তি ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1tajL9oz221NocRozT88a2C45xfOTYsJz

জীবন দীপ্তি ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1zu1f908RV7womSrjW7ibm8_UpOsXeivq

সুরত–সাকী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিপি

https://drive.google.com/open?id=1n-4e9YDVVxImDEr-oQvk7G0YuTGJTc0h

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

https://drive.google.com/open?id=1vszRjJSvBEmPeJG8tJKXGhr5MeO-DJ3-

অখন্ড জীবন দর্শন

https://drive.google.com/open?id=1zDDiRtgcvg2unJnjBn50Fnh3wUgkn99h

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পথের কড়ি

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক
শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খন্ড

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ ঃ
জুলাই, ১৯৪৯
ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ
নভেম্বর, ২০০৬

মুদ্রক
কৌশিক পাল
প্রিন্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

PATHER KARI
by *Sri Sri Thakur Anukulchandra*
6th edition, November 2006

ভূমিকা

মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? জীবনের উদ্দেশ্য কি শুধু খেয়ে-প'রে কায়ক্লেশে গোনা দিন পাড়ি দে'য়া? এর সঙ্গে জড়িত কি আর কোনও আদর্শ—কোনও সত্য-প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন মানুষের নাই? আজ সারা পৃথিবীর মানবসমাজের ইতিহাসে যে চলনা, যে চিন্তাধারা বিকৃত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, যার বিষময় ফলে মানুষ ব্যক্তি, দম্পতি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বদিকে ক্রমাগত বিধ্বস্তির পথেই এগিয়ে চলেছে, এই বিপর্য্যয়কে প্রতিরোধ ক'রে জীবনকে মানবীয় ধর্ম্মাদর্শের প্রতিষ্ঠায় প্রেম ও সত্যালোকের প্রাণন-ধারার সঞ্জীবনী ঐশী শক্তিতে সুসংহত ও সংগঠিত ক'রে এক মহান আদর্শে, এক লক্ষ্যে, এক স্বার্থে পথভ্রান্ত জীবনের সুনিয়ন্ত্রণ করাই কি মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়? প্রবৃত্তির খেয়াল-পুষ্ট জীবনে মানুষ আজ পথভ্রান্ত। আদর্শ-বিচ্যুত জীবনে প্রতিপদক্ষেপে সহস্র ভুলের নরক-যন্ত্রণায় মানবসমাজ ক্ষত-বিক্ষত। প্রেম, ভালবাসা, সেবা-সাহচর্য্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, চরিত্র ও সুনীতি মানুষের প্রবৃত্তিমুখীন বিকৃত মনের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদপটে এমনভাবে নিষ্পেষিত যে মানুষকে আজ মানুষ বলে ধরবার উপায় নাই। ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় ও বহু মতবাদের আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মানুষ জীবনের প্রকৃত পথ ভুলে মৃত্যুর পথেই ছুটে চলেছে—এই পথযাত্রায় তার সম্বল দুঃখদুর্দ্দশা ও সহস্র বিভ্রান্তি। মানুষ অমৃতের সন্তান—এই অমৃতের পথে জীবনকে মহনীয় ও মধুময় ক'রে শিক্ষায়, দীক্ষায়, চরিত্রে, ব্যবহারে, প্রেমে, ভালবাসায়, মানব-কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে না দিলে মানুষ হয়ে জন্মাবার সার্থকতা কী?

মানুষ ভুলেছে কী তার আদর্শ—কে তার পথপ্রদর্শক—কে তার সহস্র দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝে অমৃত-পরিবেশী দরদী একান্ত আপনার জন। ভুল-ভরা জীবনে সে আজ ভুলের পথে ভুলের কড়িই কুড়িয়ে চলেছে। তার অনন্ত চলার পথে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সত্যদ্রষ্টা মহামানব যে-সম্পদ ছড়িয়ে রেখেছেন সেদিকে আজ তার লক্ষ্য নাই। মানুষ ভুলেছে জীবনবৃদ্ধির সুনীতি—মানুষ ভুলেছে ধর্ম্ম ও কৃষ্টি। তাই আজ অশ্রদ্ধা, কৃতঘ্নতা, অবিশ্বাস, অনাচার প্রভৃতি বহুবিধ দুর্নীতি কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি পারিবারিক জীবনে, কি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে—কি শিক্ষা-জগতে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই এমনভাবে উৎকট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে যে দেশ ও সমাজ এক বিরাট ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে উচ্ছৃঙ্খলতা, নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন, স্বল্পায়ুতা, অকাল-মৃত্যু, রোগ-শোক, দারিদ্র্যব্যাধি এই-ই যেন আজ মানুষের পথ-চলার সম্বল হয়ে উঠেছে।

এই বিভ্রান্তির পথে—বিশ্বধ্বংসী মৃত্যুর তাণ্ডব-বিক্ষুব্ধ বুকে যুগমানব শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁর সত্যালোকের অমৃতধারায় মানুষকে আবার আত্মজ্ঞান, চরিত্র ও মহৎ আদর্শে প্রকৃত মানুষ ক'রে শান্তি ও স্বস্তির অধিকারী করার জন্য জীবন—"পথের কড়ি" নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। ❊❊❊ জীবনের বহু ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যা নিয়ে এসেছিলাম তাঁর আশ্রয়ে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাঁর চরণাশ্রয়ে জীবনীয় স্নেহধারায় নিজ জীবনে যে-তৃপ্তি, যে-শান্তি পেয়েছি তাই আমার "পথের কড়ির" ভূমিকা। অবাক বিস্ময়ে দেখেছি, কেমন ক'রে তাঁর মধুস্পর্শে মানুষের সহস্র অন্যায়, সহস্র ভুল—সহস্র জীবন-বিরোধী অকল্যাণকে দূর ক'রে তিনি বাক্যব্যবহারে, স্নেহে-মমতায় মানুষকে সুস্থ ও স্বস্থ ক'রে তোলেন। তাঁর ভালবাসা—তাঁর অভ্রান্ত জীবনীয় নীতি—তাঁর দিব্যজ্ঞান ও সহজ জীবনের অমৃতনিষ্যন্দী ভাবধারা কেমন ক'রে বিকৃতকে সুন্দর, তিক্ততাকে মধুময় ক'রে তোলে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ধনিক-শ্রমিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ স্ববৈশিষ্ট্যে, স্বধর্ম্মে আরো উন্নত হয়ে কেমনভাবে পরমত-সহিষ্ণুতা ও পরধর্ম্ম-শ্রদ্ধার সাথে একত্রে এক লক্ষ্যে পারস্পরিক মধু-সম্বন্ধে এগিয়ে চলেছেন।

তাঁর অপূর্ব্ব সমন্বয়ে বিশ্বের দুয়ারে এসেছে নবজীবনের সুপ্রভাত। মঙ্গল ও সত্যালোকে বিভ্রান্ত জনসমাজ পেয়েছে পথ—পেয়েছে শান্তি—অমৃত জীবনের সন্ধান। তাঁর "পথের কড়ি" পথ-চলার পরম সম্পদ হয়ে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে সত্য-পথে পরিচালিত করছে—যেখানে হিংসা নাই, বিভেদ নাই, মত-মতান্তরে আত্মক্ষয়ী মন্বন্তর নাই—যেখানে আছে প্রেম, ভালবাসা, সেবা, প্রীতি ও সুসংহত জীবনের অনাবিল আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহান ব্যক্তিত্ব, অদলীয় ও অসাম্প্রদায়িক সর্ব্বমানব-কল্যাণকারী ধর্ম্মনীতিতে মানুষ আজ দুর্নীতি, কুশিক্ষা, কুসংস্কার-মুক্ত হ'য়ে আত্মশক্তির উদ্বোধনে মহাদীক্ষা-চেতনায় সমুদ্ভাসিত। তাঁর জীবন ও বাণী সর্ব্বমানবের পথ-চলার "পথের কড়ি"। এই "পথের কড়ি" আজ বিশ্বের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রকৃত স্তম্ভ—প্রকৃত সম্পদ। এই সম্পদকে আশ্রয় ক'রে অজ্ঞানতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে বিদূরিত ক'রে তাঁর মহামন্ত্রের দীক্ষা-চেতনায় মানুষ হোক ধন্য, মানুষের সমাজ হোক সুদৃঢ়, মানুষের রাজ্য হোক মঙ্গলে সুপ্রতিষ্ঠিত। দূর হোক সহস্র জঞ্জাল, অপসারিত হোক সহস্র কলঙ্ক—পূর্ব্ববর্ত্তী মহামানবগণের পরিপূরক ধর্ম্মের ভিত্তিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহান নেতৃত্বে সমস্ত বিশ্বে গ'ড়ে উঠুক বৃহত্তর মানব-সংহতি। জ্ঞানময় বুদ্ধের আশ্রয়ে মানুষের হোক সুবুদ্ধি—সুবুদ্ধি ও শুদ্ধ জীবনে মানুষ হোক প্রকৃত ধার্ম্মিক—ধর্ম্মের ভিত্তিতে সৎ ও মহতের অনুসরণে গ'ড়ে উঠুক সুসংবদ্ধ মানবসঙ্ঘ। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

সৎসঙ্গ ক্যাম্প
দেওঘর

তাঁরই আশ্রিত দীন সেবক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ., সাহিত্যশ্রী

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'পথের কড়ি' নামক অমূল্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। প্রথম সংস্করণে কিছু ছাপার ভুল ছিল। তা'ছাড়া, শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত রকমে, পংক্তিগুলি সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত ছিল না। এই সংস্করণে সেগুলি সব দেখেশুনে ঠিক ক'রে দেওয়া হ'ল। পূর্ব্ব সংস্করণে এই গ্রন্থের বাণীর মোট সংখ্যা ছিল ২৫২। সেখানে, একটি বাণী দু'বার সন্নিবেশিত ছিল; আর একটি সম্পূর্ণ বাণী কোন অজ্ঞাত কারণে দুইভাগে বিভক্ত করা অবস্থায় ছিল। এই সংস্করণে সেইসব প্রমাদ অপসারিত ক'রে দেওয়ার ফলে গ্রন্থের বাণীসংখ্যা এখন দাঁড়াল ২৫০। এই সংস্করণের অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থস্থিত বাণীগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়সূচী এবং প্রথম পংক্তিগুলির বর্ণানুক্রমিক সূচী গ্রন্থশেষে প্রদত্ত হ'ল।

প্রতিঘরে 'পথের কড়ি'-র পঠন, পাঠন ও সম্যক অনুশীলন মানুষের চলার পথ সুসমঞ্জস ও ক্ষেমপ্রভ ক'রে তুলুক—এই আমাদের প্রার্থনা পরমপিতার রাতুল চরণকমলে। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা বৈশাখ, ১৩৯১

নিবেদক
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'পথের কড়ি' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এই গ্রন্থ সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখিত হয়েছে। বর্ত্তমান সংস্করণটি পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণরূপে প্রকাশিত হ'ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২০শে আষাঢ়, ১৩৯৫ প্রকাশক

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

'পথের কড়ি' গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। গ্রন্থমধ্যস্থিত কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ বর্ত্তমান সংস্করণে সংশোধন ক'রে দেওয়া হ'ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭ শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

'পথের কড়ি'-র ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। বিগত সংস্করণগুলিতে অনবধনতাবশতঃ ৮৭ এবং ১৮৪ নং-এ একই বাণী মুদ্রিত হ'য়েছিল। সেই ত্রুটি মুক্ত হ'য়ে বর্ত্তমানে মোট বাণী-সংখ্যা হ'ল ২৫০-এর পরিবর্ত্তে ২৪৯। এছাড়া, প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচীতে কিছু ত্রুটি ছিল, যা' সংশোধিত হ'ল।

পরমদয়ালের 'পথের কড়ি' পূর্ব্বের মতই প্রতিপ্রাণে পথ চলার অমৃত-সঙ্কেত প্রদান ক'রবে—এই আমাদের বিশ্বাস। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর

২১শে নভেম্বর, ২০০৬

শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমার কথাগুলি যদি তোমার—
শুধু কথা-চিত্তেরই খোরাক মাত্র হয়—
করার যা আচরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার
তবে—
পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে—
তা' কিন্তু অতি নিশ্চয়—

তোমার "আমি"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।
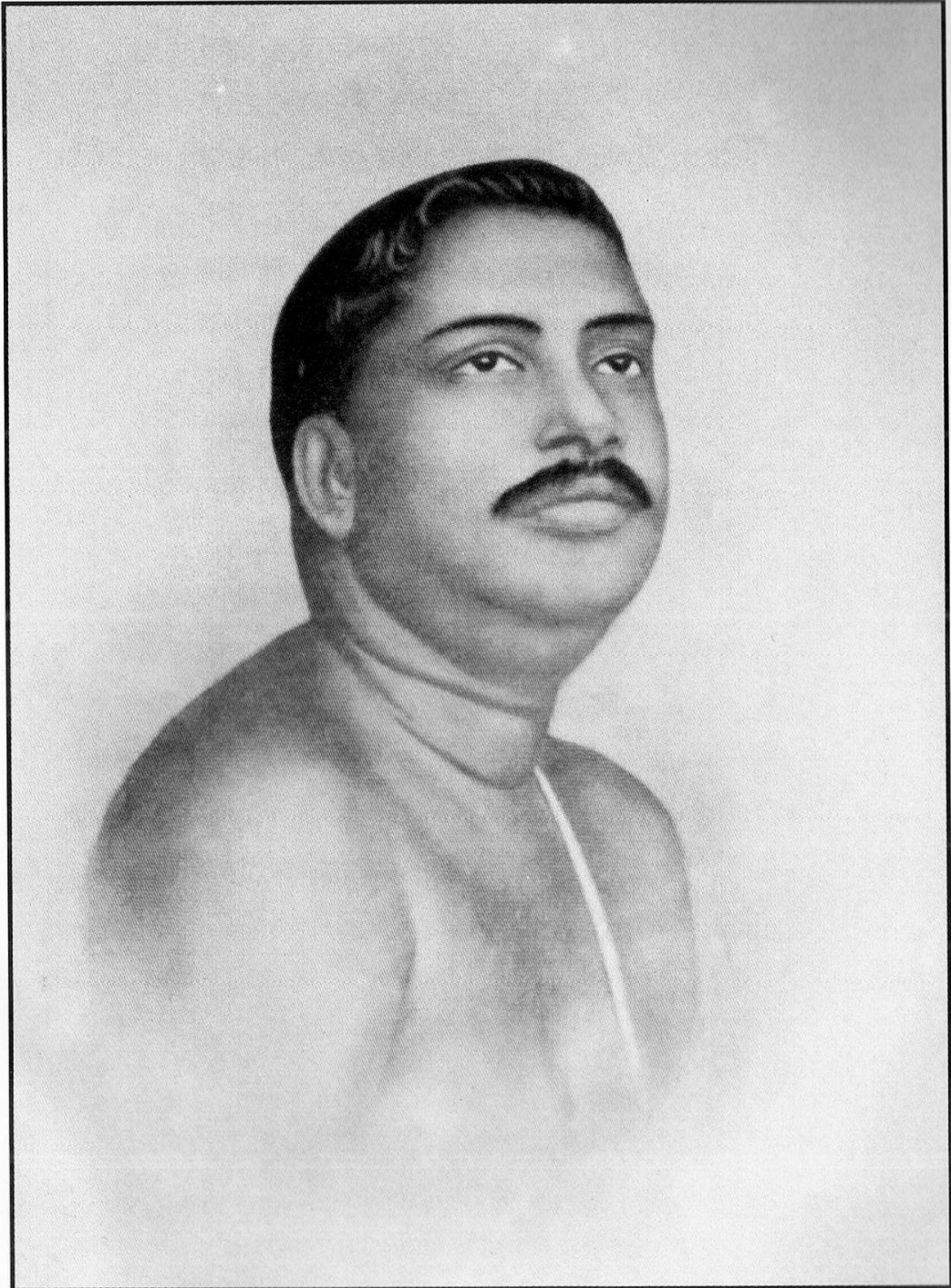
সত্তা সচ্চিদানন্দময়
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তাহাই ধর্ম্ম
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ
অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি
ধৃতি আনে সহানুভূতি
সহানুভূতি আনে সংহতি
সংহতি আনে শক্তি
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা;
আর, ঐ ধৃতি আনে প্রণিধান
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি,
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতনসমুত্থান!

—শ্রীশ্রীঠাকুর

পঞ্চবর্হি *

একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধাঃ ঋষয়ঃ শরণম্
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্
সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্
এতদেবার্য্যায়ণম্
এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্।

একমেবাদ্বিতীয়ের শরণ লইতেছি
পূর্ব্বপূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণের শরণ লইতেছি
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তী পিতৃগণের শরণ লইতেছি
সত্তানুগুণ বর্ণাশ্রমের শরণ লইতেছি
পূর্ব্বাপূরক বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি
ইহাই আর্য্যায়ণ
ইহাই সদ্ধর্ম্ম
আর ইহাই শাশ্বত শরণ্য।

---

* হিন্দুমাত্রেরই এই পঞ্চবর্হি বা পঞ্চাগ্নি স্বীকার্য্য—তবেই সে হিন্দু, হিন্দুর হিন্দুত্বের সর্ব্বজন-গ্রহণীয় মূল শরণমন্ত্র ইহাই।

সপ্তার্চ্চি *

নোপাস্যমন্যদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তথাগতাস্তদ্বার্ত্তিকা অভেদাঃ।
তথাগতাগ্র্যো হি বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতা বিশিষ্টবিশেষবিগ্রহঃ।
তদনুকূলশাসনং হ্যনুসর্ত্তব্যন্নেতরৎ।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবাঃ শ্রদ্ধেয়াঃ নাপোহ্যাঃ।
সদাচারা বর্ণাশ্রমানুগজীবন-বর্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ।
বিহিতসবর্ণানুলোমাচারাঃ পরমোৎকর্ষহেতবঃ
স্বভাবপরিধ্বংসিনস্তু প্রতিলোমাচারাঃ।

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নহে, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়।
তথাগত তাঁর বার্ত্তাবহগণ অভিন্ন।
তথাগতগণের অগ্রণী বর্ত্তমান পুরুষোত্তম পূর্ব্বপূর্ব্বগণের
পূরণকারী বিশিষ্টবিশেষবিগ্রহ।
তদনুকূলশাসনই অনুসর্ত্তব্য—তদিতর কিছু নহে।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবগণ শ্রদ্ধেয়, অপোহ্য নহে।
বর্ণাশ্রমানুগ সদাচার জীবনবর্দ্ধনীয় নিত্যপালনীয়।
বিহিত সবর্ণানুলোমাচার পরমোৎকর্ষহেতু,
প্রতিলোমাচার স্বভাবপরিধ্বংসী।

---

* পঞ্চবর্হি যেমন প্রত্যেক হিন্দুর স্বীকার্য্য ও গ্রহণীয়, এই সপ্তার্চ্চিও তেমনি প্রতি মানবের অনুসরণীয় এবং পালনীয়।

"মা ম্রিয়স্ব,—
মা জহি,—
শক্যতে চেৎ
মৃত্যুমবলোপয়।"

ম'রো না, মেরো না, যদি পার মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পথের কড়ি

তোমার যাহা-কিছু
যাঁহাতে তৃপ্ত হইয়া তুষ্ট হয়
তিনিই তোমার প্রিয়,
আর, যখনই এই তৃপ্তি ও তুষ্টি
প্রিয়কে তুষ্ট করিবার উদ্যমে বিভোর হইয়া
তাঁহাকে পাওয়ার পথের বিপদগুলিকে আলিঙ্গন করিয়া
কৌশলে জয় ও অতিক্রম করতঃ
সম্পদে বিন্যস্ত করিয়া
প্রিয়কে প্রতিষ্ঠাই করে—
তাহাই প্রকৃত প্রিয়-উপভোগ;
আবার, সেই জয়োদ্দীপ্ত সর্ব্বাঙ্গিক মন লইয়া
তাঁহাকে সন্দীপ্তিসহকারে আলিঙ্গনই হ'চ্ছে
প্রকৃত মিলন। ১।

অভ্যস্ত চাহিদা বা বৃত্তিসংস্কারকে
অর্থাৎ, প্রবৃত্তিপরবশতাকে
হেলায় অবহেলা বা অতিক্রম ক'রে
মানুষ যখন প্রেষ্ঠপরিপোষণের স্বার্থে
স্বার্থবিবেচনায় আপ্রাণ হ'য়ে
তৃপ্তি লাভ করে—
ঐ সেখানেই হ'চ্ছে
ভালবাসার নিছক রূপ। ২।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কোন-না-কোন প্রকারে
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ যিনি
যদি তাঁহাকে নতি ও সম্বর্দ্ধনা দেখাইয়া
তদনুপাতিক ইষ্টপ্রাণ সেবায়
বহন ও উদ্বুদ্ধ করিতে
পরাঙ্মুখ হও,
নিশ্চয় জানিও—
তোমার বধির দুর্ব্বলতা
তোমাকে নিকৃষ্ট আসনে
সমাসীন করিবেই করিবে। ৩।

তোমার আদর্শ ও ধর্ম্ম—
যাহা জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে
আমন্ত্রণ করিয়া
পোষণে
সপারিপার্শ্বিক তোমাকে
পুষ্ট ও উন্নত করিয়া
শ্রেষ্ঠ সম্বর্দ্ধনায়
চলায়মান রাখিয়াছে—
তাহা যেখানে আহত ও অবমানিত,
তোমার আদর্শপ্রেম-নিষ্যন্দী অন্তর্নিহিত পরাক্রম
ঐ আদর্শ ও ধর্ম্মের
স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে
অটুট ও উন্নত করিয়া
যদি জয়ে অবাধই না করিয়া তুলিল,
তবে তোমার বেঁচে থাকার
মূল্যই বা কোথায়—
আর, বাঁচাটাও কি
ভণ্ডামির কবরে অধিষ্ঠিত নয়? ৪।

ইষ্টাশ্রয়ী অনুসরণপ্রাণতাই হ'চ্ছে নির্ভরতা,
যখনই মানুষের উন্মুখ সম্বেগী আসক্তি
তা'র প্রিয়পরমকে সর্ব্বতোভাবে
সংক্ষুধিত আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরে—
কেবলভাবে—
তখনই সে নির্ভীক-চলনে—
যে-চলনায় তার প্রিয়পরম
তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত হন—
প্রশ্নশূন্য উদ্দীপ্তিসহকারে
প্রাকৃতিক স্বতঃসন্ধিৎসায়ই
নিজের যা'-কিছুকে
সেই চল্‌নাতেই নিয়ন্ত্রিত
করতে থাকে—
আর, তাই হ'চ্ছে
নির্ভরতার স্বতঃমূর্ত্তি। ৫।

যদি কেহ তোমার সহিত
আলাপ-আলোচনায় মতবাদকে
সমীচীন মনে করে,
উদ্বুদ্ধ হয়,
প্রত্যয়প্রণতির সহিত
তোমাতে শ্রদ্ধাবান হইয়া ওঠে—
অথচ তোমার আদর্শ ও মতবাদে
নিয়ন্ত্রিত হ'তে ইতস্ততঃ করে বা ক্ষান্ত থাকে,
নিশ্চয় বুঝিও—
তাহার চিত্তের অন্তরালে
দুরপনেয় এমনতর কিছু আছে
যাহাকে সে অতিক্রম করিতে

দুষ্ট দুর্ব্বলতায় আবিষ্ট হইয়া পড়িতেছে—
তাই, দুর্ব্বিপাকও
অনতিদূরেই
তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে;
তুমি উদ্বুদ্ধানতির সহিত
সহানুভূতিপূর্ণ দৃঢ়বাক্ ও সঙ্কল্পে
তাহার দুষ্ট দুর্ব্বলতাকে
প্রিয়দলনে দলিত করতঃ
সাধু দক্ষতায়
এমনতরভাবে তাহাকে নিয়োজিত করিও
যাহাতে সে তোমার আদর্শ ও মতবাদের
অনুসরণ করিয়া
নিজেকে ধন্য বিবেচনা করে—
বিপাকে পরিত্রাণ পায়। ৬।

সর্ব্বনাশ শিকার-চরণে এগিয়ে আসছে
অপ্রতিহত লেলিহান চাউনিতে
তাদের প্রতি—
যা'রা জীবন ও বৃদ্ধির আদর্শকে
তা'র নীতি, বিধি ও চলনাকে—
যা' নাকি অস্তিত্বের একমাত্র সার ও সম্বর্দ্ধন—
কৃতঘ্নকুটিল বিশ্বাসঘাতকতার
বিদ্রূপাত্মক অবসাদ-উৎপাদী অস্বীকারের
হীন সংক্রামকতায় চারিয়ে দেয়,—
আর, যা'রা আপোষের সুরে
সেগুলিকে জীয়ন্ত ক'রে রাখে;
সাবধান হও তোমরা,
তোমাদের অস্তিবৃদ্ধির আকৃতিকে

অতখানি হীনতা-বিধ্বস্ত হ'তে দিও না—
প্রতিরোধ কর—প্রতিবন্ধক হও,
এমনতর সাধু ও উদার সংঘাতের সৃষ্টি কর—
তা'রা উদ্বুদ্ধ হয়, ফেরে,
জীবন ও বৃদ্ধিকে আলিঙ্গন করে। ৭।

মানুষ যখনই নিজের
বাঁচাবাড়ার চাহিদার উদ্দীপনায়
অন্যের বাঁচাবাড়াকে
নিজের বাঁচাবাড়ার স্বার্থ করিয়া লইয়া
বুভুক্ষা-সন্দীপ্ত
ইষ্টপ্রাণ-সেবানুপ্রাণনে
প্রতি পারিপার্শ্বিকেরই
পোষণ ও পুষ্টিপ্রয়াসী হইয়া থাকে,
অবিকল আপনারই মতন
আপন অনুপ্রাণনে
প্রতি অসম যা'-কিছুকে
বিবর্দ্ধনপুষ্ট করিয়া
তৎপরিপোষণে বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
উন্নত-উদ্যমী করিয়া তোলে,
প্রতি অসমই তখন পোষণবৈশিষ্ট্যের সমতায়
দুনিয়াটা সামগানে মুখরিত করিতে থাকে;
সাম্য যেখানে এমনতর নয়—
তা' প্রেতকীর্ত্তন ছাড়া
আর কী হইতে পারে? ৮।

সত্তা প্রবৃত্তিমুগ্ধ হইয়া
অস্তিবৃদ্ধিকে যখনই
তাচ্ছিল্য ও অবমাননায়

বিক্ষিপ্ত ও অবসাদগ্রস্ত করিয়া
না তুলিয়া
আদর্শ, ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিকের ভিতর
একটা ইষ্টপ্রাণ সেবাপটু
সঙ্গতি আনিয়া
প্রতি পরিস্থিতিকে সর্ব্বতোভাবে
সমুন্নত করিয়া
তাহারই আহরণে—
প্রতিপ্রত্যেক নিজেকে
সর্ব্বতোমুখী উন্নয়নপ্রয়াসী
বাস্তব চলনার কর্ম্মপ্রাণনে
নিয়োজিত করিয়া
সার্থক উদ্দীপনায় চলিতে থাকে,
স্বাধীনতা মাভৈঃ-আশিসে
মঙ্গল-বৃষ্টি করিতে করিতে
উদ্দীপ্ত সংবেদনায়
চারণগীতিমুখর হইয়া
অগ্রসর হইতে থাকে। ৯।

যে-ব্যক্তি নিজের অহং-প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে
দিগ্‌বিদিক্‌হারার মতন
নিজের আদর্শ, তাঁ'র নীতি, বিধি, প্রণালী ও চালচলন
ইত্যাদির অবসাদ ও অপমানসূচক সমালোচনায়
তাঁ'র অনুসরণ হইতে
পারিপার্শ্বিকের বিক্ষেপ ঘটাইয়া
বিধ্বস্তির পথ প্রসারিত করিয়া দেয়,
প্রকৃতির দুঃস্থ ও দুর্ব্বিপাক সাড়ায়
তা'র মস্তিষ্ক বিভ্রান্তিবিভ্রাটগ্রস্ত হইয়া

অপলাপী অবসাদ-অনুশাসনে
রোদনমুখর হইয়া রৌরব-শায়িত হয়—
ইহা অতি প্রত্যক্ষ;
ইষ্টপ্রাণ যাজনমুখর হইয়া
পারিপার্শ্বিকের সেবায়
ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠাকে আমন্ত্রণ কর—
নিস্তার পাইবে। ১০।

ইষ্টপ্রাণতা
পরাক্রমকে যেখানে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে না,
সেবা যেখানে
ইষ্টে যুক্ত করাইয়া
সমৃদ্ধিকে স্বতঃ করিয়া তোলে না,
যে-সমৃদ্ধিতে সাহস, সামর্থ্য ও শক্তির
অভিব্যক্তি নেইকো—
আবার, যে-শক্তি
শাসন ও সম্বর্দ্ধনে অপটু ও অক্ষম,—
উক্ত ইষ্টপ্রাণতা
সেবা, সমৃদ্ধি ও শক্তি
সুন্দর ও স্বস্থ হইলেও
কিছু-না-কিছু ক্লীবত্বদুষ্ট, ইহা নিশ্চয়!
অনুসন্ধান কর, পরিহার কর—
পারগতায় সমাসীন হও! ১১।

যে নিজের আদর্শকে অস্বীকার করিয়া,
অপলাপ করিয়া
অপবাদ-অবধূলিত অপমানে নীচু করিয়া তুলিয়া
যে-কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নিজেকে পরিপুষ্ট ও পরাক্রমশীল,
স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠামণ্ডিত করিতে চায়
আর সেই চলনায়ই চলিতে থাকে,
ঠিক বুঝিও—
তাহার শরীরের আর্য্যরক্ত
হীন সঙ্কোচতায় অবদুষ্ট—
আর, সে স্বতঃই
অকৃতজ্ঞ সংস্কারে অভিষিক্ত,
পাতিত্যও তা'র সহজ নিমকহারামিতে অভিশপ্ত—;
তুমি যদি সাধু প্রতিবন্ধকতায়
তাহার প্রতিরোধ না কর,
নজর করিয়া দেখিও—
সর্ব্বনাশ
পাতকী পরিকল্পনার কী লেলিহানদৃষ্টিতে
তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছে! ১২।

দুর্ব্বল, ভোগলোলুপ বৃত্তিসংক্ষুব্ধ জনগণ
প্রবৃত্তিপুষ্টির উচ্ছ্বাস-উদ্বেলনী বাক্যজালে
যেমন অতি সহজে আকৃষ্ট ও বিক্ষেপসংবুদ্ধ হ'য়ে উঠে
সত্তার পরিপুষ্টির আমন্ত্রণকে
অবহেলার তাচ্ছিল্য-অবমাননায়
অবধূলিত ক'রে থাকে,
শত জীবনবৃদ্ধিদ ইষ্টপ্রাণ সেবাসন্দীপনী সরবরাহ
তখন সেই প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধি হ'তে
সত্তাস্বার্থে আনত করতে পারে না,
সেখানে ইষ্টসন্দীপনী শাসন ও পরাক্রমই হ'চ্ছে
তা'দের কল্যাণনিয়ন্ত্রণের উন্নতবর্ত্ম—
যা'কে তা'দের সম্মুখে রেখে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সেবায় তা'দের জীবনবৃদ্ধিদ সরবরাহে
পোষণ ও পুষ্টির
উন্নত চলনায় চালিত ক'রে
উৎপ্রবণ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে ধৰ্ম্ম;
আর, এতে প্রবৃত্তি-প্রলোভন ও সত্তা-সংবৰ্দ্ধন
বোধের সংঘাতে, উদ্দীপনায়
মস্তিষ্ক তজ্জাতীয় ঐশ্বর্য্যে
ঐশ্বর্য্যবান হ'তে থাকে—
আর, অমনতর জায়গায় প্রকৃত সেবাই হ'চ্ছে ঐ। ১৩।

যে
আপোষের সুরে
আপোষী ব্যবহারে
লোকখ্যাতির প্রলোভনে
নিজের আদর্শের
নিন্দা, অপবাদ, অপকর্ষী প্রচার ইত্যাদিকে মিটাইয়া
তাঁহার স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার
অপলাপী চলনাকে চলিতে দেয়—
অথচ সাধু প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতায়
তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া
উন্নত প্রবোধনায়
উদ্বুদ্ধ ও উচ্ছল করিয়া তোলার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমকে
নিয়োজিত করিয়া
সার্থকতামণ্ডিত হওয়ার সম্বেগী আকৃতিকে
উচ্চেতিত করিয়া তোলে না,
হীনতা
স্থিরপদক্ষেপে ক্লীবত্বসঙ্কুল পরিবেশনে
তাহার আশপাশকে তমসাচ্ছন্ন করিতে-করিতে
পাতকী-মূকপরিবেদনার তপ্তকটাহে

নিক্ষেপ করিয়াই থাকে—
সাবধান হইও! ১৪।

যাহারা পূর্ব্বতন অবতার পুরুষ, প্রেরিত পুরুষ,
আদর্শ, পুরুষোত্তম, ঋষি বা অধুনাতন যিনি,
ইঁহাদিগকে আগ্রহান্বিত স্বীকারে
বিনীত অভিবাদনের আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত
এমনতর প্রেরিত, আদর্শ, অবতার,
পুরুষোত্তম ও ঋষিকল্প পরিপূরক পুরুষ—
এঁদের নীতি, নিদেশ ও জীবনবৃদ্ধিদ কোনো-কিছুকে
অস্বীকার করে, অপলাপ করে, অপবাদ করে,
বা কুৎসিত উপহাসে বীতশ্রদ্ধা বিস্তার করে,
বিনীত অনুসন্ধিৎসাহারা তাহারা
সেই মহাপাতকে
নিজদিগকে তো সর্ব্বনাশসঙ্কুল করিয়া তোলেই—
তা'ছাড়া, তাহাদের ঐ দুষ্ট ব্যবহার
ও মানসিক স্বতঃপ্রক্রিয়ায়
মানুষ, বংশ, সমাজ ও জাতিকে
ঐ দুষ্ট সংক্রমণে
সর্ব্বনাশে সমুৎসাহী করিয়া তোলে;
তুমি
ঐ পূর্ব্বতনদের ও বর্ত্তমান যুগাদর্শদের প্রতি—
কাহারও এমনতর ব্যবহার দেখিলেই
বিনা আপোষে প্রতিরোধ করিওই—
তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া
তোমার সেবায় তাহাকে এমনতর করিয়া তুলিও
যাহাতে তাহার আন্তরিক অনুতাপ
এমনতর প্রবল হয় যে
তাহার মুখর ও শ্রদ্ধাবনত ব্যবহারে

তাহার পারিপার্শ্বিক যাহা-কিছু
উদ্দীপ্ত হয়, উদ্বুদ্ধ হয়,
শ্রদ্ধাবনত ব্যবহারে ভরপূর হইয়া ওঠে;
আর, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এমনতর কোন-কিছু
না-ই করিতে পারিতেছ,
ঠিক জানিও—
তোমার প্রাত্যহিক কাজ, কর্ম্ম,
আচার, ব্যবহার, দান, সেবা, যজ্ঞ
এমনকি নিঃশ্বাস—আহার্য্য পর্য্যন্ত
ঐ সংক্রমণে বিষাক্ত হইয়া
তোমার যাহা-কিছুকে আক্রমণ করিয়া
ক্ষয়শীল পাতকে ক্ষীণ করিয়া তুলিতেই থাকিবে—
বিবেচনার সহিত চলিও। ১৫।

ইষ্টপ্রাণ সেবাপটু লোকহিতৈষণা
ও তার ন্যায্য চাহিদাকে
যখনই কেহ অস্বীকার করিয়া
পাপ ও দুর্ব্বলকে
অনুতপ্ত, উদ্বুদ্ধ ও ইষ্টপ্রবুদ্ধ না করিয়া
সদাশয়তার মিথ্যা গুজব রটনার আশ্রয়ে
প্রকৃত অসদাশয়ী চলনার সাহসবাণীতে
ঐ কৃত্রিম সদাশয় সহানুভূতির প্রলোভনদ্বারা
কাহাকেও পাইয়া বসিয়া
সাহস ও ভরসায়
তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে চালিত করতঃ
শোষণাগ্রহে বৃত্তিনিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে—
ঠিক বুঝিও, কপটী সেখানে সিংহাসনারূঢ়
মরণসংবুদ্ধ শাসন-বিস্তারে

পারিপার্শ্বিককে সংক্রমণশাসনে
শাসিত করিতেছে,
তা'র সহধর্ম্মিণী কাম
রাক্ষসীমূর্ত্তিতে
নির্লজ্জ পূতিহাস্যে
স্মরশয্যা বিছাইয়া পাটরাণীরূপে সমাসীন,
দেখ, ভাব, বোঝ—
সাবধান হও! ১৬।

ইষ্টপ্রাণতা যদি
অন্যের প্রশংসা-সাপেক্ষ হইয়া
ইষ্ট ও অনুরক্তের মাঝখানে দাঁড়ায়,
আর, তদনুযায়ী যদি অনুরক্তের চলনা নিয়ন্ত্রিত হয়,—
তবে সে চলনা
যা'র সাপেক্ষ হইয়া চলিতেছে
সেই দিকে। ১৭।

তোমার মস্তিষ্কের চিত্তজগতে
ইষ্টানুরাগ তখনই অটুট হইয়াছে বুঝিও—
যখনই ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মে ও তাঁ'র যাজনে
তুমি এমনতরই অমোঘ হইয়া উঠিয়াছ
যাহাতে তুমি যা' বা যা'দিগকে নির্ঘাতভাবে ভালবাস
তা' বা তাহারা
তোমাকে ঐ ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠ কর্ম্ম ও অনুরাগ হ'তে
এতটুকু টলাইতে পারিতেছে না,
আর, তখনই কেবল তুমি
আত্মস্বার্থ-অনাসক্তি-কর্ম্মপ্রভাসমন্বিত হইয়া
আনন্দাশিসে
উন্নত ফলের অধিকারী হইবে। ১৮।

তোমার অভিলষিত যা' তা' পূরণের
উপকরণ-জ্ঞানে
অর্থকে স্বীকার করিয়া
পার বা না পার, হউক বা না হউক,
তাহারই উপার্জ্জনের ধান্দায়
কত প্রচেষ্টাকেই
ব্যর্থ বা ফলপ্রসূ করিয়া তুলিয়াছ,
তেমনি তুমি তোমার আদর্শ
অথবা প্রিয়পরমকে
নিজ স্বার্থজ্ঞানে বেশ করিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া
তাঁ'র অবস্থা ও প্রয়োজনকে
নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুভব করিয়া
তৎপরিপূরণ-উদ্বুদ্ধতায়
প্রেষ্ঠযাজন-কর্ম্মমুখরতার সহিত
তাঁ'রই অবস্থা ও প্রয়োজনপূরণপ্রচেষ্টায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাক;
আবার, যেমন তুমি তোমার শরীরকে
স্বচ্ছন্দে রাখিবার মানসে
পোষণে পুষ্ট করিয়া
তাহা হইতে শক্তিলাভ করিয়া থাক,
ইহার জন্য তাহাকে দাও পোষণের উপকরণ,
আর আশা কর সামর্থ্য, শক্তি ও স্বচ্ছন্দতা,
তেমনি তোমার আদর্শ বা প্রিয়পরমকে
তাঁ'র পুষ্টি ও পোষণের
উপকরণ জোগাইতে
তাঁহাকে পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত করিয়া
তৃপ্তি ও সন্দীপনার সহিত
সামর্থ্য, শক্তি ও স্বচ্ছন্দতাকে
অর্জ্জন করতঃ

উপার্জ্জনী আহরণমুখরতায় ইষ্টানুপ্রাণনে
অঢেল চলনায় চলিতে থাক,
দেখিবে, তোমার আহরণপ্রবৃত্তি স্বতঃ হইয়া
তোমাকে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যে সমাসীন রাখিবে। ১৯।

তোমার নিত্যনৈমিত্তিক উপার্জ্জন
যাহা অর্জ্জন করিতে গিয়া শত অবস্থায়
তোমাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইতেছে
তাহা হইতে তোমার আদর্শ বা প্রিয়পরমের
সেবা ও পূজার সার্থকতার জন্য
তোমার অর্জ্জন, কর্ম্ম ও অনুপ্রেরণাকে
ঐ আদর্শ বা প্রিয়পরমের
সেবানুরঞ্জনে উদ্দীপ্ত করিয়া
প্রথম ও প্রধান দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞানে
যত্নপূর্ব্বক কিছু-না-কিছু রাখিওই—
ঐ কর্ত্তব্যানুপ্রাণিত উদ্দীপ্ত প্রচেষ্টা
তোমাকে যথাযথ কর্ম্মানুপাতিকতায়
কিছুতেই দরিদ্র হইতে দিবে না
ইহা স্থির নিশ্চয়;
আর, যখনই দেখিবে যে-কোন অবস্থা
অর্থাৎ যে-কোন বিবেচনা,
হিসাব-নিকাশ-বুদ্ধি বা ভাববৈলক্ষণ্যই হউক না কেন,
তোমাকে উহা হইতে
শিথিল ও সংযত করিয়া তুলিতেছে,
বুঝিও—
তোমার আদর্শ-যাজন যোগনিঃসৃত
কর্ম্ম-সুকৌশলকে খিন্ন করতঃ
দরিদ্রতা বিধ্বস্তিকে সঙ্গে লইয়া অদূরেই

তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছে,—
বুঝিয়া সাবধান হইয়া চলিও। ২০।

আজীবন ইষ্টভৃতি
পরিপালনের সহিত
অন্ততঃ পুরোহিত, বৈদ্য, ধাত্রী,
ব্যবহারজীবী ও গ্রহবিপ্রদের
বিনা দক্ষিণায়
কিছুতেই ফিরাইও না,
তোমার সাধ্যমত যাহা পার
ইহাদিগকে দিওই;
নতুবা, বাঞ্ছিত পথ
কিছুতেই দক্ষতামণ্ডিত হ'য়ে উঠবে না;
কারণ
এদের প্রণোদনা না আসলে
বুদ্ধি ও চেষ্টা
অবসন্নতায় বিবশ হ'য়ে
তোমার মাঙ্গলিক কর্ম্ম থেকে
বিরক্তি ও বিচ্যুতির সহিত
তোমায়
অমঙ্গলের অধিকারী ক'রে তুলবে। ২১।

ঠাকুর বা প্রিয় বলিয়া আহ্বান করিয়া
আবদার-আতিশয্যে দাঁড়াইয়া
অহং ও বৃত্তিমত্ততায়
তা'রই প্রয়াসে
যখনই ঐ তথাকথিত আবদার
প্রিয়কে বাক্ ও ব্যবহারে

বেদনাপ্লুত ও নীচু-অভিভাষিত করিয়া তুলিতেছে—
আর, তাহাতেই বাহাদুরি ছাড়া
অনুতাপ আসিতেছে না,
তুমি তোমাকে চিনিয়া লইও,
বৃত্তি ও তা'র কেরদানি ছাড়া
তোমার কেহ প্রিয় নাই,
প্রিয়-সম্বোধনে অন্যকে ঠকাইতেছ মাত্র,
আর, তা'র ফলও
এই হাত বাড়াইয়া তোমার পেছু লইয়াছে,
আদর্শে উৎসর্গীকৃত হইবার সময়
তোমার এখনও দূরে,
সাবধান থাকিও—শাস্তি হয়তো গা ঢাকা দিয়া
নিকটেই তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে,
—একটু বুঝিয়া চলিও। ২২।

ইষ্টানুকূলে বাঁচা ও বাঁচাবার বুদ্ধি ও প্রচেষ্টাকে
যতদূর সম্ভব পারতপক্ষে কিছুতেই
অবহেলা করা উচিত নয়কো—
তা' সে যে বা যা'-ই হোক্ না কেন—
আব্রহ্মাস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেকটিকে
মায় বিশ্বাসঘাতককে পর্য্যন্ত;
অবশ্য,
যথাযথভাবে যে যেমন,
তা'র অনিষ্টকারী বৈভবকে
অতি নিছকভাবে পরাভব করিয়া,
সু-উন্নত নিয়ন্ত্রণে
উন্নত ঝোঁকে উদ্বুদ্ধ করিয়া
এই বাঁচা ও বাঁচাবার প্রচেষ্টা

যেখানে পরাভূতিতে
আড়ষ্ট অবসাদে আসিয়া যায়—
তখন অবশ্য অন্য কথা;
যতই আমরা এই রক্ষাকে
এমনতর করিয়া নিয়ন্ত্রণে
উন্নত ও অবারিত করিতে পারিব,
আবিষ্কার-সম্পদে সম্পদশালী হইয়া
ততই আমরা অমৃত-উপভোগী জীবনকে
অবাধ করিতে পারিব,
আর, ইহা না হইলে
অজ্ঞানতা আমাদের চক্ষুকে
মসীলিপ্ত করিয়া
ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকিবে;
তাই, বিবেচনার চরমে না গিয়া
কখনই রক্ষা-প্রবোধনাকে
অবহেলা করিও না। ২৩।

ইষ্ট-স্বার্থ-ও-প্রতিষ্ঠার অনুকূলে
প্রবৃত্তি ও চাহিদাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া
সৎ অর্থাৎ ইষ্টানুকূল জীবনবৃদ্ধিদ
যাহা কিছু চিন্তাকে
বাস্তবতায় পরিণত করিবার প্রচেষ্টার সহিত
যথাযথ সেবা ও যাজনে
পারিপার্শ্বিককে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করতঃ
প্রতিপ্রত্যেককে
ইষ্টে অনুরক্ত করিয়া তোলাই হ'চ্ছে
প্রকৃত ইষ্টপূজা। ২৪।

যে-দেশে অনুরাগ ও পাওয়া
ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সম্পদ না হ'য়ে
ত্যাগ বা বিরাগ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'য়ে উঠেছে,
সেখানে মানুষের পাওয়ার সম্পদ যে
কতখানি আছে তা' একটু ভেবে দেখলেই
বুঝতে আর বাকী থাকে না;
তা'দের অন্তরটা না-পাওয়াতে যে
বোঝাই হ'য়ে আছে
তা'তে কি কোনও সন্দেহ করা যায়? ২৫।

ধর্ম্ম যদি ইহকালের জন্যই না হ'য়ে থাকে—
আর, ধর্ম্ম মানে যদি জীবন ও বৃদ্ধিকে
বা অমৃতত্বকেই ধ'রে রাখাই না হয়,
তবে সে ধর্ম্ম কিসের ধর্ম্ম?
ইহকালের পরকাল—
না ইহকাল বাদ দিয়ে
কোন পরকাল আছে? ২৬।

বাঁচা-বাড়ার ধর্ম্মকে
সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে
ব্যবহারের ক্রমনিয়ন্ত্রণ দ্বারা
সহজাত সংস্কার ও অভ্যাস-সমূহের
বিধিবদ্ধ সমাহারপ্রাণ সংগঠনকেই
প্রকৃত শিক্ষা বলা যেতে পারে। ২৭।

তোমার প্রেষ্ঠ
বা আদর্শের প্রতি
কোন অন্যায় বা অপঘাতকে
তুমি বুঝতে পারলে না

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অথবা
বুঝেও কঠোর (vigorous stroke)
প্রতিবাদ না ক'রে
একটা সমর্থনসূচক উস্‌কানী (yielding protest)
ভণ্ড প্রতিবাদ ক'রে এলে—
নিশ্চয় জানিও
সে অন্যায় বা অপঘাত-বুদ্ধি
তোমার ভিতরেও আছে,
তুমি
নিজেও সে দোষেও দোষী। ২৮।

তুমি
সম্যক্ ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রাণে
যথা-মমতায়
মানুষকে বরদাস্ত কর—
নিজে অটল থেকে
তা'দের কথায় কান দেও,
আর, ইষ্টানুগামী নিয়ন্ত্রণ ও সেবায়
অনুকম্পার সহিত
তা'দিগকে উন্নত-চলৎশীল ক'রে তোল—
তোমার উন্নতি
মহান চলনায় যে চলৎশীল থাকবে
তাহা অতি নিশ্চয়। ২৯।

যত বড় মহানের
সঙ্গই তুমি কেন না কর—
আর তাঁ'তে তুমি যতই মুগ্ধ হও না কেন—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তাঁ'কে বাস্তবভাবে দিয়ে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ধন্য হ'বার বা তৃপ্ত হ'বার আকুলতায়
তুমি উদ্দৃপ্ত হ'য়ে না উঠছ—
তোমার দান
যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন,
সামর্থ্যানুপাতিক শ্রেষ্ঠ হ'য়ে
তোমার ঐ দেওয়া
যতক্ষণ তোমাকে ধন্য ক'রে না তুলছে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
সেই মহান্ হ'তে লাখ পাওয়াও
তোমাকে বাস্তব সমৃদ্ধিতে
কিছুতে অধিরূঢ় করবে না—
এটা খাঁটি সত্য। ৩০।

অন্তর্নিহিত চাহিদাকে
চিন্তা ও বাক্যে উদ্বুদ্ধ করতঃ
ইষ্টনিবেদনে
তাহাকে
সঙ্কল্পে সম্বেগী করিয়া
যথাবিহিত কর্ম্মের অনুসরণে
তাহাকে বাস্তবে পরিণত করাই হ'চ্ছে
প্রার্থনা। ৩১।

তুমি যাঁহা দ্বারা
ইষ্টনিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত
বা প্রতিপালিত—
তাঁহার পোষণ ও পুষ্টির জন্য
উৎফুল্ল উদ্যমের সহিত
প্রায়শঃ বা প্রত্যহই

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কিছু-না-কিছু সংগ্রহ করিয়া
তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অবদানে
তুষ্ট ও পুষ্ট করিওই,
দেখিও,
ইহাতে তোমার অবস্থা
কেমন উন্নতিমুখর হইয়া চলিতেছে। ৩২।

অধিগত বা বিদিতের অনুসরণই
মানুষকে জ্ঞান ও শক্তিতে
সংবৃদ্ধ ক'রে থাকে,
আর, অধিগত ও বিদিতকে অবজ্ঞা ক'রে
যে জ্ঞান ও শক্তিতে
সমৃদ্ধ হ'তে চায়—
সাধারণতঃ
বিকৃতনিষ্ঠ অন্ধতমেই
তা'র প্রবেশলাভ ঘটিয়া থাকে। ৩৩।

যা' করতে বা করতে গেলে
তোমার ইষ্ট,
তাঁ'র উদ্দেশ্য বা নিয়মকে
অবদলিত করতে হয়
ও সমর্থন করা যায় না—
তা' তোমার আপাতঃ পরিপুষ্টির পক্ষে
যাই হোক বা যেমনই হোক না কেন
তা' কিছুতেই করতে যেও না,
তা'তে তোমার জীবন ও বৃদ্ধি
কোন্ দিক দিয়ে যে কেমনতরভাবে
খিন্নপ্রাণ হ'য়ে উঠবে

তা'র হিসাবও ক'রে উঠতে পারবে না—
বুঝে চ'লো। ৩৪।

আমাদের
প্রবৃত্তিসৃষ্ট দুষ্কর্ম্ম
যা' দুরদৃষ্ট সৃষ্টি ক'রে চলেছে
তা'কে এড়িয়ে
তাঁ'র করুণামুগ্ধ হ'তে চাই না—
তাই, জীবনে তৃপ্তিও নাই। ৩৫।

সম্পদেই হো'ক আর বিপদেই হো'ক,
যা'র প্রেষ্ঠপ্রাণতা যত মুহ্যমান
তা'র প্রেম যে তত কপট ও প্রবৃত্তিমূলক—
এটা কিন্তু ভোলবার কথা নয়কো। ৩৬।

যেখানে ভালবাসা যতই সম্বেগশালী ও সত্যিকার—
অননুসন্ধিৎসা ও অজ্ঞতা
সেখানে ততই স্তিমিত। ৩৭।

মানুষের প্রেষ্ঠানুরাগ
তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—
প্রথম শ্রেণীর যাঁ'রা,
তাঁ'দের প্রেষ্ঠানুরাগ এমনতর
যা'তে
তাঁ'রা নিজের প্রবৃত্তি বা চাহিদাগুলিকে
প্রেষ্ঠ-স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত না ক'রেই
তৃপ্ত হ'তে পারেন না,
এঁদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী;

দ্বিতীয় শ্রেণীর যাঁ'রা—
নিজের বৃত্তি ও চাহিদার সাথে
প্রেষ্ঠ-নীতি ও চাহিদার
যতখানি খাপ খায়
ততটুকুই তাঁ'কে পরিপূরণ করতে চেষ্টা ক'রে থাকেন,
এঁদের অবনতি মন্থরগতি লাভ করলেও
সাধারণত ঠেকাই
এঁদের শিক্ষা ও উন্নতির চেতনা এনে দিয়ে থাকে ;
আর, তৃতীয় শ্রেণীর যাঁ'রা—
তাঁ'রা সব সময়ই চান
প্রেষ্ঠ যা'তে তাঁ'দের প্রবৃত্তি বা চাহিদাগুলির
পরিপোষণী ইন্ধন হন;
তাঁ'র প্রতি অকৃতজ্ঞ চালবাজি ক'রেও
তাঁ'রা নিজেদের সুবিধা ক'রে নিতে
প্রায়শঃই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকেন;
এঁরা দেনও ফাঁকি, পানও ফাঁকি,
এঁদের উন্নতি হামেশা
শাস্তির হাতেই লুকিয়ে থাকে। ৩৮।

মানুষের মোটের উপর সবচেয়ে বড়
সাধনা ও ধর্ম্মই হ'চ্ছে—
নিজের কোন রকম বা চাহিদার পরিচালনে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে বলি না দিয়ে
তাঁ'র পরিপুষ্টিকেই আবাহন করা,
আর, কেবলমাত্র এতেই
সে যত রকমের পাপই থাকুক না কেন,
তাঁ'র স্পর্শ থেকে
রেহাই পেতে পারে। ৩৯।

প্রেষ্ঠের অভাব ও অসুবিধা
যা'র নিজের প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির কাছে
ম্লান ও তমসাচ্ছন্ন,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনা তা'র যে মুখ্য উদ্দেশ্য—
তা' সে স্বীকার করুক্ আর না করুক্—
এটা অতি নিশ্চয়। ৪০।

প্রেষ্ঠকে নন্দিত করবার জন্য
যে ভালমন্দ সবই করতে পারে,
সে প্রেষ্ঠকে ভালবাসুক আর নাই বাসুক—
তা'র বৃত্তি-উপভোগের
একমাত্র প্রলোভনই যে তা'র প্রেষ্ঠ
প্রায়শঃই এটা নিশ্চিতভাবে বোঝা যেতে পারে;
আর, প্রেষ্ঠকে নন্দিত করার প্রলোভনে
যে আপন প্রবৃত্তির পছন্দ-মত
ভালই হো'ক্ আর মন্দই হো'ক্
যা'-কিছু ক'রে থাকে,
ঠিক জেনো—
সে প্রেষ্ঠকে তো ভালবাসেই না,
বরং আপন প্রবৃত্তির ইন্ধন ক'রেই
প্রেষ্ঠ-নামধেয় ব্যক্তিকে চায়;
তা' ছাড়া, যে
প্রেষ্ঠের পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠানুকূল স্বার্থকে
আপন স্বার্থজ্ঞানে আপ্রাণতার সাথে
লোলুপ দক্ষতায় সম্পাদন ক'রে থাকে—
ঠিক জেনো, প্রেষ্ঠের ব্যক্তিত্ব তা'র যত প্রিয়
এমন প্রিয় তা'র আপন অস্তিত্বও নয়কো। ৪১।

তুমি হামেশাই বলতে থাক—
তোমার প্রেষ্ঠকে তুমি ভালবাস,
তাঁ'র কথা বলতে-বলতে
হাসি পেলেই
অবাধভাবে হেসে ফেল,
কাঁদা আসলেই কেঁদে ফেল,
যা' করলে তাঁ'র তুষ্টি-পুষ্টি-প্রতিষ্ঠা হয়—
একটা উন্মাদনার ভাব নিয়ে
হাতেকলমে তা' সম্পাদন কর,
চিন্তা ও চলনায়
তাঁ'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকেই
তোমার স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা ব'লে গ্রহণ কর,
তাঁ'র কোন চাহিদা
তোমার কোন প্রবৃত্তিপূরণের পরিপন্থী হ'লে
তা'কে তাচ্ছিল্য ক'রে
তাঁ'র চাহিদাগুলিকে
তোমার নিজেরই চাহিদা বিবেচনায়
পরিপূরণ করতে নিয়তই যত্নশীল থেকো,
অভিনয়ের মতন ক'রেও—
এমনতর করতে-করতে যতই
চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মের সামঞ্জস্যে উপনীত হ'য়ে
অভ্যস্ত হ'তে থাকবে,
ততই দেখতে পাবে—
তোমার সুরত (libido)
কী শক্তিম সাহসে সঞ্জীবিত হ'য়ে
বাস্তব বিসৃষ্টির পরিপ্লাবনে
কেমন বর্দ্ধিত হ'য়ে চলবে। ৪২।

ভালবাসা
যেখানে এতটুকু সত্যিকার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে
সেখানে না দেখবে তুমি স্বার্থান্ধতা,

না দেখবে—
সহজ জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞতা,
রোগবাইওয়ালা অস্বচ্ছন্দতা। ৪৩।

আদর্শ ঠিক রেখে,
মত, উদ্দেশ্য, চাহিদা,
ব্যবহার ও কথা ইত্যাদির
সমর্থন, সহযোগিতা
তোমার যা'র সহিত যত বেশী—
তোমার বন্ধুভাবও তা'র সঙ্গে
তত বেশী,
এর বিপরীত যেখানে যতখানি
সংস্রবদূরত্বও সেখানে ততখানি;
আর, এই মত, উদ্দেশ্য ইত্যাদির
সমর্থন, সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
তোমার চাহিদাকে
যেখানে যতখানি তুমি পূরণ করতে পারবে,
তোমার মিত্রভাব সেখানেই
তত মুখর হ'য়ে রইবে—
বন্ধুভাব ঘটিয়ে তা' বজায় রাখবার
পথও এই-ই। ৪৪।

অভাব, অনটন, দুঃখ, দুর্দ্দশা
যাহাদিগকে বাস্তবভাবে
মনন ও কর্ম্মে
ইষ্টনিষ্ঠাহারা করিয়া
আত্মস্বার্থ-সন্ধিৎসায় মনোযোগী করিয়া তোলে,
জাহান্নমের প্রেতিনী অনুসরণ

তাহাদিগকেই বিবশ আকর্ষণে
দিশেহারা করিয়া
সর্ব্বনাশে সচল করিয়া থাকে। ৪৫।

সমীচীনতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
ধর্ম্ম বা নীতির অবতারণা-পূর্ব্বক
যা'রা নিজের স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধি
ফলপ্রসূ করতে চায়—
অথচ নিজে ধর্ম্ম ও নীতি এড়িয়ে চলে
বা তা'র ধারই ধারে না,
তা'রা প্রথম শ্রেণীর ঠগ্‌বাজ লোক—
তা'দের অমনতর স্বভাবকে প্রশ্রয় দেওয়াই অধর্ম্ম;
যদি প্রশ্রয় দেও—
বিপন্নতা বেঘোর আলিঙ্গনে
তোমাকে বিধ্বস্ত করবেই কি করবে;
সাবধান থেকো—
সেখানে সমীচীনতাকে
কিছুতেই উল্লঙঘন ক'রো না। ৪৬।

অভাব-নিষ্পেষী দুর্দ্দশাতেও
যাহার ইষ্টনিষ্ঠা
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ হইয়া
অমোঘ নিরবচ্ছিন্নতায়
নন্দিত মননে
বাস্তব অভিব্যক্তিতে চলিতে থাকে,
প্রেষ্ঠ-সম্বর্দ্ধনা আদর-আমন্ত্রণে
অভিনন্দন করতঃ
তাহাকে মহান নেতৃত্বে
বরণই করিয়া থাকে। ৪৭।

প্রেষ্ঠের
শত অবাঞ্ছিত অত্যাচারী
অন্যায়-অবহেলাতেও
তাঁ'র ব্যক্তিত্বে
অনুরাগ-উদ্দীপনী ঝোঁক বা টান
যতই অটুট ও অকাট্য-প্রতিভান্বিত,
তাঁ'র প্রতি
তোমার ভালবাসাও
ততই অবাধ তেজোদ্দীপ্ত। ৪৮।

ভক্তি, আনতি বা আসক্তি
সেখানেই
সার্থক ও সন্দীপশালিনী—
যেখানে তা' প্রেষ্ঠের
অভাবনীয় ও অবাঞ্ছনীয়
দুরূহ দুর্ব্ব্যবহারেও
প্রেষ্ঠস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতায়
অটুট, স্বতঃদায়িত্বপূর্ণ, সন্ধিৎসামুখর,
সানুকম্পী শ্রদ্ধাবনত,
প্রেষ্ঠপ্রাণ সেবাপ্রবণতা
সমুজ্জ্বল, প্রশ্নশূন্য,
স্থিরপ্রতিজ্ঞ। ৪৯।

তোমার প্রিয়জনের
কোন প্রয়োজন বা চাহিদা
পূরণাভিলাষী হইয়া
বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার দিগ্‌দারী কুহেলিকায়
ইতস্ততঃ ঘুরিতেছ কেন—তাহা জান?

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তোমার প্রিয়তে
সেবাসন্ধিৎসু উদ্ভাবনী
পরিবেক্ষণোদ্দাম আগ্রহানতি
এত মন্থর
যাহার ফলে
পরিস্থিতির প্রত্যেকটি
উৎসাহাভিনন্দনে
তোমার কাছে বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠেনি,
আর, তাই
তোমার শ্লথপ্রজ্ঞ বাক্ ও বাস্তবতা
অটুট উৎসাহাভিনন্দনে
কাহাকেও
উচ্ছল আপ্রাণতায় আকর্ষণ করিয়া
প্রয়োজন-উদযাপী করিতে পারে না। ৫০।

যে-ভালবাসা
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
প্রিয়কে
বিদগ্ধ ও বিধ্বস্ত করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না,
যে-ভালবাসায়
আত্মাভিমান অটুট আদরে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া
প্রিয়কে
বিড়ম্বনার অধিকারী করিয়া তোলে,
যে-ভালবাসায়
আত্মপ্রতিষ্ঠাভিলাষী হইয়া
আত্মশ্লাঘার দিগ্‌দারী দলনে
প্রিয়-প্রতিষ্ঠায়
শ্লেষ উৎপাদন করে,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

যে-ভালবাসায়
প্রবৃত্তিসম্ভূত অহং-পরিচর্য্যাই হ'চ্ছে
প্রিয়পূজার সার্থকতা,
প্রিয়কে নিজ বৃত্তিরই চাহিদামাফিক
নিয়ন্ত্রণ-তৎপরতায়
নিয়ত উৎকণ্ঠাগ্রহান্বিত
নিজ প্রবৃত্তিপূরণী অকৃতকার্য্যতায়
প্রিয়ের ত্রুটিদর্শনে
বিক্ষেপ ও বিরোধ সৃষ্টি করে,
অবিবেকী ব্যবহার ও চলনায়
প্রিয়দোষারোপে নিজ নির্দ্দোষ-প্রতিপন্নতাতেই
যেখানে তৃপ্তি,
প্রিয়ের কষ্ট ও বেদনায় যেখানে
অনুকম্পাহারা সন্দেহকুটিল
বিদ্রূপাত্মক আত্মম্ভরি ব্যবহার,
সাবধান হইও, সেখানে ভালবাসা নাই—
শয়তানী হাতছানি
তোমাকে
মরণ-আমন্ত্রণে ডাকিতেছে মাত্র! ৫১।

অযুত ঝঞ্ঝার
উল্লম্ফী বুকে
দুর্দ্ধর্ষ জীবনে
উৎসরণশীল হ'য়েই যদি চলতে চাও—
তবে তোমার বাঁচার
একমাত্র প্রলোভনই হোক
প্রেষ্ঠ-প্রয়োজন,
আর, তুমি
তোমার পরিবার, তোমার পারিপার্শ্বিক,

তোমার সেবা, সম্বর্দ্ধনা, আয়, ব্যয় ইত্যাদি
যা'ই কিছু হোক্—
সবই যেন
সম্যক্ আগ্রহে স্বতঃনিয়ন্ত্রণে
অকাট্য সাহস-সচ্ছল আবেগ-উৎকণ্ঠার সহিত
তাঁ'তেই নিয়োজিত হয়,
কৃতকার্য্যতার পুষ্টিপূরণী তৃপ্তি-অর্ঘ্য
তোমার ভরদুনিয়ায়
তাঁ'র চাইতে
যেন কেহই থাকে না—
কিছুই না থাকে—
জীবনের বেগ
ঝড়কেও অতিক্রম করিবে। ৫২।

যখনই
অনুসন্ধিৎসু বোধ-উদ্দীপনার সহিত
প্রেষ্ঠকে পূরণ করার প্রয়োজন
তোমাকে স্বতঃপ্রেরণায়
আগ্রহ-আবেগময় ক'রে
উদ্দীপ্ত কর্ম্মমুখর ক'রে তুলেছে,
পারগতা
ক্ষিপ্রকুশলতায়
তখনই তোমাকে
উৎসরণশীল ক'রে তুলবে—
সন্দেহ নাই;
আর, প্রেষ্ঠের কোন চাহিদা
যেখানে শুধুমাত্র কর্ত্তব্য হিসাবে
তা'রই সরবরাহে নিয়োজিত ক'রে তুলবে,
পরিশ্রান্ত পারগতা

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সেইখানেই তোমাকে
ক্লান্তিভারাবনত ক'রে
অবসাদ-অবশতার আপসোসে
স্থবির ক'রে তুলবেই। ৫৩।

যেখানে
বা যাঁহাকে
দেবার প্রবৃত্তি
আগ্রহমুখর হ'য়ে ওঠেনি
বা যাঁহাকে পোষণ, পুষ্ট ও তুষ্ট করা
তোমার জীবনে
অকাট্য হ'য়ে ওঠেনি,
ঠিক বুঝিও—
সেখানে
বা তাঁহার সহিত
তোমার সম্বন্ধ
প্রকৃতই হ'য়ে দাঁড়ায়নি;
আবার
সম্বন্ধের এই প্রকৃত তত্ত্বের উপরই
মানুষের
বাস্তব চলনা ও নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে। ৫৪।

তোমার ভালবাসা
আগ্রহ ও উৎফুল্লতার সহিত
প্রিয়কে
দেবার প্রবৃত্তি
যতক্ষণ পর্য্যন্ত উস্‌কে না তুল্‌ছে,
ঠিক বুঝিও—
তোমার ঐ বাঞ্ছিতানুরাগ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তোমার জীবনে
এমন কিছু সৃষ্টি করবে না
যা'র ফলে
দুনিয়ার কাছে পাওয়াটা
তোমার জীবনে
স্বতঃ-উৎসারণশীল
হ'য়ে উঠতে পারে,
তোমার ভাবের জীবন
কর্ম্মে প্রতিফলিত হ'য়ে
সার্থক অভিজ্ঞতার সহিত
বাস্তব পরিণতিতে
অনুরঞ্জিত ক'রে
দীপ্ত হ'য়ে না ওঠাতেই
তুমি অমনতর
ব্যর্থ পরিণতিরই
অধিকারী হবে! ৫৫।

সব বিভিন্নতা
বোধসন্দীপনায়, সসামঞ্জস্যে
ন্যায়তঃ যাঁহাতে সার্থকতা লাভ ক'রে
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যের সহিত
সমষ্টির স্বতঃস্বার্থে
আত্মস্বার্থ হ'য়ে
সহজ ইষ্টপ্রেরণামূর্ত্তসম্বেগী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে
তিনিই মানুষের
সহজ সদ্গুরু
বা প্রিয় প্রেষ্ঠ—
তাঁ'র
এবং তাঁ'র প্রতি স্বতঃ-আসক্তিতে

আদেশ ও নিদেশের অনুসরণই হ'চ্ছে
মানুষের প্রথম ও প্রধান করণীয়;
তা'রপরই হ'চ্ছে
যিনি পিতা, আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা ও উপকারী
তাঁ'দের যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করা, সাহায্য করা
এবং তুষ্টি ও পুষ্টির অভিনন্দনে
অনুপূরণ করা—
এই বুঝিয়া চলিও
সামঞ্জস্যের সহিত—
তৃপ্তিলাভ করিবে। ৫৬।

তোমার
ইষ্টপ্রাণ যাজনদীপ্ত সেবা
যদি মানুষে সঞ্চারিত হইয়া
তৃপ্তি-অভিদীপ্ত বাস্তব প্রতিদানকে
উৎসরণশীল করিয়া না-ই তুলিল,
বুঝিও
তোমার ঐ যাজনদীপ্ত সেবা
তাহাকে
সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। ৫৭।

তুমি
ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা-সম্বোধনী দানে
যেমন
যথোপযুক্ত উৎসরণশীল থাকিবে
তেমনই আবার
প্রবৃত্তিস্বার্থসম্বোধনী প্রতিগ্রহে
স্বতঃই সঙ্কুচিত থাকিও—
শ্রেয়ঃ তোমাকে অভিনন্দিত করিবে;

আবার, তেমনি প্রবৃত্তিলোভী বিক্ষেপে
প্রবোধনী মরণের পথ পরিপুষ্ট হয়
এমনতর দানে স্বতঃই সঙ্কুচিত থাকিও,
কিন্তু যে-প্রতিগ্রহে
মানুষের মরণকে রুদ্ধ করিয়া
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণে
ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় বিন্যস্ত করিয়া তোলে
তাহাতে উৎসাহাভিনন্দিত থাকিতে
একটুও ত্রুটি করিও না,—
বিধ্বস্তির কুটিল কটাক্ষ হইতে
অনেকটাই যে দূরে থাকিবে
তাহাতে সন্দেহ নাই। ৫৮।

প্রতিগ্রহ যেখানে
ইষ্টস্বার্থী আত্মপুষ্টিকে
আমন্ত্রণ না করিয়া
প্রবৃত্তিপূরণী আত্মপুষ্টিকে আমন্ত্রণ করে
সেই স্বার্থান্ধ প্রতিগ্রহই
মানুষকে
সেবাবিমুখ স্বার্থান্ধ করিয়া
অপবিত্র নিথর যাত্রী করিয়া তোলে। ৫৯।

যে-দান
মানুষকে ইষ্টমুখী করিয়া না তোলে,
যে-দান
স্বতঃ-উপচয়ে আদর-অভিনন্দনে
প্রতিগ্রাহীকে সার্থক করিয়া তুলিয়া
ধন্য হইতে চায় না,

যে-দান
অনুরক্তিকে পদাঘাত করিয়া
বিরক্তিকেই আমন্ত্রণ করিয়া থাকে,
গ্রহীতা যাহা লইয়া
বাস্তবতায় দৈন্যক্লিষ্ট হয়—
সে-দান ইষ্টার্থমূলক নয়,
শোভনা ও সম্বর্দ্ধনা তাহাতে নাই—
তাহা গ্রহণে
পাতিত্যই ঘটিয়া থাকে। ৬০।

তুমি মানুষকে
ইষ্টানুগযাজনদীপ্ত সেবার সহিত
এমনতর
সার্থকসম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তোল
যা'তে সে তোমাকে
তা'র পরিশ্রমলব্ধ সঞ্চয় হ'তে
তৃপ্তি-অভিদীপ্ত প্রাণে
দান না করিয়াই থাকিতে পারে না;
যতক্ষণ ইহা না হইতেছে,
ঠিক বুঝিও—
তুমি বা সে
জীবনে
অল্পই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ৬১।

যে বাস্তব বোধকে উপেক্ষা করিয়া
সন্দেহশীলতাকে প্রশ্রয় দেয়,
সে অভীষ্ট ফল তো পায়ই না—
বরং ক্রমশঃ
বিনাশের দিকেই চলিতে থাকে;

আর, যে
বাস্তব বোধকে উপেক্ষা তো করেই—
আরও সন্দেহশীলতাই যা'র
যথার্থ বোধের ন্যায়
বাস্তব চলনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে,
তা'র ইহজীবন
গূঢ় অন্ধতমে প্রবেশলাভ করিয়া
দুর্ব্বিপাকে দীন হ'তে থাকে—
তার আর সন্দেহ নাই। ৬২।

কেহ তোমাকে
কোনপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে না পারে—
যতদূর সম্ভব
এমনতর হিসাব করিয়াই চলিতে থাক;
তাই বলিয়া
তোমার বাস্তব বোধকে লাঞ্ছিত করিয়া
সন্দেহীজীবন অবলম্বনে
বিধ্বস্তি ও বঞ্চনার
আহুতি হইও না। ৬৩।

দুর্ব্বল নিষ্ঠার সহিত
সেবাবিমুখ স্বচ্ছন্দ-প্রয়াসী
অসহানুভূতিসূচক লোভ
ও স্বার্থপটুতা—
যেখানে যত বেশী—
মেয়েদের সতীত্বের জীবনও
সেখানে তত সন্দেহযোগ্য। ৬৪।

তুমি যখনই
যেমন অবস্থায়ই থাক না কেন,
মানুষের সহিত যে-কোন বিষয়ে
কথা কহিতে গেলেই
সেবানুসন্ধিৎসু নজরে
সমবেদনাপূর্ণ অনুকম্পাকে
তোমার হৃদয়ে উৎচেতিত না করিয়া
বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতে যাইও না;
সেবানুসন্ধিৎসু সমবেদনাপূর্ণ অনুকম্পা
মানুষকে প্রায়শঃই
শ্রেয়েরই অধিকারী করিয়া তোলে। ৬৫।

চিন্তা, বুদ্ধি ও বিচারের সহিত
প্রণিধান করিয়া
তোমার জীবনে
যাহাই মঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করিবে—
স্বতঃ-আগ্রহ-উৎসারণী-প্রাণে
অবাধ প্রচেষ্টায় তাহাই বাস্তবভাবে
কর্ম্মে আচরণ করিয়া
অভ্যাসে এস্তামাল করিতে
দ্বিধাশূন্য অকপট চেষ্টায়
প্রকৃত করিয়া তুলিও;
দেখিও,
স্বর্গ তোমায়
ঈপ্সিত আশীর্ব্বাদ-বিবর্দ্ধনায়
মুখ্য করিয়া তুলিবে। ৬৬।

তুমি মানুষের সহিত
অন্ততঃ তোমার আত্মীয়-ভাইভগিনীদের প্রতি

যেমন সহজ সহানুভূতিসম্পন্ন
তেমনতরই সহানুভূতিসম্পন্ন হও,
তা'দিগকে বরদাস্ত কর,
অন্যায়ে শাসন করতে গেলেও
এমনই অনুকম্পাপ্রখর হ'য়ে তা' কর
যা'তে সে বেদনা পেলেও তৃপ্তি-ভরা হ'য়ে ওঠে,
উপযুক্ত স্বতঃ-দায়িত্বপূর্ণ সেবার সহিত
তা'দের প্রয়োজন পূরণ কর,
স্বতঃ-অনুকম্পাপ্রবণতার সহিত
নিজের প্রয়োজনের কথা এমনভাবে বল
যেন তা'রা বোধ ক'রে পূরণযত্নপ্রবণ হয়
কিন্তু কষ্ট-বিচলিত না হয়,
এই ব্যবহার-উদ্দীপ্ত পূরণ ও পাওয়া
অর্থাৎ, দান ও প্রতিগ্রহের ভিতর-দিয়েই
মানুষের সহিত মানুষের বাস্তব আত্মীয়তা
সংঘটিত হ'য়ে থাকে;
প্রয়োজনক্লিষ্টের আবেদনকে নিজেরই ক'রে নিয়ে
ঠিক তেমনতর আগ্রহের সহিতই
তা' পূরণযত্নপ্রবণ থেকোই,
তা'দের প্রতি এমন ব্যবধানের সহিত ব্যবহার কর
যা'তে তারা তোমাকে
সবচেয়ে আপনার না ভেবেই থাকতে পারে না,
এমনতরভাবে ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন-প্রাণে
যাজনমুখর সেবার সহিত
তোমার জীবনকে চালাও—
সার্থক হইবে। ৬৭।

সহ্য, সাহস আর সহানুভূতিসম্পন্ন
দায়িত্বজ্ঞান—
এই তিনই হ'চ্ছে সেবার সহকর্ম্মী। ৬৮।

স্বতঃ-দায়িত্বপূর্ণ সেবা তোমার
যেখানে সহজ-নিয়ন্ত্রণপটু,
মমতাও তোমার সেখানে
তত সহজ, সানুকম্পী ও বাস্তব। ৬৯।

অন্যের
দোষ দেখবার প্রবৃত্তি
যত আগ্রহাতিশয্য সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে
তৃপ্তি-আতুর ক'রে তুলবে—
নিশ্চয় জেনো,
নিজদোষনিয়ন্ত্রণ-উপেক্ষা
তোমাকে তত কঠোর বিড়ম্বনায়
দীনতার আসনে সমাসীন করবে। ৭০।

যে যেমনই হউক না কেন,
তুমি যদি তাহার
সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ লইয়া
তুষ্টি, পুষ্টি ও সম্বর্দ্ধনাপরায়ণ হও,
সে তোমাকে
সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া চলিবেই চলিবে—
তাই
মহাপুরুষ তুলসীদাস বলেছেন—
"যো যাকো শরণ লে
সো রাখে তাকো লাজ,
উলট্ জলে মছলি চলে
বহি যায় গজরাজ।" ৭১।

যিনি
যত সময়-সংক্ষেপে
বিচক্ষণতার সহিত
উপযুক্ত সম্ভব ও সহজ অনুষ্ঠানে
বাস্তব লাভাবহভাবে
কর্ম্মসমাধা করিয়া
কৃতকার্য্যতায় উপস্থিত হইতে পারেন—
তাঁহাকেই
তত প্রবীণ বলিয়া জানিও। ৭২।

তোমার
কোন ব্যাপার বা কাজে
কেউ হস্তক্ষেপ করলে
তা' বরদাস্ত করতে পার না—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
তোমার সহজাত নিয়ন্ত্রণবুদ্ধি
এত কম
যা'র ফলে তুমি তা'দিগকে
তোমার কাজের উপকরণসম্বাহী ক'রে
লাভপ্রদ সম্বর্দ্ধনায় আনতে পারছ না,
অথবা তোমার ভিতর
দৈন্যক্লিষ্ট এমনতর কিছু আছে
যা'র ফলে
অস্ফুট বঞ্চনার আঁৎকানী দৈন্য
তোমাকে বঞ্চনার আবডালে রেখে
অন্যকেও বঞ্চিত করতে চায়,
এর ফল
কোথাও কোথাও ভাল হ'লেও
প্রায়শঃ মন্দই দেখা যেয়ে থাকে। ৭৩।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

যে
পারার প্রতিবন্ধকগুলিকে
যত সহজ দক্ষতায় নিরাকরণ করে,
তা'র পারগতা
তত সহজ ও প্রশ্নশূন্য—
আর, পারার প্রতিবন্ধকগুলি
যা'র নিকট যত কঠোর হ'য়ে
দক্ষতাকে
দুর্ব্বল ও ব্যর্থ ক'রে তোলে
তা'র অপারগতা তত অভিজ্ঞতাপূর্ণ;
আবার, আরো তাজ্জব ব্যাপার এই,
ঐ অপারগ
সব সময়ই বেশ যুক্তির খতিয়ানে
সেই পরাগ মানুষের সাফল্যের সুবিধাগুলি
নিজবুদ্ধির বহরে
দ্বন্দ্বমুখরতায় ব্যক্ত ক'রে থাকে,
বুঝতে পারে না বা চায় না—
তা'কে তা'র পাওয়ার ক্ষুধাই
পাবার প্রতিবন্ধকগুলিকে
বেমালুম গ্রাস ক'রে
পারগতায় প্রতিষ্ঠা করেছে। ৭৪।

যখনই দেখবে
কাজে বললেই অপমানিত হয়,
অনুরোধ-উপরোধে বিনীত ও স্বতঃ না হ'য়ে
মুরুব্বিয়ানা চাল দেয়,
কাউকে মানতে হ'লেই প্রাণটা সিট্‌কে ওঠে,
মানুষের সেবার কাজেও
উঁচু-নীচু বিবেচনা করতে থাকে—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ভাবে কী কাজে তা'কে মানুষ বড় ভাববে,
আর, কোন্ কাজেই বা ছোট ভাববে,
আবার, এই ভাবার ভিতর-দিয়েই
সহজ সহানুভূতিতে স্বতঃই যা'দের মেনে চলা উচিত
তা'দের কোন ফরমাসে বা কোন অসুবিধায়
সাহায্য করা উচিত কিনা তা-ই ভেবেই
আর সাহায্য করা হ'য়ে ওঠে না—
ইত্যাদি এমনতর রকম যেখানে দেখবে,
ইতরসংস্কারী সব দৈন্য সেইখানেই সব আছে—
সে যত বড় চলনায়ই চলুক না কেন,
সে যে ইতরসংস্কারী
তা'র কোনও ভুল নাই। ৭৫।

তোমার
না-পারার যুক্তিপূর্ণ অভিজ্ঞতা
যতই সমীচীন হোক না
বা
যতই তুখোড় হোক না কেন—
সে যে তোমার
অপারগতার নিরেট সাক্ষ্য
তাহা ভাবিয়া দেখিও,
আরও বুঝিও—
যুক্তিহারা প্রশ্নশূন্য
সাধারণ পারগ যে
সে
পাণ্ডিত্যপূর্ণ অপারগের চেয়ে
সহজাত সামর্থ্যে
কত অধিক শ্রেষ্ঠ! ৭৬।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

মানুষের
মঙ্গলের উপর দাঁড়িয়ে
তা'রই উৎকর্ষ-অনুধাবনে
বাস্তবভাবে নিজের জীবন-যাপনকে
কেমনতর সচ্ছল ও সমুন্নত ক'রে তুলতে পার,
তোমার সহজ বোধকে
তা'রই পরিচালনায় ন্যস্ত ক'রে
কাজে তাই করতে থাক;
উপার্জ্জনের
এই হ'চ্ছে
সুন্দর ও সহজ পন্থা। ৭৭।

মানুষের আহরণশীল কর্ম্ম
প্রদীপ্তিপ্রবণতার সহিত
যতক্ষণ বাস্তবভাবে
দেওয়ার প্রবৃত্তির উদ্বোধনা না করে—
সে কিছুতেই যে স্থায়ীভাবে
প্রবর্দ্ধনার পথে
সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না
এ-কথা অতি নিশ্চয়। ৭৮।

তুমি স্বতঃদায়িত্বে অভিদীপ্ত হইয়া
ইষ্টপ্রাণ সেবামুখর যাজনে
মানুষের সংবর্দ্ধন-প্রয়াসী হইয়া
তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আপনার করিতে চাহিতেছ,
অথচ তুমি
তোমার প্রয়োজনের কথা
অনুকম্পা-উৎসারণী উদ্দীপ্ত সুর ও ভাবভঙ্গীতে
তাহাদের নিকট বলিয়া

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তাহাদের প্রাণকে
বাস্তবভাবে তোমার প্রয়োজনপূরণে
উৎসাহোৎসরণশীল করিয়া
কর্ম্মের ভিতর দিয়া
আত্মপ্রসাদলাভে দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারিতেছ না—
ঠিক বুঝিও,
তোমার তাহাদিগকে উৎসাহাভিনন্দনার সহিত
আপনার ভাবার ভিতরেও
লুক্কায়িত দৈন্য কপটতা
উঁকি মারিতেছে,
আর, ঐ দৈন্যই
কপট পর্দ্দায় তাহাকে
তোমার বাস্তবভাবে আপনার হইতে দিতেছে না,
বিচক্ষণ অনুসন্ধিৎসার সহিত
ইহা দেখ
ও অপসারণ কর। ৭৯।

তোমার সেবা ও প্রয়োজনপূরণী দান
যদি মানুষে
তোমাকে দিয়ে
তৃপ্তিলাভ করার উদ্বোধনাই সৃষ্টি না করিল,
তুমি যে তাহার
অন্তঃকরণের মঙ্গল-সংবেদনাকে
উদ্দীপ্ত করিতে পার নাই—
ইহা অতি নিশ্চয়! ৮০।

যথাযোগ্য ব্যবধান রেখে
সঙ্গত ও স্বতঃদায়িত্বে
কার্য্যতঃ ও বাক্যতঃ

মানুষকে যতই তুমি
প্রেষ্ঠানুগ মমতায়
আমার-আমার ব'লে আপনার করে নিতে পারবে,
ততই তুমি
মনুষ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়ে
মানুষী সম্বর্দ্ধনার অধিকারী হ'তে পারবে। ৮১।

তুমি
কোন বিষয়, ব্যাপার বা ঘটনার
আদ্যোপান্ত ধৈর্য্যসহকারে না শুনিয়া ও বুঝিয়া
কোন পক্ষকেই সমর্থন করিও না,
আর, বুঝিতে হইলেই
বিচার করিয়া দেখিও—
তাহার কতখানি তোমার ইষ্টানুকূল;
ইহা স্থির করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত
অনুকম্পার সহিত নিরপেক্ষই থাকিও,
তারপর সমর্থনযোগ্য হইলে
যেখানে যেমন করিলে
প্রেষ্ঠপূরণী শোভনীয় ও সুন্দর হয়
তাহাই করিও;
জানিও, ইহার ব্যত্যয়ে
অনেক জায়গায়ই মানুষ
অকারণ অসঙ্গতি ও সর্ব্বনাশকেই
আমন্ত্রণ করিয়া থাকে। ৮২।

তুমি সেবা দিয়ে যাচ্ছ
অথচ পারিপার্শ্বিক তোমাতে অনুরাগী হ'য়ে
তোমাকে তা'দের মুখ্য ক'রে ধরছে না,
তখনই নজর ক'রে দেখো—

তোমার সেবা
যা'তে প্রত্যেকের ভিতর সঞ্জীবিত থাকে
এমনতর ইষ্টানুরঞ্জনী ব্যবহার
বা যাজন-উদ্দীপনা
না হয় সময়তঃ প্রয়োজনপূরণ ইত্যাদির
যথোপযুক্ততার ভিতর
কোথাও না কোথাও
গলদ আছেই। ৮৩।

মানুষের সাথে মানুষের
যে ইতরোচিত তফাৎ, অসঙ্গতি
বা আক্রোশ ঘটে—
অভিনিবেশ-সহকারে দেখলেই
বুঝতে পারা যাবে—
সাধারণতঃ তা'র মূলে আছে
হয় মেয়ে-মানুষে কামলোলুপতা,
নয় হামবড়ায়ী আধিপত্য-বুদ্ধি,
আর না হয়
সম্পত্তিসম্ভূত স্বার্থ। ৮৪।

যিনি তোমার নিকট স্নেহলদীপ্ত মিত্র—
তুমি যাঁহা হইতে পোষণ ও পুষ্টি পাইতেছ—
যদি তাঁহার পোষণ, পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনা
তোমার নিজের
এবং নিজ পরিবার-পারিপার্শ্বিকের চাইতেও
বাক্ ও বাস্তবতায় তোমার কাছে
প্রথম ও প্রধান হইয়া না ওঠে,
বিধির বিধান
তোমাকে দুঃখ ও দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করিয়া

কিছুতেই প্রস্বস্তিলাভ করিতে দিবে না—
ইহা ঠিক জানিও। ৮৫।

তুমি করাকে অবহেলা ক'রে
শুধু চিন্তার পাণ্ডিত্য নিয়েই
যদি কৃতকার্য্যতায়
শ্রেষ্ঠত্বলাভ করতে চাও—
ঐশ্বর্য্যের বা আধিপত্যের
অধিকারী হ'তে চাও,
মূর্খতার বেল্লিক অবদান যে
মূঢ় আলিঙ্গনে তোমাকে
নিকেশ ক'রে তুলবে—
তাতে কিন্তু কোনও ভুল নেই। ৮৬।

পাইতে ও পূরণ করিতে যে যন্ত্রণা—
তোমার আবেগের নিকট
যদি তাহা সুখেরই না ঘটিল,—
তোমার চাওয়া যে
কেবল ভণ্ডামিরই প্রেরণা
তাহা অতি নিশ্চয়! ৮৭।

যদি বড়ই হইতে চাও
তবে
ছোট, অসহ্য, অপারগ ও আশ্রিতদের
সহ্য কর, সামলাও,—
প্রীতি, শাসন ও নিয়ন্ত্রণের সহিত
উপযুক্ত পালনপুষ্টিতে
তা'দিগকে সক্ষম শ্রেষ্ঠ ক'রে
ইষ্টপ্রাণতায় অক্ষুণ্ণ ক'রে তোল,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর, আচরণ যেখানে এমনতর যত বেশী—
স্বাভাবিক বড়ত্বের আধিপত্যও
সেখানে তত অটুট। ৮৮।

যে নিজে
দোষ ক'রেও
অন্যকে দোষারোপে
নিজের ভালত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়,
বুঝতে পারলেও
অন্যায়ে অনুতপ্ত না হ'য়ে
নিজের ফন্দীবাজি-তৎপরতা-জিদের সহিত
তা' অস্বীকারে, আক্রোশপরবশতায়
আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসশীল,
সন্দেহ করিও—
ঘৃণ্য ও পৈশাচিক চরিত্র
লুক্কায়িত সেইখানেই। ৮৯।

মান আর বড়াই
যা'র প্রতি যত নাছোড়বান্দা—
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি
সেখানে তত ইতর। ৯০।

পারিপার্শ্বিকের প্রতি ইষ্টপ্রাণ সেবা
যেখানে যত মলিন—
দরিদ্রতা সেখানে তত নির্লজ্জ। ৯১।

অন্তঃপুরচারী অবাধ বন্ধুত্ব প্রায়শঃই
যেমন আপসোস ও অশ্লীলতাকেই
আমন্ত্রণ করিয়া থাকে,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তেমনই ব্যবধান-শিথিল অতিমাত্রিক
বান্ধবতা ও বহিশ্চারণ
স্ত্রীদিগকে অশুভ নিমন্ত্রণে
সর্ব্বনাশের দিকেই চালিয়ে নেয়। ৯২।

দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অভিযোগ ইত্যাদিতে
যখনই তুমি জর্জ্জরিত,
কী করিলে তুমি পথ পাও
ভাবিয়াই তা' ঠিক করিতে পারিতেছ না—
ঠিক বুঝিও, ব্যক্তিত্ব তোমার
বৃত্তির আধিপত্যে বসবাস করিতেছে;
তাই, তোমার বুদ্ধি হতভম্ব,
বিচারশক্তি পথহারা,
কর্ম্মশক্তি অবসাদগ্রস্ত ও নিথর;
যেমন করিয়া যতশীঘ্র পার—
প্রেষ্ঠপ্রাণ হইয়া তৎকর্ম্মপ্রেরণায়
তুমি উদ্দাম হইয়া ওঠ,
তাঁ'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা কর, বল—
আর, বলা যা'তে সার্থক হয়
এমনতর কর্ম্ম নিয়ে ব্যাপৃত হইয়া চল,
বৃত্তিগুলিকে এমনতরভাবেই তাঁহারই সেবায়
নিয়োজিত করিয়া চলিতে থাক—
দেখিবে, কিছুদিনের ভিতরই তোমার দূরদৃষ্ট
কোথায় উবিয়া যাইতেছে। ৯৩।

প্রত্যেক কাজে বা ব্যাপারে
নির্ব্বিঘ্নে সুফল লাভ করিতে হইলেই
ভাবিয়া দেখিও, সেই কাজের সম্বন্ধে
কী কী করিতে হইবে ও পাইতে হইবে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বা কাহার প্রতি কী করিতে হইবে
যাহাতে তুমি বোকা বিশ্বাস ও বেকুব করার
ধাপ্পাবাজিতে না পড়িয়া
কৃতকার্য্যতার উপকরণ সংগ্রহ
ও অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পার,
আর, করার সঙ্গে-সঙ্গেই
বিবেচনা করিয়া চলিও,—
অবান্তর উপপথে চলিয়া
বিভ্রান্ত না হইয়া
কত সহজে ও সুলভে
তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে,
আবার, কাহাকে কী বলিলে, কী করিলেই বা
নির্ব্বিঘ্নে অন্তরায়গুলি অপসারিত হইতে পারে;
যত দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত নিখুঁতভাবে
এমনই চলনায় চলিতে সক্ষম হইবে,
কর্ম্মে কৃতকার্য্যতাও তত সুলভ হইয়া উঠিবে,
—কৃতকার্য্যতার পদ্ধতিই হ'চ্ছে এই। ৯৪।

যিনি মানুষের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে
তাহাকে রোখাল, রুক্ষ ও অবসন্ন করিয়া
প্ররোচনায়
তাহা হইতে আহরণ বা আয় করিয়া
সেই আয়কে
প্রয়োজন-বাহুল্যে এমনতর ব্যয় করিয়া থাকেন
যে, তাহা হইতে সহজ লাভও
অলাভে পরিণত হইয়া থাকে,
অথচ, যাহার উপযুক্ততার রাহাজানিমূলক হামবড়ায়ের
লাঠিয়ালী পাঁইতাড়ার অবসন্নতা
কিছুতে ঘটিয়া ওঠে না,

আরও
যাহার tragedy বা দুঃখান্তকের মহড়ায়
sacrifice বা আত্মোৎসর্গের তক্‌মায়
আত্মকৃতিত্বের উচ্ছলতার অভাব নেই,—
বুঝিও, সে-মানুষ সর্ব্বনাশের বান্ধব,
কুপটুতার নিত্য সহচর—
সাধারণতঃ মানুষ এমনতর মানুষকেই
যোগ্য ব্যক্তি ও বান্ধব বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া থাকে;
তুমি কিন্তু সাবধান থাকিও—
ঐ প্রকার ব্যক্তির উক্ত লক্ষণগুলির
কোন এক বা একাধিক লক্ষণ
মুখর থাকিয়াই থাকে। ৯৫।

যিনি
যে-কোন অবস্থার ভিতর-দিয়াই হউক না কেন—
কাহাকেও উন্নত-নিয়ন্ত্রণ ক'রে
তাহা হইতে লাভ বা আয় করিতে পারেন,
আবার, প্রয়োজনে সেই আয় বা লাভকে
এমনতর নিয়ন্ত্রণে ব্যয় করিতে পারেন
যাহা হইতে লাভ অপরিহার্য্যরূপে উপচিয়া ওঠে,—
যোগ্যতা তাঁহাতেই অভিনন্দিত হইয়া
বসবাস করিতেছে,
জানিও, তিনি তোমারও উপকারী হইতে পারেন। ৯৬।

তোমার কাছে কেহ কিছু চাহিলে
তাহাতে যত পার বিরক্ত হইও না
বা তাহা অস্বীকার করিও না—
বরং ঐ চাহিদা নিজের করিয়া লইয়া
ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে মাপিয়া

তাহার জন্য
যতখানি যাহা তোমার পক্ষে করা সম্ভব
তাহা করিতে যত্ন করিওই;
যাহারা উহাতে বিরক্ত হয় বা অস্বীকার করে—
তাহাদের উপার্জ্জন-প্রবোধনা
ক্রমশঃই শীর্ণ, শিথিল
ও অবসন্ন হইয়াই উঠিতে থাকে,
তাই, তাহারা কিছু অর্জ্জন করিতে গিয়া
ঠাহরই করিতে পারে না—
তাহা পাইতে হইলে পারিপার্শ্বিক-সহ নিজের
কী উন্নত-নিয়ন্ত্রণে তাহা অনায়াসলভ্য
হইতে পারে। ৯৭।

মানুষ তা'র নিজের রকমে
জন্মমুহূর্ত্তের স্বস্থ সর্ব্বাঙ্গতায়
সকলেই সমান—
এই অর্জ্জনী-প্রবোধনার
উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হিসাবে
সাধারণতঃ মানুষ তার উত্তর জীবনে
বড় ও ছোট হইয়া থাকে;
তাই, তোমারই পারিপার্শ্বিক-প্রকৃতির
চাহিদা-পূরণের যাচ্ঞা-অবদানটিকে
বিরক্তি ও অস্বীকারে প্রতিহত করিয়া
দুঃস্থতাকে আলিঙ্গন করিও না,
ভাবিও ও করিয়া দেখিও—
কত কী করিতে পার! ৯৮।

অন্তরেই হউক আর বাহিরেই হউক—
তোমার মানসচক্ষে, উচ্ছ্বাসবিগলিত অন্তঃকরণে

তুমি লাখ কৃষ্ণমূর্ত্তি, কালীমূর্ত্তি,
রুদ্র, শিব, গণেশ, অগণিত দেবগণ,
শব্দ, জ্যোতি, ইত্যাদি যাই কেননা শুনিতেই পাও
আর দেখিতেই পাও,
তোমার চিত্ত-দুনিয়ার যা'-কিছু প্রতিপ্রত্যেকটি
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
ইষ্ট-সার্থকতায়
সার্থক সমন্বয়ে গ্রথিত হইয়া
প্রজ্ঞাভিদীপ্ত হওতঃ
অখণ্ড একীকরণে
প্রিয়পরমে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া
কর্ম্ম ও চরিত্রকে
বাস্তবভাবে তদনুপাতিক নিয়ন্ত্রণে
সহজচলায়মান না করিয়া তুলিতেছে—
সে-পর্য্যন্ত ভগবৎ-প্রাপ্তির কানাচেও তুমি যাও নাই,
এছাড়া, ঐ অমনতর বিক্ষিপ্ত দর্শন-শ্রবণ
যা' নাকি চরিত্র ও কর্ম্মকে
পরম্পরানুষিক্ত না করিয়া
ইতস্ততঃ যাহা-তাহায় পরিণত করিতেছে—
ঠিক জেনো, সে দর্শন, সে জ্যোতি, সে শ্রুতি
বিক্ষেপী বৈকারিক
উন্মাদ স্নায়ুশরজালেরই দিশেহারা অভিব্যক্তি মাত্র;
তুমি অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতায়
অভিষিক্ত হইয়া
তৎস্বার্থ ও তৎপ্রতিষ্ঠাকামী কর্ম্মে
স্মরণ-মননকে নিয়োজিত করিয়া
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানে
চিত্তজগতের যা'-কিছুকে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ইষ্টপ্রাণতায় গ্রথিত করতঃ
নিবিষ্টমনা আনন্দচিত্তে
জীবন, যশ ও বৃদ্ধির পথে চলিতে থাক,—
দেখিতে পাইবে, তোমার প্রিয়পরম
ভগবৎপ্রতীকে তোমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া
'তত্ত্বমসি'র অমৃত ঘোষণায়
তোমার সত্তাভিদীপ্ত জগৎকে
অমৃতদীপ্ত করিয়া তুলিবে। ৯৯।

দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখা ভাল বটে,
তা'দের কথাবার্ত্তা শুনতে পাওয়া ভাল বটে,
কিন্তু আদর্শের নিদেশবাণীকে
তাঁ'র চাহিদাকে
তাঁ'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে
অতিক্রম করিয়া
মানুষ যখনই ঐ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও বাণীগুলিকে
নিজের পাথেয় করিয়া
জীবন-চলনায়
তা'রই অনুসরণ ও অনুগমন করে—
তাহারা বেঘোরেই পড়িয়া থাকে নিশ্চিত,
কারণ, ঐ মূর্ত্তি ও বাণীগুলি
পারিপার্শ্বিক-নিঃসৃত সাড়ারই
বৃত্তিতে সমাহিত গুপ্তচ্ছবি
রকমারি উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
নানা রকমারিতে
মানুষের মনশ্চক্ষে ও মানসকর্ণে
ঐগুলি প্রায়শঃই প্রতিমূর্ত্ত হয়;
ওগুলি এমনতর উন্নত কিছু নয়কো

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

যা'র অনুসরণে
জীবনকে চালাইতে পারা যায়;
তাই, তুমি
যা'ই দেখ, যা'ই শোন, যা'ই ভাব, যা'ই কর,
তোমার যা'-কিছু সবই
ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে মাপিয়া
যাহা ইষ্টানুকূল বলিয়া পাও
তাহাই গ্রহণ করিয়া
ইষ্টনিদেশী পথে চলিতে থাক—
সার্থক হইবে। ১০০।

বৃত্তিপরামৃষ্ট, দুর্ব্বলচিত্ত, ভোগলোলুপ, ভীতিসঙ্কুল,
জনপ্রিয়তাপ্রবুদ্ধ, বৃত্তিবিবেচক
অহং-সংযুক্ত যা'রা—
সাধারণতঃ তা'রাই কপট;
কপটাচারী চিরদিনই সব বিষয়েই
নিরর্থকস্বীকারসঙ্কুল,
তথাকথিত সুবিবেচক—
আদর্শ, নীতি, বিধি ও চলনার সহিত
পাপ ও মরণ-ভোগ-প্রবৃত্তির
রফা ও আপোষ-সংরক্ষক,
বৃত্তিসংক্ষুধ প্রাবল্য—
তা' যেখানে বা যা'রই হউক না কেন
তা'রই অনুগত সেবক,
অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরম বন্ধু,
একমাত্র এদের আবির্ভাবেই
স্বর্গ তিমিরাচ্ছন্ন হ'তে পারে,
অমৃতাশিস্ হতভস্ব হ'য়ে দাঁড়ায়,
নরক পূতিগন্ধি অগ্নিময় হ'য়ে ওঠে,

এদের সংক্রমণদুষ্টিতে
জন, সমাজ ও রাজ্য
জীবন্তভস্মদুঃশীল দুঃস্থ প্রস্রবণ হ'তে পারে,
করুণা কেবল এইখানেই কৃপণ—
সাবধান হও!
ঐ অন্ধবধির, মূক, অন্তর-কপটীদের
ইষ্টপ্রাণ ভীতিসঙ্কুল শাসনই কেবল
অমৃত পরিবেশনে সক্ষম। ১০১।

সেবায় প্রথম লক্ষণীয়ই হ'চ্ছে মন,
মনকে সুস্থ ও সন্দীপ্ত ক'রে তুলে
তা'র পরিপোষণীয় উপকরণ সংগ্রহ করা
অর্থাৎ বাস্তব জগতে
তার কী কী পোষণীয় হ'তে পারে
প্রয়োজনকে পূরণ ক'রে
অভাব ও অবসাদকে দূর করা;—
আর, সেবার প্রাণ এই মনকে
সুস্থ ও সন্দীপ্ত করাকে বাদ দিয়ে
যে-সেবা
তা' সাধারণতঃ বিরক্তি ও বিক্ষেপই উৎপাদন ক'রে
জীবন ও বর্দ্ধনের অবসাদই ঘটিয়ে থাকে;
সেবা সেখানে
বিফলমনোরথ হ'য়ে
অশ্রদ্ধাকেই আহরণ ক'রে থাকে। ১০২।

জন্মগত অন্ত্যজ প্রকৃতির
নেহাৎ চরিত্রগত লক্ষণই হ'চ্ছে—
সে পূজনীয়গণের শাসন, তিরস্কার বা ভর্ৎসনায়
আত্মপ্রসাদী তৃপ্তি লাভ করিতে তো পারেই না

বরং নিজেকে অবমানিত মনে করে—
আর, তাহা প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে
নানারকম রকমারির সৃষ্টি করিয়া
রঞ্জিতকরণে প্রয়াসশীল হইয়া থাকে
বা উদ্ধত রকমের আত্মম্ভরিতার
অভিনয় করিয়া নিজ প্রতিপত্তির প্রকাশে
পারিপার্শ্বিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়;
এর ভিতর আরো বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে—
তা'দের অহংস্বার্থ যাহাতে উদ্বুদ্ধ না হয়
সে-সমস্ত ব্যাপার
তাহারা বোধগম্য হওয়াইতেই চায় না;
এই সমস্ত লোকদের
স্বভাবের লক্ষণীয় ভঙ্গীই এমনতর—
তা'রা সাধারণতঃ
অন্যের উন্নত পরাক্রম বা প্রতিষ্ঠার
কথায় ও ব্যাপারে
হঠাৎ এমনতর আকস্মিক বা অসংলগ্নভাবে
নিজের বা নিজ স্বার্থসম্বন্ধীয়
অন্য কাহারও বা কিছুর
পরাক্রম, প্রতিষ্ঠা ও সম্বন্ধ ইত্যাদির
অবতারণা করিয়া তাহাকে চাপা দিয়া
বাহাদুরি বোধ করিয়া থাকে,
আর, তা'দের প্রকৃতির ন্যাকই হ'চ্ছে—
যে-ব্যাপারে তা'র বাহাদুরি নেই,
তা' যতই ভাল হউক,
সে বিশেষ কিছু নয়কো এমনতর;
জন্মগত এগুলির বিশেষ বিপর্য্যয়কারী
বাধ্যবাধকতার চাপ ছাড়া

সে কিছুতেই
জীবন-বৃদ্ধিদ যা',
সুন্দর ও কল্যাণপ্রদ যা',
তা'তে স্বার্থসংবিদ্ধ না হইয়া
আনতই হইতে চায় না;
কিন্তু অর্জ্জিত এগুলি যা'দের—
তা'রা যতই এমনতর করুক না কেন—
অন্তর্নিহিত পূজার টান এমনতর থাকেই
যা'তে নাকি তা'রা তা'দের ঐ প্রকৃতি
কোথাও কোন-না-কোন রকমে ভেঙ্গে
স্বতঃ-উদ্দীপনায়ই ঐগুলিতে
উদ্দীপ্ত ও আনত হয়। ১০৩।

তোমার ভাব-ও-চিন্তাপ্রবুদ্ধ মস্তিষ্ক
চিন্তার অনুসন্ধিৎসা-উৎসৃষ্ট
কল্যাণপ্রদ করণীয় ব্যাপারে
আক্ষেপগ্রস্ত হইয়াও
যখনই বাস্তবীকরণের কায়দা, পথ ও উপায়
বুঝিয়াও তাহাতে নিয়োজিত হইতেছে না
বা হইতেও পারিতেছে না,
তখনই নিশ্চয়ভাবে বুঝিও—
চিন্তায় আক্ষিপ্ত স্নায়ুগুলি প্রেরণাসম্বুদ্ধ হইয়া
কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুকে সঞ্চেতিত করিতেছে না,
আর, ইহা সাধারণতঃ
অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিপ্ররোচী আকর্ষণ হইতেই
সংঘটিত হইয়া থাকে,
তাই, বুঝিয়াও বুঝমাফিক কর্ম্মে
প্রবৃত্ত হইতে পারা যায় না—

তোমার বোধোদ্দীপক স্নায়ুর সহিত
কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুর অসঙ্গতি অতিপ্রবল;
তুমি তৎক্ষণাৎ করণীয় মঙ্গলপ্রদ ভাবগুলিকে
করণীয় কাজে নিয়োজিত করিয়া
বাস্তবতায় পর্য্যবসিত করিতে
বদ্ধপরিকর হও,
কাজে লাগ,
নতুবা, বোধমূর্খতা তোমাকে জ্যান্ত কবরে
নির্ব্বাসিত করিবেই করিবে
—ঠিক জানিও। ১০৪।

পাপ মানে তা'ই
যা' নাকি মানুষের সহজ চলনাকে
অবসন্ন ও আহত ক'রে থাকে;
সে যেই-কেউ হউক না—
যে পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে পাপীকে উন্নত নিয়ন্ত্রণে
অনুতপ্ত ও উদ্বুদ্ধ না ক'রে
তা'কে আরো আশায়-ভরসায় উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল ক'রে
কোনও কল্যাণের অন্তরায় হ'য়ে
মানুষের বাঁচাবাড়ার সহজ উদ্দীপনাকে
আহত ও অবশ ক'রে তোলে—
আবার, তা'কেও যারা
বিশেষ বিকৃত কারণের ধূয়ো দিয়ে
সমর্থন ক'রে থাকে,
ভগবানের দুর্লক্ষ্য অশনি
অদৃষ্টে লুক্কায়িত পারিপার্শ্বিক হ'তে
উত্থিত হ'য়ে

প্রত্যেক তা'দিগকে
আঁধার-সঞ্চারী অস্পষ্ট অমোঘ আক্রমণে
হতভম্ব আঘাতে
জীয়ন্ত জ্বালাময়ী অশনি-চিতায়
নিক্ষেপ করে;
পাপী
ক্ষমার আলিঙ্গনের ভিতর-দিয়ে
যদি কখনও তা'র পাপ-নরকাগ্নিকে
অতিক্রম করতে পারে—
কিন্তু পাপের পুষ্টি ও সমর্থনকারীদের
প্রত্যেক ক্ষমাই লক্ষ ক্ষত সৃষ্টি ক'রে থাকে;
পাপী একলাই সর্ব্বনাশে সাবাড় হ'য়ে থাকে,
কিন্তু পুষ্টি ও সমর্থনকারী যা'রা—
লাখো পাপীর সৃষ্টি ক'রে
পারিপার্শ্বিককে লাখো দুর্দ্দশায়
নিয়তই নির্য্যাতিত করতে থাকে,
সাবধান! ১০৫।

চিন্তা-পরম্পরায় চলন-সম্বেগী ভাবকেই
মন কহা যায়,
অর্থাৎ, সাড়াসংক্ষুব্ধ মস্তিষ্কের উত্তেজনা
যাহা মস্তিষ্কের ছাপ বা চিন্তাকে
উদ্দীপ্ত করিয়া
তৎপারম্পর্য্যানুসারে বহিয়া চলিতে থাকে—
তাহাকে মন বলা যাইতে পারে। ১০৬।

ভাব যখন উচ্ছ্বাস-মুখরতায় চলতে থাকে—
লাখ সংবেদনার বাক্যজাল নিয়ে,
কিন্তু তদনুপাতিক কর্ম্মকে
উদ্দাম ক'রে তোলে না,—

চলে না তেমন বাস্তব চলনায়
সত্তা যা'তে অতিরঞ্জিত হ'য়ে
প্রকৃতিতে প্রকৃত হ'য়ে ওঠে—
তখন ভগবান বধির,
কেন যেন তা'র কোন-কিছুই শুনতে পান না;
তোমার ভাবকে কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
নিয়োজিত ক'রে বাস্তবে
পরিণত করিওই,
চরিত্রে প্রকৃত করিয়া তুলিওই,—
শুনবেন ভগবান,
দেখবেন ভগবান,
তাঁ'র অবিরল মঞ্জুর প্রেরণা
তদনুপাতিক পাওয়ায়
তোমাকে ভরপুর ক'রে তুলবে। ১০৭।

কোন বোধ বা ভাব
যখন কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে
অভিদীপ্ত ক'রে, উপচিয়ে
বাস্তবতায় পর্য্যবসিত করে—
সেইগুলি যখন আবার
বাস্তবীকরণের রকমগুলিসহ
বা বাস্তব চরিত্রগত করণের ভাবগুলিসহ
সত্তাকে অনুরঞ্জিত ক'রে
মস্তিষ্কে দর্শন-উৎসাহী হ'য়ে
উপনীত হয় ও মজুত থাকে—
তাহাই হ'চ্ছে প্রকৃত অনুভূতি;
ভাব বা বোধ কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
বাস্তব পরিণতির ফলে

পশ্চাতে যাহা হইয়া থাকে
তাহারই ভাবকে অনুভূতি বলে—
'অনু' মানেই হ'চ্ছে পশ্চাৎ,
'ভূতি' মানে হওয়ার ভাব;
তা'ছাড়া, যে-সমস্ত অনুভূতি
সে-সব অসংবদ্ধ স্নায়ু-উত্তেজনার
বৈকারিক স্বপ্ন ছাড়া
কিছুই নয় বলিয়াই মনে হয়। ১০৮।

মানুষের অন্তর্নিহিত চিন্তার
প্রতিবিম্বই হ'চ্ছে কথা,
আর, চাহিদার অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
অনুরাগসম্বেগী কর্ম্ম;
আর, এই কথা ও কর্ম্মের
সামঞ্জস্যেই হ'চ্ছে প্রকৃতি। ১০৯।

যিনি তোমাকে প্রতিপালন করিতেছেন,
যিনি তোমার উপকারী—
তাঁ'কে তুষ্ট, পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধনশীল করাই
যদি তোমার সহজ স্বার্থ হ'য়ে থাকে,
তুমি অনতিবিলম্বেই
সম্বর্দ্ধনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে—
তাহাতে আর সংশয় কোথায়? ১১০।

তুমি যাঁহার নিকট উপকার পাইতেছ
তাঁহার সমীচীন উপকার করাই
যদি তোমার সহজ স্বার্থ হইয়া না দাঁড়াইল—
বঞ্চনার ধিক্কার হইতে
তোমাকে কে বাঁচাইবে? ১১১।

তোমার ভরণ-পোষণ
যাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে—
যখনই তাঁহার
স্বার্থ, তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠাই
বাক্ ও বাস্তবতায়
তোমার নিকট অকাট্য ও আপ্রাণ হইয়া উঠিবে,
তখনই অদৃষ্ট
শুভ-সংবর্দ্ধনামুখর হইয়া যে
তোমাকে আলিঙ্গন করিবে
তাহাতে আর সন্দেহ কি! ১১২।

কী-ই বা করবে,
কী-ই বা করতে হবে,
বলছ সব সময়েই,
মন আঁকুপাঁকু করছে,
করবার কিছুই ঠাওরই করতে পারছ না—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
তোমার আগ্রহদীপ্ত, তৃপ্তিপ্রদ
এমনতর কেউ বা কিছুই নেই
যে-অনুরক্তির টানে
জাগ্রত সন্ধিৎসায়
সহজ সেবা-প্রবণতার সহিত
উদ্ভাবনী উদ্দীপনার আতিশয্যে
তুমি বাস্তব কর্ম্মতৎপর হ'য়ে ওঠ—
তোমার করার চাহিদা ও কথা
এখনও উৎক্ষেপী ভাববিলাস প্রক্ষিপ্তিমাত্র—ভুয়ো! ১১৩।

তুমি যত আপ্রাণতার সহিত
অনুরক্তি-আনত (interested) হইয়া

সেবাসন্ধিৎসায়
জাগ্রত ও যত্নপ্রবণ থাকিবে,
তোমার কর্ম্মপ্রবৃত্তি
উদ্ভাবন-প্রবণতার সহিত
অক্লান্ত উদ্যমে
ততই
বাস্তবতায় সার্থক হইয়া উঠিবে। ১১৪।

যে
সময়কে সুদীর্ঘ করতঃ
অযথা অতি-অনুষ্ঠানে
লাভবাহিতাকে অপঘাত করিয়া
বিকৃত ও হামবড়াই-আগ্রহে
কৃতকার্য্যতাকে আহ্বান করিতে চায়—
দৈন্যপ্রজ্ঞ বিক্ষিপ্ত মস্তিষ্ক
তাহাকে প্রকৃতির শতধিক্কারে সমাসীন করে। ১১৫।

সর্ব্বোপরি আমাদের মেয়েদের
বৈশিষ্ট্য-পোষণীয় ব্রতই হ'চ্ছে এই—
আমাদের প্রত্যেকের পরিবার ও পরিজনকে
আদর্শপ্রাণ করিয়া তুলিয়া
সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভিতর-দিয়া
প্রত্যেকের হৃদয়কে
বাস্তবভাবে করায়, চলায় ও বলায়
আনন্দ ও উন্নতি-সংবেগী করিয়া তুলিয়া
শরীর ও শিক্ষাকে
সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধনমুখর করিয়া
সতীত্বকে
সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধনপ্রতিষ্ঠ করা। ১১৬।

স্বামী-প্রাণতার সহিত
কেউ নয় এমনতরদের
স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বপূর্ণ সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
অভ্যাস, ব্যবহার ও অনুধাবননিয়ন্ত্রণে
বুক ঢেলে আপন ক'রে নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
তা'দের ঐ সংসারের প্রতিপ্রত্যেককে
সমুন্নত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
মেয়েদের প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য;
এইজন্য পরিণীতা মেয়েদিগকে
গৃহলক্ষ্মী ব'লে থাকে;
এমনতর যে নয়,
সে-মেয়ে হাজার বিদুষী হো'ক না কেন,
পৃথিবীখ্যাত হো'ক না কেন,
তা'র জীবন নিরর্থক ও অনিবেদ্য,
আর, শিক্ষার বাস্তবতাই হ'চ্ছে
এইখানে। ১১৭।

যে-মেয়েদের মন চাহিদার বাতিকে ভরপুর,
যা'দের অনাহূতভাবে বা অল্পেই
বহুলোকের সহিত মাখামাখিসম্পন্ন
আত্মীয়তা পাতাইবার অভ্যাস,
যেখানে-সেখানে যায় এবং খাওয়ার বাই
যা'দের সহজ হইয়া উঠিয়াছে,
শোওয়ার রকমও যা'দের অমনতরই,
ভেতরবুধে অথচ অত্যন্ত চাপা
কিংবা অন্যায্য মিথ্যামুখর দক্ষ চালিয়াৎ,—
তা'দের চরিত্র প্রায়শঃই
স্খলনযোগ্য হইয়া থাকে। ১১৮।

যেখানে সন্তানের প্রয়োজনে
স্বামী-পরিচর্য্যা শিথিল হইতে বাধ্য হয়,
সেখানে যে স্বামী-অনুরাগ
প্রবৃত্তিগুলিকে ভেদ করিয়া প্রতিষ্ঠিত নয়
তাহা অতি নিশ্চয়;
আর, ইহাতে যে সন্তান
উন্নত অভ্যাস ও ব্যবহারে পরিপুষ্টিলাভ করে না—
তাহাও বাস্তবিক। ১১৯।

ঠিক জেনো—
তোমার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী,
দেবর, ননদ ও সমীপবর্ত্তীদের প্রতি
যেমনতর সম্বন্ধ
বাক্য ও ব্যবহারে ফুটাইয়া তুলিবে,
তোমার সন্তান-সন্ততিদের প্রকৃতিও
তেমনতরই পরিণতি লাভ করিবে;
তাই, যদি তা'দের মঙ্গলই চাও—
তোমার টান ও কর্ত্তব্যের প্রতি
বিশেষ ক'রেই নজর রেখো। ১২০।

যখনই দেখিবে, তোমার স্বামীসান্নিধ্য-বুদ্ধি
শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবায় তুষ্ট ও পুষ্ট করার
বাস্তব প্রয়োজনের চাইতে
বেশী হইয়া উঠিয়াছে
বা দেবর-ননদ ইত্যাদির পরিপালন-বুদ্ধি
খিন্ন হইয়া উঠিয়াছে—
আবার, স্বামীর প্রয়োজনের চাইতে
তোমার সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন
গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—

এই উৎস-অবজ্ঞা-প্রবণতার পাপে
তুমি যে সুসন্তানের জননী হইতে পারিবে না—
ইহা স্থির নিশ্চয়। ১২১।

যদি সন্তান-সন্ততির মঙ্গলই কাম্য হইয়া থাকে—
তবে তাহাদের সম্মুখে
তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে
বা তোমরা স্বামী-স্ত্রী
অন্যান্য গুরুজনদিগের সমীপে
নীচু ও অসম্মানসূচক বাক্য-ব্যবহার
বা ভাবভঙ্গীর অভিব্যক্তি বা অভিনয়
কিছুতেই করিও না,
তাহা তোমার সন্তান-সন্ততিদের ভিতর সংক্রামিত হইয়া
তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন
কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিবে;
উহাদের মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক-সমাহিত সংস্কার
এতই সাড়াশীল ও নমনীয় যে,
তোমাদের ঐ দুর্ম্মুখ ও দুঃশীল
আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গী
তাহাদের মস্তিষ্ককে বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া
এমনতর চরিত্রের সৃষ্টি করিবে
যাহার দরুন সারাজীবন ধরিয়াও
সেই বিপর্য্যয়কে
কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না,
বার-বার বলি সাবধান হইও! ১২২।

তোমার ছোট্ট ছেলেটিকে
উদ্বুদ্ধ উৎ-সংস্কারে সুপুষ্ট করিয়া

শৌর্য্যবীর্য্য ও হৃদয়ের সামঞ্জস্যে
সুসজ্জিত প্রকৃতিবান
যদি দেখিতেই চাও—
তবে ঐ গল্প-উপকথাব্যগ্র শিশুটি তোমার
অঙ্ক-অঞ্চল-শায়িত যখন
বা যখনই সুবিধা পাও তখনই
আগ্রহপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষা ও ভঙ্গীতে
তোমার স্বামী ও তাঁ'র পূর্ব্বপুরুষ,
তোমার পিতামাতা ও তাঁ'দের পূর্ব্বপুরুষ
ইত্যাদির মহীয়ান ও গরিষ্ঠ গল্পে
উন্মুখ, উদ্বুদ্ধ, উদ্দীপ্ত ও তৎকর্ম্মানুলিপ্ত
করিয়া তুলিতে
কিছুতেই ভুলিয়া যাইও না,
আর, দেশ-বিদেশের ভালমন্দ গল্প
ঐ-সব গল্পের পারিপার্শ্বিক হিসাবে
যতদূর সম্ভব যথোপযুক্তভাবে করিও,
দেখিও, সন্তান তোমার
শুভ-সংস্কারের প্রকৃত উন্মাদনার
একটা জীবন্ত প্রতীকরূপে
দশ ও দেশকে
উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। ১২৩।

শুধুমাত্র নৈতিক উপদেশ দ্বারা
তোমার সন্তান-সন্ততিকে
উন্নত করিতে যাইও না,
ইহাতে তা'দের উন্নতির পরিবর্ত্তে
সাধারণতঃ অবনতিই ঘটিয়া থাকে;
এটা ঠিক জেনো—
তোমাদের অভ্যাস, ব্যবহার ও পছন্দের

বাস্তব অভিব্যক্তি
তাহাদিগকে যেমনতরভাবে
উদ্বুদ্ধ ও মুগ্ধ করিবে,—
অনায়াসে ও প্রায় অজ্ঞাতসারে
তাহাই তাহাদের সহজাত-সংস্কারানুপাতিক
চরিত্রে প্রকৃত হইয়া উঠিবে;
আর, তোমাদের
নীতিকথা, অভ্যাস, ব্যবহার ও পছন্দের
বাস্তব অভিব্যক্তির অসামঞ্জস্য
যেখানে যত বেশী ও যত গভীর হইবে,—
নীতি-বিরোধিতা ও ঐ অভ্যাস, ব্যবহার, পছন্দের
প্রাকৃতিক সঞ্চার
তা'দের ভিতর ততই তেমনতর হইয়া দাঁড়াইবে;
বুঝিয়া চলিও—
যেন আপসোসেই অবশ হইয়া থাকিতে না হয়। ১২৪।

তোমরা উভয়ে যত ও যেমনতরভাবে
নিজের জীবনে
স্বাস্থ্যনীতিগুলি বাস্তবভাবে পরিপালন করিবে—
ব্যাধি-দুর্ব্বিপাককে এড়াইয়া চলিবে,
তোমার সন্তানসন্ততিও তোমার সাহচর্য্যে
সেই-সেই গুণের অধিকারী হইয়া
রোগ ও বালাইকে এড়াইয়া চলিতে
সক্ষমতা লাভ করিবে;
নিজের চলনাগুলি বাস্তবভাবে নিয়ন্ত্রিত না করিয়া
তাহাদিগকে লাখ নীতির দোহাই দেও না কেন—
আর লাখ অশ্রুই বিসর্জ্জন করিয়া
আপসোস-প্রবণ হও না কেন,

কিছুতেই তাহাদের পক্ষে তাহা
ফলপ্রসূই হইবে না—
হিসাব করিয়া চলিও। ১২৫।

যে-মেয়ে
অযথা পুরুষ-ঘেঁষা, অনাচারী বা শুচিবায়ুগ্রস্ত,
আত্মম্ভরিতার সহিত
দৈন্যদুঃস্থ অভিমানে অসহনশীলা,
সেবারতা না হইয়া
দোষদৃষ্টিসম্পন্না, হুকুমদার,
অপটু আলস্যভাবাপন্ন, অপরিপাটি, অবিন্যস্ত,
জঞ্জালপূর্ণ, অস্বাস্থ্যকর,
বে-হিসেবী সংসারসম্পন্না—
তা'র সন্তান-সন্ততি
শ্রেষ্ঠজাত হইলেও
যথোপযুক্তভাবে
কুৎসিত স্বাস্থ্য ও চলনচরিত্রসম্পন্ন হইয়াই থাকে। ১২৬।

তোমার অপকর্ম্মের জন্য
অন্যের ঘাড়ে লাখ দোষ চাপাও
তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যাইবে না;
কিন্তু যতক্ষণ না তুমি
দোষদর্শিতাকে উপেক্ষা করতঃ
সেবা ও অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া
আত্মনিয়ন্ত্রণে
উন্নত-চরিত্র হইতেছ—
তোমার অভ্যুত্থান তমসাচ্ছন্ন। ১২৭।

স্বার্থ-সমীচীনতাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া
যতক্ষণ
বাঞ্ছিতের অবাঞ্ছিত কুৎসিত চলনাও

মমতাসিক্ত,
স্নেহলবোধে
বিক্ষোভরহিত না হইয়া ওঠে,
ততক্ষণ তোমার ভালবাসা যে
প্রবৃত্তিরই ভণ্ড-রঙিল প্রতিচ্ছায়া
তাহাতে সন্দেহ নাই—
প্রেষ্ঠকে তুমি তখনও ভালবাস নাই। ১২৮।

শক্তিই যদি চাও—
তবে অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া
তোমার জগতের যাহা-কিছু
প্রতি-প্রত্যেকটি
তদনুকূলে যথোচিত নিয়ন্ত্রণ করতঃ
অধিগমনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া
সেবাসম্বর্দ্ধনায় সকলের
সমীচীন স্বার্থকেন্দ্র হইয়া ওঠ। ১২৯।

কাহারও তোমার প্রতি
কোন অবাঞ্ছিত ব্যবহার, কথা বা সন্দেহে
উদ্দীপ্ত ক্রোধ বা তেজস্বিতার সহিত
তুমি তখনই তাহার প্রতি
যেমনতর ব্যবহার, কথা বা সন্দেহের
প্রয়োগ করিয়া থাক—
প্রেষ্ঠের প্রতি
যদি কাহারও অমনতর ব্যবহারে
তোমার ঐ প্রকার উদ্দৃপ্ত তেজস্বিতার সহিত

যথোপযুক্ত
তেমনতর ব্যবহার, কথা বা সন্দেহ ইত্যাদি
স্বতঃ-উদ্দীপনায় তৎক্ষণাৎ জাগ্রত না হয়,
বুঝিও—
তুমিও প্রেষ্ঠকে তখনও ভালবাস নাই,
তুমি তাঁহার জন্য যাহাই কর না কেন—
প্রবৃত্তি-সংপুষ্ট
অহং-এর ইন্ধনাবেশী উন্মাদনার খাতিরেই। ১৩০।

যে-বিধি
ইষ্টপ্রাণ গণসংস্থিতি-উন্মাদনায়
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক কল্যাণমূলক
ব্যক্তিস্বার্থের পালনানুপূরণে
পরিস্থিতির প্রতিপ্রত্যেককে
উৎসরণশীল করিয়া
সমষ্টি-বৈশিষ্ট্য-পুষ্টিকে
বিস্তার-প্রবণতায়
ক্রমাধিগমন-তৎপর করিতে বাধ্য করে—
তাই হ'চ্ছে প্রকৃত রাজবিধি। ১৩১।

মানুষের প্রয়োজন-পূরণ,
পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠার প্রতি
তোমার স্বতঃস্বেচ্ছ কোন কর্ত্তব্যকে
তুমি অনুভবই করিতে পার না
বা প্রয়োজনই মনে কর না,
অথচ মানুষ—
তোমার প্রয়োজন, পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠায়
মনোযোগী হয় আশা কর—

এমনতর মূর্খ অভিলাষ কি তোমাকে
হতচ্ছাড়া হতাশ্বাসের
অধিকারী করিয়া তুলিবে না?
যদি পাওয়ারই প্রত্যাশা কর—
তবে মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যকে
কখনই অবহেলা করিও না,
মানুষের প্রতি
তোমারও যে করার আছে
এ-কথা কিছুতেই ভুলিও না। ১৩২।

যে স্বার্থলিপ্সু
আত্মাভিমানী অমনোযোগিতার সহিত
প্রতিপালককে
উপযুক্তভাবে পরিপোষণে নারাজ—
সে নিমকহারাম ছাড়া
দুর্ব্বিপাকের অধিকারী
আর কে হইতে পারে? ১৩৩।

অন্যে বিপদে পড়লে
সেই বিপদের সুযোগ নিয়ে
তা'কে আরও বেঘোরের আবহাওয়ায় ফেলে
ভীত-ত্রস্ত ক'রে তুলে
আগ্রহদীপ্ত দক্ষমোচড়ে
উপকারের ভাঁওতা দিয়ে
নিংড়ে অর্থ বের ক'রে নিয়ে
নিজের স্বার্থ-পূরণ করা—
এই হ'চ্ছে দরিদ্রতার
প্রেতোপম দুঃশীল মূর্ত্তি। ১৩৪।

যদি সাংসারিক সম্বর্দ্ধনা চাও,
তা'হলে ইষ্টপ্রাণতার সহিত
প্রথমতঃই নজর দিও—
অন্নার্থী হইয়া যাহারা
তোমার কাছে উপস্থিত হয়,
সাধ্যমত আহার্য্য-প্রদানে
কখনই পশ্চাৎপদ হইও না;
তোমার হেঁসেল বা kitchen-এর
পরিবার-সংখ্যা কমাইতে চেষ্টা না ক'রে
যেদিন যা' জোটে
তা' দিয়েই তা'দের পোষণ করতে চেষ্টা ক'রো;
দ্বিতীয়তঃ হ'চ্ছে—
অভাব-অভিযোগপিষ্ট যা'রা
সহানুভূতিসম্পন্ন স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্ব নিয়ে
তা'দের তা' সাধ্যমত নিরাকরণের চেষ্টা পেয়ো;
তৃতীয়তঃ
কাহারও প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে
যদি ভিক্ষা ক'রেই তা' সংগ্রহ করতে হয়—
আগে নিজে যথাসাধ্য তা' দিয়ে
সহ্য ও সদ্ব্যবহারের সহিত
মানুষকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
তা' সংগ্রহ করতে যত্ন ক'রো,
দেখো—
এর ভিতর-দিয়েই
সহজ সেবাপ্রবণ চলনায়
চলন-সম্বেগে
তোমার সংসার কেমন
সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে চলতে থাকবে। ১৩৫।

যদি ঋণদায় হ'তে মুক্তই হ'তে চাও—
পাওনাদার এলেই
অত্যন্ত আদর ও যত্নে
সহজ সদ্ব্যবহারে
বিনীত অভিব্যক্তির সহিত
কিছু-না-কিছু তা'কে দিবেই দিবে;
খুব যত্ন ক'রো—
দেখো, তা'কে খালি হাতে
কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে না হয়;
আরও নজর রেখো,
তোমার পরিশোধ-প্রবণতা
যেন এমনতরই উগ্র হ'য়ে থাকে
যা'তে পাওনাদারকে
তোমার কাছে
তাগাদা করতেই না আসতে হয়;
দেখবে, কত অনায়াসে
তোমার দেনা পরিশোধ হ'য়ে যাচ্ছে! ১৩৬।

মানুষের চাহিদা, সুযোগ ও সুবিধাকে
তাচ্ছিল্য ক'রে
যদি তোমার ইচ্ছা ও সুবিধা-মত
তা'দের কাজ ক'রে দিতে থাক—
তাহ'লে সে-কাজে তোমার আয়ও হবে না
প্রতিষ্ঠাও হবে না,—
ইহা ঠিকই জেনো। ১৩৭।

তুমি যাঁহা হইতে পুষ্টি পাইতেছ—
তাঁহাকে যথাসাধ্য পরিপোষণ না করিয়া

যখনই আবার অন্যের প্রয়োজনে
তৎপরিপূরণে
নিজে কোনরূপ দায়িত্ব না লইয়াই
সহানুভূতিকাতর হওতঃ
ঐ পুষ্টিদাতারই নিকট
পরিপোষণের জন্য অনুরোধপরায়ণ হইলে
বা ঐ প্রয়োজনক্লিষ্টকে উস্‌কাইয়া
তোমার পুষ্টিদাতার শোষণের নিমিত্ত
নিয়োজিত করিলে—
তখনই বুঝিও,
নির্দ্দয় গুপ্ত অকৃতজ্ঞতা
হীনতার দরদী মুখোসে
তোমাকে কৃতঘ্নতায় আমন্ত্রণ করিতেছে। ১৩৮।

সব সময় নজর রেখো
তোমার সান্নিধ্যবর্ত্তীদের প্রতি,
তোমার সহ্য ও তোষণ-পোষণী কর্ম্ম
যেন এতখানি বেশী থাকে
যা'তে তা'দের তোমার প্রতি
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবা
কিছুতেই অপ্রীতিকর তো হয়ই না,
বরং তা'দের প্রতি তোমার করার তুলনায়
তোমার প্রতি তা'দের সহ্য ও সেবা
নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ করে। ১৩৯।

অপরের অহৈতুক নিন্দা ও অপযশ করার উপর
যদি তোমার প্রতিষ্ঠাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে থাক—
তবে তোমার প্রতিষ্ঠা
অচিরেই যে ধূলিসাৎ হইবে
তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিও। ১৪০।

বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া
সন্দেহ করিতে হইলে
দৈন্য ও কষ্ট পাইয়া
আপসোসপূর্ণ গুমটে
অহং-এর প্রতিপত্তিতে নাজেহাল হইতেই হয়। ১৪১।

Independent living মানেই
Auto-initiative responsible service
-এর ভিতর-দিয়ে
মানুষকে fulfil ক'রে
যথোপযুক্ত সর্ব্বতোমুখী সম্বৃদ্ধিতে
নিজেকে সম্বৃদ্ধ করা। ১৪২।

অন্যের প্রয়োজনে
নিজ সামর্থ্য-প্রয়োগে
দেবার প্রবণতা যা'র যত কম,
দারিদ্র্যের তামসী বিঘূর্ণী
তা'র তত বেশী। ১৪৩।

তুমি
এমন সুষ্ঠু ও সমীচীন-ভাবে
আত্মীয়বুদ্ধির সহিত
তোমার অভাব, প্রয়োজন ও চাহিদার কথা
তোমার বিবেচিত মানুষকে ব'লো
যা'তে সে
অনুকম্পা-প্রবোধনায়
স্বতঃপ্রবৃত্তি-সহকারে
তোমার পরিপূরণ করতে
উৎফুল্লতার সহিত প্রবৃত্ত হয়,

আর, এর দরুন তা'র যা' দুঃখকষ্ট আসে
তা' সহন ও বহনে
যেন আত্মপ্রসাদই লাভ করে—
দেখিও, প্রায়ই ব্যর্থ হইবে না। ১৪৪।

কাহাকেও লোভ, লাভ
বা নিজের প্রয়োজনীয় চাহিদার ধাপ্পাবাজি ফাঁদে
না ফেলিয়া
তাহাকে উচ্ছল করিয়া কিছু পাইলে
বা খুসী হইয়া সার্থক বিবেচনায়
স্বেচ্ছায় কেহ কিছু দিলে
তা' গ্রহণ করিও,
ইহাতে তোমার পাওয়া
পুণ্য প্রবর্দ্ধনায়
সপারিপার্শ্বিক তোমাকে
পুষ্ট করিয়াই তুলিবে। ১৪৫।

মানুষের চাহিদা, আগ্রহ ও প্রয়োজনকে
স্বার্থ-অবশ অবহেলায় উপেক্ষা ক'রে—
নিজের চাহিদা, আগ্রহ ও প্রয়োজনকে
প্রাধান্য দিয়ে
দেওয়ার প্রবণতাকে যতই সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলবে,
পাওয়ার পথ যে তোমার
ততই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে
তোমার চলনাকে রুদ্ধ ক'রে তুলবে,
তা'তে কিন্তু কোন সন্দেহই নাই। ১৪৬।

তুমি যাহার নিকট পাইতেছ
কিংবা যাহা হইতে পাইতেছ

তাহাকে দেবার প্রবৃত্তি
তোমার অন্তঃকরণে
স্বতঃ-উৎসরণশীল হইয়া
দেবার বাস্তবতায়
প্রকৃত হইয়াই যদি না দাঁড়াইল,
অচিরাৎ যে তোমার পাওয়া
অন্ধ ও বধির হইয়া
বিক্ষিপ্ত বিচরণে বিধ্বস্ত হইবে
তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ করিও না। ১৪৭।

তোমার অবস্থার ভিতর-দিয়ে
মানুষকে সাধ্যমত দেবার প্রবৃত্তি
এবং সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের প্রবৃত্তি
যতই শীর্ণ হ'তে থাকবে,
মানুষের অসহানুভূতি ও ঔদাসীন্য তোমাকে
আরো সঙ্কীর্ণতার অবস্থায়
ততই নিক্ষেপ ক'রে চলবে। ১৪৮।

যতক্ষণ দেখবে—
পেলে আনন্দ হয়,
আর, দেবার বেলায়ই
তুমি উজ্জ্বল না হ'য়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠছ,
ঠিক বুঝিও, শ্রী
তোমা হ'তে এখনও অনেক দূরে;
আর, যতটুকু সম্বৃদ্ধিরই
তুমি অধিকারী হও না কেন—
সে-সম্বৃদ্ধি
তোমার শাসক ও শাস্তা হ'য়েই
তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ১৪৯।

নিতে ভাল লাগার সাথে
যখন দিতে ভাল লাগা
উভয়েই আলিঙ্গন ও উৎসরণশীল—
আত্মীয়তা
বাস্তব মূর্ত্তিতে
উন্নত-সঞ্চারণী সেইখানে;
আর, এ যতক্ষণ না হ'চ্ছে
সম্বন্ধ সেখানে যে অলীক হ'য়ে
উদ্বর্দ্ধনাকে ছলনা করছে
তা' বুঝতে কি কা'রো বাকী থাকে? ১৫০।

দেওয়া ও নেওয়ার
প্রণয়ীভূত আত্মীয়তা
যদি ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে
অভিনন্দিত না করে,
তবে ঐ আত্মীয়তা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে
তা'র হদিস্
ইতস্ততঃ ছাড়া আর কী হ'তে পারে? ১৫১।

নেওয়া যেখানে
দেওয়ার উদ্বোধনার সৃষ্টি করে না,
দান যেখানে
প্রতিগ্রহকে পুণ্য করিয়া তোলে না,
সেবা যেখানে
সংবর্দ্ধনাভিদীপ্ত হয় না,
যাজন যেখানে
ইষ্টপ্রাণ করিয়া না তোলে,
প্রয়োজন-পূরণ যেখানে

প্রয়োজনক্লিষ্টের অভাব-মোচনের
দক্ষ আগ্রহানুকম্পী না হয়,
সমস্তই যে
ক্লৈব্য-ব্যর্থতায় বিধ্বস্ত—
তাহাও কি বলিয়া বুঝাইতে হইবে? ১৫২।

যা'র দেবার প্রবৃত্তি
শিথিল ও কৃপণ হ'য়েও
নেবার আকাঙ্ক্ষা আকুল ও উদ্‌ভ্রান্ত—
পাওয়া যে তা'র
প্রায়ই টিট্‌কারী দিয়েই চলে,
বৃত্তিপরতন্ত্রতা লাখবার দেখেও
তা' বুঝতে পারে না। ১৫৩।

উন্নত উদ্বোধনায় উৎচেতিত না করিয়া
কাহারও কাছে ভিক্ষা লইও না,
যে-ভিক্ষায় তোমার ইষ্টপ্রাণতা অবসাদগ্রস্ত হয়—
জীবন ও বৃদ্ধির যাজন ও চলনা
মন্থরতা লাভ করে—
সে-ভিক্ষাকে স্পর্শও করিও না;
ভিক্ষা লইতে হইলে এমনতর কিছু করিওই
যা'তে ভিক্ষাদানকারী তোমা হ'তে
কোন-না-কোন কল্যাণের
অধিকারী হয়ই হয়—
তা' তোমার বাক্, ভঙ্গী, ব্যবহার, সাহায্য,
সহৃদয়তা, মন্ত্রণা, ইষ্টানুপ্রাণিত আশীর্ব্বাদ
এমনকি একটা উন্নত চাউনির ভিতর-দিয়াও;
ইষ্টার্থ-সেবাপটু সঞ্চেতনী ভিক্ষা
মানুষকে ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতায় পটু করিয়া
উন্নত-চলৎশীল করিয়া থাকে,

কিন্তু বৃত্তিস্বার্থ-সংবর্দ্ধনী ভিক্ষা
মানুষকে নিরর্থকতায় অবলুপ্ত করিয়া
অবশতার নিথর আসনে
বেকুব ও অপটু করিয়াই তোলে,
—বুঝিয়া ধাতস্থ করিয়া চল। ১৫৪।

দারিদ্র্যের নিশানাই হ'চ্ছে—
পরের সুখ-সুবিধায় উপেক্ষা,
আর, নিজের সুখ-সুবিধার প্রতি
অবাধ্য বা কষ্টবাধ্য অনুরাগ,
যেখানে এর উল্টো—
সম্পদের সহজ চলনা সেখানেই;
দারিদ্র্যের আরও একটা লক্ষণ—
দারিদ্র্যকে ভাঙ্গিয়ে খেতে ইচ্ছা তো করেই,
আরো থাকে
অন্যের প্রতি দোষারোপে
পরের দুর্দ্দশায় অনুকম্পাহারা হ'য়ে
তা'রই সুযোগ নিয়ে
নিজের দরিদ্রতার প্রতিষ্ঠায়
অন্যের অনুকম্পার আকর্ষণে
নিজের অভাব-পরিপূরণ-প্রবৃত্তি,
আর, সেবাহীন দোষারোপ-দার্শনিকতার
বাহবা-বুভুক্ষু চলনায়
আরক্তিম অনুরাগ। ১৫৫।

প্রয়োজন-পূরণ,
পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা
সন্তোষ-নিয়ন্ত্রণে
যা'র প্রতি উন্মুখ হইয়া থাকে—
তোমার ভালবাসা সেইখানেই স্বাভাবিক;

আর, যেইখানেই
এই তিনের যে-কোনটার যতটুকু খাঁক্‌তি—
সেইখানেই তোমার টান
উদ্দেশ্যমূলক ও প্রবৃত্তি-স্বাতন্ত্রী। ১৫৬।

তোমার চলবার দোষেই হোক্‌,
আর নিয়ন্ত্রণ-অপারগতায়ই হোক্‌,
যদি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াই থাকে,
স্থির চিত্তে বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিও—
তুমি সেই অমঙ্গলকে
কোনও প্রকারে
ইষ্টানুকূল-কল্যাণপ্রসূ করিয়া
তোমার চলনাকে
সুন্দর করিয়া তুলিতে পার কিনা,
যদি পার, দেখিও—
ঐ অমঙ্গলই
তোমার মঙ্গলকে
শুভগর্জ্জনে প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিবে। ১৫৭।

সমবেদনাপূর্ণ স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহের সহিত
তোমার অসুবিধা নিরাকরণে—
যে-ই হোক না কেন,
কিঞ্চিৎমাত্র অসুবিধাকে সহ্য করিয়াছে
বা করিতেছে,
তুমিও তা'র জন্য তোমার সাধ্যানুপাতিক যত পার,
তা'র সুবিধায় প্রযত্নতৎপর থাকিয়া
যাহাতে তা'র অসুবিধা নিরাকরণ করিতে পার
তা' করিওই,

কৃতজ্ঞতা দেদীপ্য আগ্রহে
তোমাকে অভিনন্দিত করিবে
—কৃতার্থ হইবে। ১৫৮।

তুমি যা'র আশ্রিত,
যে তোমার প্রতিপালক,
সে যদি তোমার আদর্শ বা ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার
বিরুদ্ধ না হয়,
তাহ'লে তোমার আপন সুখ-সুবিধা
তাচ্ছিল্য করিয়াও
তা'র সুখ-সুবিধা যা'তে হয়
তা-ই তোমার প্রথম করণীয়;
তুমি যথাসাধ্য তা-ই করিও—
কৃতজ্ঞতা উন্নতি-আমন্ত্রণে
তোমাকে নন্দিত করিয়া তুলিবে। ১৫৯।

অভাব, অনটন ও দুর্দ্দশার
কঠোর নিষ্পেষণ
তা'দিগকেই সচ্ছল করতঃ
শ্রেষ্ঠ আসনে সম্বর্দ্ধিত ক'রে থাকে—
যা'রা ওদের অভাবনীয় অত্যাচারেও
স্বতঃস্বেচ্ছ সহানুভূতিপূর্ণ সেবাপ্রবণতার সহিত
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতার বাস্তব কর্ম্মে
অটুট ও উচ্ছলনিষ্ঠাসম্পন্ন। ১৬০।

ঠকিতে না হয়
বা যতদূর সম্ভব দোষের ভাগী না হইতে হয়
এমনতর সহজ, সরল ও যথাযথভাবেই
কাজ করিয়া চল;

মানুষের শ্লথ কর্ম্মপদ্ধতির দোষ ধরিয়া
তা'দের উদ্দেশ্যকে ঘৃণ্য বিবেচনায়
অল্প কারণেই তাদিগকে ঠগ ভাবিয়া
ঠকার বাহাদুরিতে বেকুবের মত
নিজেকে ঠকাইও না,—
এমন চলনা
মানুষকে মিত্রশূন্য করিয়া তোলে। ১৬১।

তুমি যত বড় শোচনীয় দরিদ্রতা নিয়ে
কাল-যাপন কর না
বা যত বড় সম্বর্দ্ধনার সহিতই
দিন গুজরাও না কেন,
যখনই দেখবে—
মানুষের আপদ-বিপদ, অভাব-অভিযোগে
তাহাদিগকে সেবা ও সদ্ব্যবহারে
যথাসাধ্য কায়মনোবাক্যে
আশ্বস্ত ও সাহায্য ক'রে
তাহার নিরাকরণ করবার
ইষ্টানুগ স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বপূর্ণ প্রবৃত্তি
তোমার জীবনে
যেমনতর হীন চলনায় চলতে থাকবে,
তোমার উন্নতি-চলনা
তেমনতরই মন্থরতা লাভ ক'রে
হীনতা-মজ্জিত হবে,
আর, দুর্দ্দশা ততই দুরূহ হ'য়ে
দৈনন্দিন জীবনে
তোমাতে আধিপত্য করতে থাকবে—
সজাগ থেকো। ১৬২।

যেখান হইতে তোমার অন্নের সংস্থান হইতেছে—
নিজের স্বতঃ-উন্মাদনাতেই
সে-সংস্থান যাহাতে অটুট থাকিয়া
উন্নতির দিকে চলে
তাহা যদি তুমি না কর
অর্থাৎ তাহার স্থিতি ও সংবৃদ্ধির জন্য
আহরণ না কর,
তবে তোমার বাঁচাবাড়ার প্রথম অবনতিই
যে সেখান হইতে আরম্ভ হইল
তাহা অতি নিশ্চয়;
আর, দারিদ্র্য-ব্যাধি আক্রমণের
প্রথম লক্ষণই হচ্ছে ঐ। ১৬৩।

যখনই কেহ জনসেবার ক্রমপরিবর্দ্ধনায়
তাহাদের স্বার্থকেন্দ্র হইয়া
সমাহারী প্রজ্ঞায় প্রতিনিধিত্বে অধিরূঢ় হওতঃ
রাজ-পরিপূরণী সম্বর্দ্ধনী সেবায়
তাঁ'র প্রতিভূ হইয়া দাঁড়ান,
তিনিই
স্বতঃ-উৎসারিত প্রকৃতিপ্রসূ Dictator বা নিয়ন্তা;
আবার, যেখানে রাজপ্রতিভূ না হইয়া
কেবল জনপ্রতিনিধিত্বে উপনীত হওতঃ
গণ-পরিচালনায় যিনি নিরত থাকেন,
তাঁ'কে শুধু গণপতি বা President বলিয়াই
অভিহিত করা যাইতে পারে;
আর, রাজপ্রতিভূ হইয়া যিনি গণনিয়ন্ত্রণ করেন,
তাঁহাকে শুধু Minister বা মন্ত্রী বলাই
সমীচীন মনে হয়;

এর ভিতর নিয়ন্তা বা Dictator যিনি
তাঁরই শুধু
বৃত্তিসমতা স্বতঃ ও স্বাভাবিক থাকিতে
বাধ্য হয় বলিয়া
তিনি দৈবীপুরুষ বলিয়া গ্রহণযোগ্য। ১৬৪।

প্রবৃত্তিই নাই যা'র
মানুষকে সহানুভূতিপরবশতার সহিত
দিতে বা সেবা করতে,
পারগতা যা'র এমনতর আলসেমিতে
ঝিমিয়ে পড়েছে—
যা'র ফলে, কোনমতে ফন্দীই পেয়ে ওঠে না
তা'র অবস্থার ভিতর-দিয়ে
কেমন ক'রে সহানুভূতি-সম্পন্নতায়
দিয়ে বা সেবা ক'রে
নন্দিত হওয়া যেতে পারে,
বৃত্তিপরতন্ত্রী সে-মানুষের
দম্ভবিমর্দ্দিত উদ্‌ভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা যে
তা'কে আপসোস-হতাশে
অভিমানী নরকাভিযানেই নিয়ে থাকে—
তা' কি আর বলতে? ১৬৫।

অভ্যাস ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
সেবা ও সাহচর্য্যে
মানুষের প্রয়োজনীয় হ'য়ে
তা'দের কাছে
নিজের ওজন বা মানের প্রতিষ্ঠা করতে জানে না,
অথচ দাবীর ধম্‌কানিতে

মানুষের কাছে নিজের মানের প্রতিষ্ঠা করতে চায়,
পদে-পদে অপমানই যে তা'র অর্জ্জন হ'য়ে থাকে
—এটা সুনিশ্চিত। ১৬৬।

মানুষ যখন মানুষের সঙ্গ বা সাহচর্য্য করতে যায়,
তখনই সে যদি শ্রদ্ধা বা সম্মানযোগ্য ব্যবধান রেখে
তা'র যা' করণীয় তা' না করে—
তবে তা'র ফলে প্রায়ই দেখা যায়
আসছে অশ্রদ্ধা, পাতলামি, দোষদৃষ্টি আর অবজ্ঞা,
তা'র ফলে, উভয়েই এমন ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে চলে
যা'তে তা'দের ভিতরকার সশ্রদ্ধ গুণগ্রাহিতা
যা' দিয়ে উভয়ে উভয়কে বুঝতে পারে—
তা' ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলতে থাকে;
এটা হ'চ্ছে নৈকট্য-নিবন্ধন অস্পষ্ট দর্শনের ফল,
যতদূর সম্ভব
পার তো অমনতর যা'তে না করতে হয়
তেমনতর ক'রেই চলতে থেকো। ১৬৭।

বৃত্তিরঙ্গিল অহং, ছোট বা ইতর আমি
বা egoistic inferiority-কে
তখনই বুঝতে পারবে
যখনই তুমি আগ্রহ-উদ্দীপ্ত সশ্রদ্ধ ভালবাসা নিয়ে
কা'রও সাথে মিশে
তা'কে আপনার ক'রে নিতে যাবে,
তোমার অমনতর করার ফলে
তোমার প্রতি সে শ্রদ্ধামোহিত না হ'য়ে
হবে বরং
সম্মানের দাবীওয়ালা ক্রম-অবহেলাপরায়ণ
হামবড়াই-রকমের,

এই একটু দেখলেই
তোমার চলনার রাশ টেনে
যথোপযুক্ত ব্যবধান রেখে
তা'র গুণগ্রাহিতা সহজ ও সুন্দর থাকে
এমনতর রকমেই চ'লো। ১৬৮।

তুমি যত কঠোর পরিশ্রমীই হও না কেন,
তোমার গৃহস্থালীর যা'-কিছু
তোমার কর্ম্মনিয়ন্ত্রণের সহিত
পরিচ্ছন্নতায় যদি সুসজ্জিতই না হইয়া উঠিল,
তুমি ঠিক জেনো
তোমার পরিশ্রম
তোমারই অন্তর্নিহিত ইতর বা ছোট আমিরই প্ররোচনামূলক,
প্রেষ্ঠপ্রাণতায় তোমার প্রবৃত্তিগুলি
পরিচ্ছন্নতায় সুসজ্জিত হইয়া
সুসঙ্গতিলাভ কিছুতেই করিয়া উঠে নাই,
তোমার মস্তিষ্কের আবহাওয়াও
গৃহস্থালীর করণাগুলিরই মত অপরিচ্ছন্ন। ১৬৯।

তোমার অন্তর্নিহিত সদ্ভাবগুলির এতটুকুও যদি
কর্ম্মের ভিতর-দিয়া
বাস্তবে পরিণত করিয়া না তোল,
তবে ঠিক জেনো—
তোমার চিন্তা ও স্নায়ুর ভিতরে
একটা বিকট অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়া
তোমাকে বিকৃতির অধিনায়ক করিয়া তুলিবে। ১৭০।

তোমার ভাবা ও করার ভিতর
অসঙ্গতি যত বেশী—

তোমার চিন্তা ও স্নায়ুর অসঙ্গতিও
সেখানে তেমনতর,
আর, দক্ষতা ও নিপুণতাও সেখানে
তেমনি মুহ্যমান। ১৭১।

আমি তোমাকে লাখবার বলছি—
তোমার দৈনন্দিন জীবনে
সচ্চিন্তা যখনই যতটুকুই
উদ্দীপিত হোক না কেন,
তা'র কিছু-না-কিছু
করার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবে পরিণত ক'রোই কি ক'রো,
দেখিও, বিকৃতি ও বৈকল্যের হাত থেকে
কত বেশী রেহাই পেতে পারবে। ১৭২।

ইতর অহং বা ছোট আমির বৃত্তিলোলুপতার
বাধা থেকেই আসে অভিমান,
আর, এই অভিমানই হ'চ্ছে
নরক-যাত্রীর অমূল্য পাথেয়। ১৭৩।

যেখানে দেখবে,
চাহিদায় বাধা পেলেই
বিরক্তি ও অভিমান এসে হাজির হয়,
অথচ তোমাকে ছাড়তেও চায় না,
বুঝিও—
প্রেমী তা'র প্রবৃত্তির প্রয়োজনেই
তোমাকে নিয়ে আছে,
সে নিজের জন্য যত ব্যস্ত
তোমার জন্য তা'র এতটুকুও নয়কো। ১৭৪।

বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে
পুরুষের
পুরুষের চাইতে স্ত্রীলোকের প্রতি
আত্মীয়তা, সদাশয়তা ও সহানুভাবতা
যখনই যেখানে
অবাধ্য উল্লম্ফনে চলতে থাকে,
সেটা কিন্তু নিছক কামসম্ভূত—
এটা বেশ জেনে রেখো;
আবার, স্ত্রীদের পুরুষের প্রতি অমনতর অবস্থা
তা'ও তা-ই। ১৭৫।

মানুষকে প্রয়োজনপূরণী সেবার ভিতর-দিয়ে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে
তা' হ'তে তোমার আয়
যেমন ক'রে হ'তে পারে
তাই ক'রে চল,
আর, এমনভাবে খরচ ক'রো
যে-খরচের ফলে তোমার এবং তোমার পারিপার্শ্বিকের
অস্তিবৃদ্ধি উচ্ছল হ'য়ে উঠে
তোমার আয়কে উচ্ছল ক'রে তোলে,
এমনতরভাবে খরচ কমিয়ে
তোমার অর্থকে মজুত করতে যেও না
যা'র ফলে
তোমার আয় নিয়তই সঙ্কুচিত হ'য়ে চলতে থাকে
বা তোমার কর্ম্মপ্রচেষ্টা সঙ্কুচিত হ'য়ে
আয়ের প্রলোভন-নাজেহালী
দিগ্‌দারীতে পরিণত হ'তে পারে,
তাই ব'লে, এটাও দেখতে ভুলে যেও না—
অপ্রয়োজনীয় যা'

অর্থাৎ, না হ'লে অসুবিধা হয় না এমনতর কিছুর
প্রয়োজন বাড়িয়ে
তা'রই জন্য
অযথা খরচের বহর বাড়িয়ে
যাতে না চলতে হয়,
তোমার আয়ব্যয়ের বরাদ্দ
যদি এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত
ক'রে চলতে পার—
দেখবে, আর্থিক অভাব-অভিযোগে
অযথোচিতভাবে নিষ্পেষিত হ'য়ে চলতে হবে না। ১৭৬।

কোন বিশেষত্ব
অর্থাৎ হামেশা যা' দেখ না
বা বোধ কর না,
এমন কিছুর দিকে
নজর পড়িলেই বা অনুভবে আসিলেই
আগ্রহপূর্ণ অনুসন্ধিৎসার সহিত
তৎক্ষণাৎই তাহাকে অনুসরণ করিয়া অনুসন্ধানে
ব্যাপারটির বাস্তবতাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে
যতদূর সম্ভব বিলম্ব করিও না;
ইহাতে তোমার
বুদ্ধিবৃত্তির জটিলতা, অযথাবোধত্ব ও দুর্জ্ঞেয়তা
যথেষ্ট পরিমাণে প্রশমিত হইয়া
সহজ বহুদর্শিতায় সুদৃঢ় হইতে থাকিবে,
নতুবা, কত অজ্ঞেয়তা
তোমাকে যে কত রকমে
নাজেহাল করিতে পারে
তাহার কি কোন ইয়ত্তা আছে? ১৭৭।

ভগবান প্রকৃতির মুখে
বিশেষ ক'রে
এই কথাই ব'লে পাঠিয়েছেন—
'মানুষ! তোমার কর্ম্মমুখরিত অন্তরতম
যা'-কিছু ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য
শুধুমাত্র তাহাই আমি গ্রহণ করিব,
আর, তদনুযায়ী তেমনতরভাবেই
আমি তোমার জন্য প্রস্তুত থাকিব',
আর, উদ্দেশ্যমুখর কর্ম্মহারা যা'-কিছু সেগুলি
মানুষের নরকের পথ
মর্ম্মরখচিতই করিয়া তোলে। ১৭৮।

যা' তুমি করছ বা ক'রে রেখেছ
ভগবান তা-ই গ্রাহ্য করবেন,
আর, সেগুলির ফলও তুমি পাবে তেমনি,
কিন্তু শুধু চিন্তা, মনন বা ভাষায় তোমার যা'-কিছু আছে—
সর্ব্বজ্ঞ দেবতা তাঁ'র স্বেচ্ছ বিধিতেই
তা' গ্রাহ্য করবেন না,
আর, তাঁ'কে হাজার তোয়াজ কর
তা'র জন্য তুমি এতটুকুও ফল পাবে না। ১৭৯।

তুমি পাওয়ার প্রলোভন-উচ্ছল হ'য়ে
করাকে ফাঁকি দিয়ে
ভগবানের লাখ মোসাহেবগিরি কর না কেন,
বিশ্বপ্রেমের বন্যা
তোমার মুখে বজ্রগম্ভীর চলনেই
চলতে থাকুক না কেন,
মুখে আত্মসমর্পণের ফাজলেমি ক'রে
সাধু, গুরু বা ভগবানই হো'ক

তাঁ'দের লাখ কৈফিয়ত তলবে
ধ্বস্ত-বিধ্বস্ততায়
নিন্দা বা অপলাপ ক'রে
যতই নাকসাট পাড়ো না কেন,
অটল গুরুগম্ভীরভাবে
তোমারই অদৃষ্টের অন্তরালে
তোমার ভগবানকে তুমি
বধির, অশরীরী ক'রে রেখেই চলেছ,
তুমি একটু তাঁ'র সাড়া পাবে না—
যতক্ষণ কাজে তোমার অন্তঃকরণকে
অভিব্যক্ত ক'রে না তুলতে পারছ। ১৮০।

তোমার দৈনন্দিন জীবনে
কাজে বাস্তবভাবে
যেখানে যতটুকু যা' করবে,
তোমার চিন্তার পাল্লার বাইরে থেকেও
অদৃষ্ট দেবতা তোমার জন্য ততটুকু
তেমনতর তদনুপাতিক তা-ই ক'রেও
যৎকিঞ্চিৎ উদ্বৃত্তই রেখে দিয়ে থাকেন;
তাই বলি, যেমনতর চাও—
যেমনতর ক'রে পেতে হয় তা'—
তা-ই কর। ১৮১।

কাজে করাকে অবহেলা ক'রে
ধর্ম্মকে যদি তুমি শুধু মাত্র তোমার
অন্তরের সম্পদ ক'রেই রাখ—

নরক মহীয়ান হ'য়ে
যে তোমাকে অভ্যর্থনা করবে
তা'তে যে কোন সন্দেহ নাই,
এটাতে আস্থা কর বা না কর—
কিন্তু বেশ ক'রে শুনে রেখো,
সুবিধা হ'লে দেখে নিও। ১৮২।

মানুষের conviction বা স্বীকার
যত আগ্রহপ্রতুল ও কর্ম্মঠ,
পাওয়ার অভিষেকও তা'র
তেমনতর বরণীয় ও বিরাট। ১৮৩।

ভগবান সম্বন্ধে নির্ব্বাক থেকেও যদি
আদর্শপ্রাণ লোকহিতব্রত কর্ম্মপটু হও,
তোমার ঈপ্সিত আসনে
মর্য্যাদার চরম মুকুট-শোভিত ক'রে
তোমাকে তিনি অভিষিক্ত করবেন
তা'তে লেশমাত্র সন্দেহ বা ব্যতিক্রমের অবকাশ
দেখতে পাবে না;
তাই বোঝ,
কর্ম্মকে অবহেলা ক'রে,
কর্ম্ম দিয়ে স্তুতি ছাড়া কেবল খোসামুদিতে
তিনি কতটুকু রাজী থাকেন। ১৮৪।

তোমার টান বা অনুরাগের
আতিশয্য যেমনতর,
দুঃখকষ্ট বাধাবিপত্তির
তোয়াক্কাবাজি দুশ্চিন্তাও তেমনতর। ১৮৫।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

যে আচার-ব্যবহারে, ভোজ্যান্নতা বা যৌন-সংস্রবে
তোমার ইষ্ট, কৃষ্টি, বর্ণ, বংশ ও স্বাস্থ্যের মর্য্যাদা
অবদলিত হইয়া
তাচ্ছিল্য-অপমানে
সবারই কাছে নিন্দিত হইয়া ওঠে,
জীবনে এমনতর কিছুরই প্রশ্রয় তো দিওই না,
সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকিয়া
নিজের ও প্রতিপারিপার্শ্বিকের যাহাতে মঙ্গল হয়
তাহাই করিও;
দেখিবে, ইহা করিতে গিয়া
বিধ্বস্তির হাতে যদি নিঃশেষও হইয়া যাও—
তাহ'লেও তোমার জীবন্ত পদাঙ্ক
ভর-দুনিয়ায়
মঙ্গলই পরিবেশন করিবে। ১৮৬।

কাউকে কোনপ্রকার উপকার ক'রে
তা'কে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার দাবীতে
যতখানি তিক্ত ক'রে তুলবে,
ভগবানের বিধি
তোমার প্রীতি-পুরস্কারকে
সঙ্কুচিত ক'রে
ততটুকু অশ্রদ্ধারই অধিকারী ক'রে তুলবে। ১৮৭।

অশুভ বা ইষ্টপ্রতিকূল অবিবেচকতার
প্রশ্রয় দেওয়াই হ'চ্ছে
পাপ-চলনার প্রশস্ত পথ;
অমনতর চল তো দেখে নিও,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তা'র ফল পেতে তোমাকে
বেশীদিন আর অপেক্ষা করতে হবে না। ১৮৮।

ফিরিয়ে পাওয়ার আশায় তুমি যদি কাউকে
কিছু দিয়েও থাক—
বহু চেষ্টায় যদি সে তা'
ফিরিয়ে দিতে পারছে না জেনেও
যদি তা'কে তা'র জন্য অবদলিতই করতে থাক,
তবে নিশ্চয় জেনো,
তোমার ওই উপকারই
নানা প্রকারের বহুশত্রু সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে বিধ্বস্তই করতে চেষ্টা করবে;
তাই, দিলেও পাওয়ার আশা ততটুকুই ক'রো—
যতটুকু তা'র সামর্থ্যে সহজ হ'তে পারে। ১৮৯।

তোমার চিন্তা
স্নায়ুকে উদ্বেলিত ক'রে
যখন থেকে যেমনতরভাবে
তা'র বাস্তব অভিব্যক্তি দিতে থাকে,
শুধু তখনই তা' প্রতিদোলায়িত হ'য়ে
অলক্ষ্য আকাশকে কাঁপিয়ে
তদনুপাতিক মস্তিষ্কে সঞ্চারিত
তৎ-চিন্তার উদ্বোধনায়
তাহাদিগকেও তৎকর্ম্মদীপ্ত ক'রে তোলে;
একথা ঠিক জেনো—
শুধু নিষ্ক্রিয় কোন চিন্তাই
দুনিয়াকে সাড়া দিয়ে
দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না,

নিষ্ক্রিয় চিন্তা
তা'র তরঙ্গগণ্ডীর ভিতর
সমসুরে যা' অবস্থিতি করে—
আর, তা' যদি সহ্যক্রিয়াশীল (passive) থাকে—
তা'কেই শুধু আন্দোলিত করতে পারে;
কিন্তু তা'র বাস্তব মূর্ত্তি
যা' পারিপার্শ্বিকে চারিয়ে যেতে পারে
তা' করতে কমই পারে। ১৯০।

তোমার সৎচিন্তা ও সৎবুঝগুলির
বাস্তব অভিব্যক্তি
সময় ও সুবিধামত যথোপযুক্ত স্থানে
যতদিন পর্য্যন্ত এতটুকুও না করতে পারছ,
ততদিন তা' তোমার পক্ষে
অপলাপেরই ইন্ধনস্বরূপ হ'য়ে থাকবে;
আর, এই অপলাপই হ'চ্ছে
মানুষের নরকের পথ;
আবার, নরক মানেই হ'চ্ছে তা'
যা' বৃদ্ধি বা দীপ্তিকে সঙ্কুচিত ক'রে তোলে। ১৯১।

তুমি তোমার প্রবৃত্তিগুলির সহজ নিরোধে
নিজের প্রয়োজন হ'তে
যতই বিরত হও না কেন,
যদি মানুষ-দুনিয়ার প্রয়োজন-পূরণী সেবায়
তা'দিগকে ইষ্টপ্রাণ ক'রে তুলতে
প্রয়াসপরায়ণতার বাস্তব উন্মাদনায়
নিবৃত্তিসম্পন্ন হও,

অন্ধতমের নিরেট আবাস
তোমাকে এতটুকুও অবহেলা করবে না—
এটা কিন্তু খাঁটি কথা। ১৯২।

তোমার চিন্তা ও প্রবৃত্তি-প্ররোচনাকে
যতটুকু ইষ্টকে তুষ্ট করবার
বা তাঁকে পুষ্টি দেবার
আগ্রহমত্ত ক'রে তুলে
কাজে তদনুরূপ ক'রে চলতে পেরেছ—
ঠিক জেনো,
তুমি ততটুকুই ধ্যানী। ১৯৩।

তোমার ধর্ম্মভাব বা বোধ
যতক্ষণ না কাজে অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠছে—
ততক্ষণ তুমি ধর্ম্মের কানাচেও যাও নাই;
আর, যে-ধর্ম্মভাব বাস্তবে অভিব্যক্তি দিতে
মানুষকে শিথিল ক'রে তোলে
তা' অন্ধতমোরই আলোকমলিন
প্রশস্ত বর্ত্ম। ১৯৪।

মন্ত্রের মানস আবৃত্তির সহিত
ইষ্টানুকূল ফন্দীকে
কর্ম্মের ভিতর-দিয়া
বাস্তবে পরিণত করবার আগ্রহপূর্ণ প্রচেষ্টাই হ'চ্ছে
জপের গূঢ়তম তাৎপর্য্য। ১৯৫।

অভ্যুদয়ী ধর্ম্মের প্রথম সোপানই হচ্ছে
ইষ্টপরতন্ত্রী হ'য়ে
শুভ ব'লে যা' বিবেচনায় আসবে—
যত সত্বর সম্ভব তা' বাস্তব ক'রে তুলতে
নিযুক্ত হ'য়ে পড়া;

আর, এটা আয়ত্ত না ক'রে
যা-ই করতে যাও না কেন,
কৃতকার্য্যতা যে
সুদূরপরাহতই হ'য়ে চলতে থাকবে
তা' কিন্তু ঠিক জেনে রেখো। ১৯৬।

প্রত্যাশার হুমকীবাজি এড়িয়ে
গুণগ্রাহীযোগ্য ব্যবধানকে
যথাযথভাবে অবলোকন করতঃ
আপনার ভেবে
সেবা, যত্ন ও সহানুভূতির সহিত
আত্মীয়-স্বজন ও পারিপার্শ্বিককে
যতই আপন ক'রে নিতে পারবে,
পুষ্টি ও তুষ্টির সহিত প্রতিষ্ঠা তোমাকে
ততই নন্দিত ক'রে তুলবে;
একটু নজর রেখে যদি ক'রে যেতে পার—
ভবিষ্যতের চিন্তায় আর হতাশ হ'তে হবে না,
তোমার কর্ম্মফলই তোমার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে অনেকেরই স্বার্থকেন্দ্র ক'রে তুলবে;
তুমি যদি মানুষকে আপন ভেবে
সেবা, যত্ন, সহানুভূতি, সমবেদনার সহিত
তা'দের প্রয়োজনীয় ধান্ধার ধার ধেরে
আপনার ক'রে না নিতে পার—
এমনতরভাবে পরিপূরণী প্রচেষ্টার দায়িত্ব নিয়ে
তা'দের সহিত সম্পর্কান্বিত না হও—
একনিষ্ঠ ইষ্টপ্রাণতার সহিত উদ্বুদ্ধ ক'রে
তা'দিগকে একপ্রাণতায়
গঠন ক'রে না তোল,

দেখবে, তোমার অমনতর জীবনই
মানুষে বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক ক'রে
মানুষ হ'তে তোমাকে কী কঠোরতায়
মানুষহারা ক'রে তোলে;
আর, সম্পর্ক মানেই হ'চ্ছে
এই করার ভিতর দিয়ে
যুক্ত হওয়া—সংশ্লিষ্ট হওয়া;
তোমার বুকফাটা আর্ত্ত চীৎকার
বেদনার ক্রূর পরিহাস
সমবেদনা জানিয়ে
ক্বচিৎ প্রাণকেই আকর্ষণ করতে পারবে,
মানুষের অতিসান্নিধ্যও
তা'দিগকে সহানুভূতি-উচ্ছল ক'রে
তোমাতে সমবেদনশীল করতে পারবে না,
দেখবে—
তোমার বেদনায় মানুষও বধির,
ভগবানও বধির। ১৯৭।

তুমি লাখ দুঃখ-কষ্টের বগ্‌বগানি কর না কেন,
যা'রা জীবন-চলনায় স্বচ্ছল আছে,
তুমি তা'দের প্রতি
লাখ আক্রোশপরবশই হও না কেন,
তোমার দুঃখ-কষ্ট যদি কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না ক'রে
লাভে উচ্ছল ক'রে থাকে—
তবে নিশ্চয়ই তা' হতে
তদনুপাতিক পরিপুষ্টি পাবেই কি পাবে;
আগে ভেবে দেখ,
তোমার দুঃখ-কষ্ট কত লোকের জীবনকে এমনতরভাবে
কখনও স্বচ্ছলে উচ্ছল ক'রে তুলেছে কিনা! ১৯৮।

করার অন্তরায়
অর্থাৎ বাধা-বিপত্তির দ্বারা
যে যত অভিভূত,
পারগতা বা পাওয়াও তা'র তত সুদূরপরাহত। ১৯৯।

যে-করার নিষ্পাদনে
প্রবৃত্তিসঞ্জাত অহং-এর
খামখেয়ালী অনুকূল-প্রতিকূলতা
মধ্যস্থ হইয়া
সম্পাদনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে,
তা' প্রায়শঃই জাহান্নমেরই অধিকারভুক্ত। ২০০।

বাস্তবতার পারম্পর্য্য
যা' একে অন্যকে সমর্থন ও সার্থক করে,
তা-ই হ'চ্ছে আস্থা বা বিশ্বাসের ভিত্তি। ২০১।

তোমার ইষ্টমুখর, শৌর্য্যবীর্য্যভরা গুণগ্রাহী
দায়িত্বসম্পন্ন সমবেদনায়
আকৃষ্ট হইয়া
মানুষ তোমাকে স্বতঃ-উৎসারিণী গুণমুগ্ধতার সহিত
দেবতার আসনে বসাইয়া
যখনই পূজাপ্রয়াসী হইবে—
তিক্ত ওজস্বিতার সহিত
তুমি তখনই তাহা প্রত্যাখ্যান করিও,
ভাবমুখর কর্ম্মপ্রযত্নতার সহিত
ইষ্টপ্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করিয়া তুলিও;
ইহাতে তোমার আদর্শের অঙ্ক-সিংহাসন
নিরবচ্ছিন্নতার অটুট চলনে
বজায়ই থাকিয়া যাইবে,

তোমার পরিণতির যত প্রমাদ
তোমাকে প্রমাদশূন্য করিয়াই রাখিবে। ২০২।

কাহারও সহিত কাহারও
সামঞ্জস্য ঘটাইতে হইলে
আলাহিদাভাবে
প্রত্যেকের সম্মিলনী প্রয়োজন-বোধকে
উদ্দীপ্ত করিয়া
মিলনাগ্রহকে এমনতর উদ্দাম করিয়া দিতে হয়
যাহাতে প্রত্যেকে
পরস্পরের অবাঞ্ছনীয় চরিত্রকে
সহজে উপেক্ষা করিয়াও
দুশ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত হইতে পারে। ২০৩।

ইষ্টানুরাগ যা'র কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
বাস্তবতা লাভ করে নাই—
পরাক্রম সেখানে অলস ও নিস্তব্ধ;
পরাক্রম যেখানে মাথা তোলা দেয় নাই,
পারগতা সেখানে নিঝুম ও হতভম্ব;
আর, পারগতার হতভম্বতাই হ'চ্ছে
দারিদ্র্যব্যাধির উত্তম চারণক্ষেত্র। ২০৪।

অর্জ্জিত বিদ্যা (acquisition)
ব্যক্তিত্বকে উৎসৃষ্ট করিয়া
(কিন্তু ব্যক্তিত্বকে স্পর্শ করে না এমনতর কস্‌রতী হাবভাবে নয়কো)
মানুষের আচার-ব্যবহার ও পছন্দকে
নিয়ন্ত্রিত করিতে করিতে উন্নতিতৎপর করতঃ
তা'র স্নায়ুবিধানকে
তৎপ্রবর্ত্তনায় সঞ্চালন-সম্বেগী করিয়া

উপযুক্ত যৌনসংস্রবের ভিতর দিয়া
বংশ-পরম্পরায় উচ্ছলিত হইতে-হইতে
বর্ণান্তর-উৎপাদনে
তীক্ষ্ণ প্রবর্দ্ধনায়
সহজাত প্রজ্ঞাতে (instinct-এ)
প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকে,
তাই, প্রভূত অর্জ্জিত বিদ্যা হইতেও
অল্প সহজাত প্রজ্ঞারই শ্রেষ্ঠত্ব সমধিক;
আবার, অর্জ্জিত বিদ্যার চরিত্র
অল্পমাত্র অমনোযোগিতাতেই বিকৃত হইয়া ওঠে
বা তা'দের চিন্তাজগৎ
বাস্তবে সার্থক হইয়া ওঠে না—
কিন্তু সহজাত-প্রজ্ঞদের
অভ্যাস, ব্যবহার ও পছন্দ ইত্যাদি
স্বতঃই তীক্ষ্ণ এবং সঞ্চারণশীলই হইয়া থাকে। ২০৫।

সেই অর্জ্জন বা acquisition-ই
মানুষের ব্যক্তিত্বকে স্পর্শ করিয়া থাকে
যা' প্রেষ্ঠনন্দনার আগ্রহমদিরতায়
উচ্ছল হইয়া
সার্থক আমন্ত্রণে উগ্র হইয়া চলে;
তা' ছাড়া, যে-কোন অর্জ্জন বা acquisition-ই
হউক না কেন
তা' সবই
ব্যক্তিত্বের অস্থায়ী সাজগোজ (decoration) মাত্র। ২০৬।

মানুষ যখনই কোন নিদেশকে
তা'র চিন্তা ও বুদ্ধির মহড়ায় ফেলে
রঙ্গিল ক'রে নিয়ে থাকে,

তখন হ'তেই তা' উদ্‌যাপন করবার প্রবোধনাকে
হারিয়ে ফেলে
তা'র সার্থকতা হ'তে বঞ্চিতই হ'য়ে থাকে;
তুমি করণীয় কোন নির্দেশকেই
তোমার চিন্তা ও বুদ্ধি দ্বারা রঙ্গিল না ক'রে
তা' সম্পাদন করতে যা' যা' করতে হয়—
তোমার বুদ্ধি-বিবেচনাকে সেখানেই প্রয়োগ ক'রে
অটুটভাবে তা'ই ক'রে যাও—
সার্থক হবে। ২০৭।

তোমার কাহারও প্রতি কোন সদভিপ্রায় থাকিলে
তাহার নিকট
কিংবা যেখানে ব্যক্ত করিলে
তাহা সম্পাদনের সুবিধা হয়
তাহা করিও,
এবং বলার অনুপাতিক
কাজেও তাহা বাস্তবে পরিণত করিও;
আর, বলাতেই যদি সম্পাদিত হয়
তবে তো হইলই,
কিন্তু বলিয়া করার কিছু থাকিলে
তাহা না করিয়া কখনই থামিয়া যাইও না,
ইহাতে তোমার সার্থকতা
সুফলতায় সহজ হইয়া উঠিবে
ও প্রতিষ্ঠার পথ
সুগম হইয়া দাঁড়াইবে। ২০৮।

মানুষের কথা, আচার-ব্যবহার
বা যে-কোনপ্রকার অভিব্যক্তি
যদি তোমার কাছে অশুভ ব'লে মনে হয়,

তাহা ভেতরে-ভেতরে চাপা দিয়া না রাখিয়া
যথোপযুক্ত অনাঘাতী মিষ্ট প্রতিবাদের সহিত
তাহাকে যত সত্বর সম্ভব সজাগ করিয়া
সে-বিষয়ে শোধরাইতে যদি না দাও,
তবে তাহার ফলভোগ
তোমাকেও করিতে হইবে,
সে-পাপ হইতে
তুমিও রেহাই পাইবে না। ২০৯।

আপৎকালীন নীতি বা ধর্ম্মকে
যাহারা চিরন্তন করিয়া চালায়—
আপদ যে তা'দের চিরন্তনই হইয়া থাকে
তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই;
তাই, বিপৎকালে যে নীতি বা ধর্ম্মকে অনুসরণ করা হয়—
বিপদমুক্ত হইলেই তাহা হইতে বিরত থাকিয়া
স্বাভাবিক অভ্যুদয়ী ধর্ম্মকে অনুসরণ করাই
শ্রেয়লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা। ২১০।

মানুষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া,
যখন যেমনতর রকমে যে-কথা সাজে
অর্থাৎ শুভফলপ্রসূ হয়,
বিবেচনা করিয়া
যতদূর সম্ভব তোমার ব্যবহার ও কথার রকম
তেমনতরই চালাইও;
আর, এমনতর অভ্যাসে
তোমার চিন্তার দূরদর্শিতা
যেমন বাড়িয়া যাইতে থাকিবে—
প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজন-পূরণের পথও
তেমনই সরল হইতে থাকিবে। ২১১।

বিষণ্ণ ও অবসাদগ্রস্তদের সহিত
কথা কহিতে গেলে
তোমার সৌজন্যোচিত ব্যবহারের সহিত
তাহার উপযোগী উদ্দীপ্তি-সঞ্চারক কথায়
তাহাকে সঞ্চালন-প্রয়াসী করিয়া
ইষ্টানুগতায় প্রবুদ্ধ করিয়া
যাহাতে স্বতঃস্বেচ্ছ চাহিদায়
দায়িত্বগ্রাহী প্রয়াসে প্রযত্নপরায়ণ হয়
ও তৎকর্ম্মে বাস্তবভাবে লাগিয়া ওঠে—
তাহাই করিও,
যদি এমনতর করিতে পার—
তুমি বাস্তবিকই তাহাকে
মঙ্গলাচারী করিয়া তুলিতে পারিবে বুঝিও। ২১২।

অবাধ্য, দম্ভী, তর্কবিলাসী—
যা'রা বাক্-বিতণ্ডার ভিতর-দিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে
নিজের বাহাদুরিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়,
আর, তা'রই গর্ব্বে
ধরাকে সরা জ্ঞান করতে যা' যা' লাগে
তা' করতে একটুও পশ্চাৎপদ নয়,
বরং গর্ব্বই অনুভব করে,
এমনদের সহিত নৈতিক আলোচনা করতে গিয়ে
প্রথমেই যদি ঐ দম্ভকে অবসাদগ্রস্ত ক'রে
কুশল-কৌশলে তা'কে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে
নিজের দিকে আকৃষ্ট ক'রে না আনতে পার,
তা'হলে ঠিক বুঝো—
তোমার কথা ও যুক্তি
তা'র বা তা'দের ভিতর-দিয়ে

বিকৃতরূপেই
আশেপাশে পরিঘোষিত হবে;
তাই, অমনতর যদি নাই করতে পার—
বরং থেমেই যেও,
অবাধ্য বিতর্কীদের সহিত আলোচনা
শাস্ত্রবিগর্হিত! ২১৩।

তোমার আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা
ও রকমের ভিতর-দিয়া
যদি কেহ তোমার সম্বন্ধে
অশুভপ্রদ ভুলই বুঝিয়া থাকে,
পার তো, যত সত্বর সম্ভব বিশদভাবে
তোমার অবস্থা ও উদ্দেশ্যের সমীচীন বিবৃতির সহিত
তাহার সে ভুলের নিরাকরণে
প্রয়াসশীল হইওই হইও,
তোমার অমনতর চেষ্টাতেও,
তাহার সে ভুল বোধ
যদি সে নাই ছাড়িতে চায়
তাহাতেও ক্ষতি নাই,—
দেখিও, ঐ ভুল-নিরাকরণ-প্রযত্নতায়
তোমার সাধ্যমত ত্রুটি না হয়;
ইহাতে তৎপর হইলে অতর্কিত বিপদজাল হইতে
তুমি অনেকটাই রেহাই পাইবে,
প্রতিষ্ঠাও তোমার যতদূর সম্ভব
অবাধ হইয়াই চলিবে। ২১৪।

জগতের যেখানেই হউক না কেন,
যদি কোন মহৎপরিপূরণী মহাপুরুষ আবির্ভূত হন,

আর, তিনি যদি পূর্ব্ববর্ত্তীদের প্রতি
শ্রদ্ধাবনত প্রেরণোদ্দীপ্ত থাকিয়া
পরবর্ত্তীদের প্রতিষ্ঠাপ্রাণ থাকেন,
এমন-কি, শূদ্র অথবা বন্য সমাজেও
যদি তিনি জন্মগ্রহণ করেন,
আর্য্যকৃষ্টিতে নতিবন্দনার সহিত
সশ্রদ্ধ অভিবাদনে তাঁহাকে গ্রহণ করিও—
বুঝিও, সীমায়িত মূর্ত্তপ্রতীকই হ'চ্ছে
পরাজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পথ,
আর, সেই জ্ঞানেরই তিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ,
তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া
কখনই শ্রেয়ের অধিকারী হইতে পারিবে না। ২১৫।

তোমার দৈনন্দিন সংসার-চলনার
প্রত্যেক অবস্থা ও ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে প্রতিপালন
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না করতে পারছ,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার জীবনে
ধর্ম্ম কি ক'রে জীবন্ত হ'য়ে উঠবে?
আর, তা'র যথাযথ ফলই বা কি ক'রে
লাভ করতে পারবে?
এমনতর ক'রে দৈনন্দিন জীবনে
ধর্ম্মকে যদি এতটুকু পালন করা যায়—
গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—
তা'ও মানুষকে
মহাভীতি হ'তে ত্রাণ ক'রে তুলতে পারে। ২১৬।

তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে বহনবিমুখই হয়—
তবে তাহার যদৃচ্ছা-চলনায়
তুমি কিছুতেই বাধা না দিয়া

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আপ্রাণ ইষ্টস্বার্থ-কর্ম্মতৎপর হইয়া চলিতে থাক,
এই ইষ্টস্বার্থপরতায় যদি কেহ তোমাকে
কোনপ্রকারে বাধা দিতে আসে
তাহাতে কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার না করিয়া
অথচ অযথা বাক্‌বিতণ্ডার ভিতর-দিয়া না চলিয়া
আপন মনে সহজভাবে
ইষ্টার্থ-করণীয় যাহা
করিয়াই চলিতে থাক,
দেখিবে, সপারিপার্শ্বিক তোমার পরিবার
তোমার উন্নতির সহিত
কেমন ধীরে-ধীরে
তোমাতে বিন্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। ২১৭।

যা'র নিয়ে বা খেয়ে-দেয়ে
মানুষ নিজেকে বা নিজ পরিবারদিগকে
প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত করছে—
যত্ন ও চেষ্টার সহিত সাদরাগ্রহে
নিজ সংগ্রহ হইতে তাঁ'কে দিয়ে বা খাইয়ে
যদি পরিপোষণ-তৎপরই না থাকে,
নিশ্চয় জেনো—
বিধাতার লক্ষ অনুগ্রহও
তা'র কাছে বিফল হবে,
তা'র ভাল কিছুতেই হবে না,
সম্পদ তা'র সর্ব্বনাশকেই আমন্ত্রণ করিবে। ২১৮।

যা'দের নিজ এবং নিজ পরিবারের
স্বার্থচেষ্টাই মুখ্য বা প্রধান,
কিন্তু যা'দের সেবায় সে বা তা'রা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রতিপালিত হইতেছে
তা'দের প্রয়োজন-পূরণী যত্ন
গৌণ ও বিবেচ্য,—
অর্থ-সচ্ছলতা সত্ত্বেও যে তা'রা
অভাব-সঙ্কটে নিষ্পেষিত হ'য়েই থাকে
তা' অতি সুনিশ্চয়। ২১৯।

যদি তোমরা সন্তান-সন্ততিদিগকে দক্ষ, নিপুণ
ও প্রজ্ঞাবান বিবেচক ক'রে তুলতে চাও—
তাহ'লে শুধুমাত্র
মুখস্থ ইষ্টানুরাগ ও নীতিকথা না ক'য়ে
তুমি দক্ষ নিপুণতার সহিত হাতেকলমে
প্রায়শঃই কর্ম্মনিরত থাক,
আর, লোকের সহিত ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায়
এমনতর সুষ্ঠু অভিব্যক্তি দেখাও
যে-অভিব্যক্তি তোমার সন্তানসন্ততির মন আকৃষ্ট করতঃ
তোমাতে অনুরাগোদ্দীপ্তির সহিত
তাহাদের পক্ষে সহজ অনুকরণীয় হ'য়ে ওঠে,
এবং বিশ্রামের সময়
বিবেচনা ও সদ্‌গুণের আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনা
তাহাদের মনাকর্ষক কর্ম্মসন্দীপনা জাগিয়ে তোলে—
এমনতর আলাপ-আলোচনা, কথাবার্ত্তাদি ব'লো,
দেখবে, তা'রা কেমন প্রায়শঃই
তাদের বাস্তব জীবনে
দক্ষ, নিপুণ ও প্রতিভাবান সুবিবেচক
হ'য়ে উঠছে। ২২০।

ভাল যা' করছ বা করেছ,
যথোপযুক্ত সময়ে

তা' যদি তোমার পারিপার্শ্বিকের কাছে
ব্যক্ত ক'রে না বল,
দুনিয়ায় তা'র জন্য তুমি
গুণানুমোদন কমই পাবে,
আবার, তোমার তা'
মানুষ আয়ত্ত ও উপভোগ করতে কমই পারবে। ২২১।

যে কাজে দেখাকে উপেক্ষা ক'রে
বা করা হয়েছে যা' তা' বিস্মৃত হ'য়ে
শুধু কথাকে অবলম্বন করে
বা তদ্দ্বারা পরিচালিত হয়,
তা'র বিভ্রান্ত মস্তিষ্ককে
শয়তানই পরিচালিত করে,
আর, পায়ও সে সর্ব্বনাশকেই। ২২২।

অন্তরায়-অতিক্রমী সম্বেগ
যেখানে যত কম,
বাস্তব মূর্ত্তি-পরিগ্রাহী
কৃতকার্য্য-জীবনের স্থায়িত্বপাল্লাও
সেখানে তত মন্দ বা সংক্ষিপ্ত। ২২৩।

তুমি যতক্ষণ বা যতদিন পর্য্যন্ত কাউকে
নিজের মনের মতন ক'রে চাইবে
বা পেতে চেষ্টা করবে
ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত
তোমার তা'কে পাওয়া কিছুতেই হবে না—
তা' তুমি লাখ চেষ্টা কর না কেন;
তাই, যা'কেই পেতে চাও না কেন,
যখনই তোমার অনুরাগ-উচ্ছল বুদ্ধি ও বিবেচনা

স্বতঃ-অনুধাবনার সহিত
যা'কে পেতে চাচ্ছ তা'রই অভিপ্রেতগুলির
পরিপূরণ-কুশল হ'য়ে
তা'র তৃপ্তির কারণ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তোমার পাওয়া
অযুত রূপালী সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হ'য়ে
লাখ তৃপ্তি-সন্দীপনায় চলতে থাকবে। ২২৪।

অনুরাগ-উচ্ছল ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্নতা,
ইষ্টানুগ স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বপূর্ণ যাজনোদ্দীপ্ত
জন-সেবা,
আর, সানুসন্ধিৎসু, সহনপটু, সংযত-বৃত্তি,
অধ্যবসায়ী পরিবেদনা,—
এইগুলিই হ'চ্ছে উন্নতির সিঁড়ি;
লক্ষ্য রেখো—বুঝে চ'লো। ২২৫।

ধার বা কর্জ্জের দ্বারা
যে-মুহূর্ত্তেই
তুমি তোমার প্রয়োজন সমাধান করিবে,
স্মরণ রাখিও—
তোমার উদরান্নের সংস্থিতি হইতে
তাহার পরিশোধযোগ্য
যথাসম্ভব রাখিয়া ও দিয়া
তবে তোমার উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে;
আর, এই নীতি-অনুসরণে
যতই তাচ্ছিল্য করিয়া চলিবে,—
ঋণপাপ
কোন্ মুহূর্ত্তে যে

তোমাকে সর্ব্বগ্রাসে সর্ব্বহারা করিয়া
ছিন্ন-ভিন্নে সমাধান ঘটাইয়া তুলিবে
তাহার ইয়ত্তাই নাই। ২২৬।

আমি বলছি—
তুমি সব পার;
প্রেষ্ঠপ্রাণতার সহিত
তোমার অন্তঃকরণে উচিত ব'লে যা' উদয় হয় তা'—
তোমার নিরোধ করবার যে ভাব
অর্থাৎ তোমার ভেতরকার যে ভাবের দরুন
ঐ উচিতটাকে করতে দিচ্ছে না
তা'কে সরিয়ে দিয়ে
যেমন ক'রে তা' করতে হয়
ক'রে ফেল,
আর, এমনি চলনা নিয়েই চলতে থাক—
দেখবে, তোমার পারগতা কী ফুল্ল উদ্যমে
দিগন্ত মুখরিত ক'রে
বাস্তব উপচয়েই চলতে থাকে। ২২৭।

অন্তঃকরণে উচিত ব'লে যা' উদয় হয়
তা' করতে দেয় না কিসে জান?—
মানুষের অন্তর্নিহিত নিরোধ-প্রবৃত্তি বা ভাব;
ঐ প্রবৃত্তি বা ভাব
আট রকমের প্রকৃতি বা রূপ নিয়ে
কর্ম্মপ্রেরণাকে নিরোধ ক'রে থাকে—
তা' হ'চ্ছে ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, মোহ,
দম্ভ, দ্বেষ, আর পৈশুন্য
অর্থাৎ খলতা বা ক্রূরতা,
আর, একেই বলে অষ্টপাশ;

তাই, নিরোধ-ভাবটাকে
যেমন ক'রে হো'ক উড়িয়ে দিয়ে
করার প্রেরণাকে যে মুক্ত চালনায় চালাতে পারে
—সে পারে। ২২৮।

কেহ তোমার প্রতি অনুরক্ত নয়,
সমবেদনার সহিত
কেহই তোমাকে দুটো কথাও কয় না—
তুমি তাই ব'লে হামেসাই আপসোস ক'রে থাক,
—তা' কেন জান?
তুমি তোমার পারিপার্শ্বিকের প্রাণে
স্বতঃস্বেচ্ছ সেবাসমবেদনার সহিত
তোমার ইষ্টপ্রাণতাকে সঞ্জীবিত ক'রে রাখ নাই
বা তা' পার নাই—
এই হ'চ্ছে তা'র বাস্তব নিগূঢ় কারণ;
এই কারণকে
যতদিন পর্য্যন্ত অপসারিত করতে না পারছ
ততদিন এমনই চলবে—
ঠিক বুঝিও। ২২৯।

আমি বার-বার বলছি—
যদি পেতেই চাও কিছু
তবে যেমন ক'রে তা' পাওয়া যেতে পারে,
আর, তা' যেমন ক'রে যতশীঘ্র সম্ভব হয়
তেমনই ক'রেই তা' কর,
বার-বার এই করাকে যতখানি যেমনতরভাবে
অবহেলা করবে,
পাওয়াও তোমা হ'তে
ততখানি তেমনতর দূরে
থাকবেই কি থাকবে;

আবার, না ক'রে এর মীমাংসায়
যতদিন বা যতবেশী প্রয়াসশীল হবে—
বেঘোর বিড়ম্বনা ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে
নিস্থি ঠাট্টায় অবমাননা ক'রেই চলবে—
এটা খাঁটি সত্য। ২৩০।

অটুট ইষ্টপ্রাণতার সহিত
জ্ঞান বা জানার দিকে ঝোঁক রাখিয়া
অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাস বা বেদাভ্যাস-তৎপর হইয়া
তপস্যা বা অভীষ্টলাভে প্রচেষ্টাপরায়ণ হওতঃ
মানসিক এবং শারীরিক শুচিতার সহিত
প্রতিপারিপার্শ্বিকের
উপকার-প্রচেষ্টাপ্রবণ থাকিয়া
অন্তরের দ্রোহভাবকে
অর্থাৎ অপকার করার ভাবকে তিরোহিত করিয়া দাও,
আর, তোমার বিগত দৈনন্দিন কার্য্যগুলিকে
অর্থাৎ এ যাবৎ যাহা করিয়া আসিয়াছ
পরস্পর দৈনিক হিসাবে
প্রাত্যহিক পশ্চাৎ-অপসারিণী চিন্তা দ্বারাই হউক
বা যথাসম্ভব সেই কর্ম্ম বা সংস্কারগুলিকে স্মরণে আনিয়া
বা সাক্ষাৎকার করিয়া
স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখিতে চেষ্টা কর,
ভগবান মনু এবং মহর্ষি পাতঞ্জলের নির্দ্দেশানুপাতিক
এই হ'চ্ছে
জাতিস্মরতা লাভ করিবার স্বাভাবিক উপায়। ২৩১।

বাধাকে অতিক্রম ক'রে
সপারিপার্শ্বিক তোমার বাঁচাবাড়ার লওয়াজিমা
যদি আহরণ করতেই না পার,

তবে তোমার বাঁচাবাড়া
স্তিমিত অবসাদেই যে অবসান হ'য়ে যাবে
তা' কিন্তু একমুহূর্ত্তও ভুলে যেও না। ২৩২।

তৃপ্তির তৃষ্ণা যেখানে যত অটুট,—
করা বা পারার সম্বেগ
সেখানেই তত অমোঘ,
তাই, না-পারার হিসাব-নিকাশও
সেখানে তত কমই দেখতে পাওয়া যায়। ২৩৩।

অভাব ও অন্তরায়ে
অভীষ্টানুক্রম প্রচেষ্টাই হ'চ্ছে তপস্যা। ২৩৪।

কল্যাণপ্রসূ যথার্থ বাক্ ও ব্যবহার
জীবনের জটিলতাকে সরল করতঃ
সুগম করিয়া তোলে। ২৩৫।

তোমার যে-অবস্থায়
যেমন ক'রে যা' করলে
তা' তোমার পক্ষে উন্নতিপ্রসূ হ'য়ে ওঠে,
ঠিক বুঝিও—
তোমার পক্ষে তাই ক'রে চলাই সমীচীন;
আর, এই হ'চ্ছে
জীবন-চলনায় উন্নত হবার স্বাভাবিক উপায়। ২৩৬।

অন্যায়কে যত পার সহ্য কর—
কিন্তু যথাসম্ভব তা'কে

কিছুতেই সঞ্চারিত হ'তে দিও না,
আর, সঞ্চারিত হ'তে পারে
এরূপ প্রশ্রয় দিও না। ২৩৭।

তোমার প্রেষ্ঠ
যা'দের অস্তিত্বে মুখ্যতঃ স্বার্থান্বিত
যেমন পিতামাতা, ভাই-ভগিনী, দারা-পুত্র-পৌত্রাদি—
দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকেই যা'দের নিয়ে
নিজের অস্তিত্বকে গ্রথিত ক'রে
নিজেকে স্বস্তিসম্পন্ন ক'রে তুলে থাকে—
তা'দের ভিতরই যদি
শ্রদ্ধাসন্ধিৎসু তৎপর চক্ষুতে
তুমি তাঁ'কেই দেখতে না পেলে,
তবে কি তুমি আশা কর
আব্রহ্মের কোনও ব্যক্তিবিশেষে
তোমার প্রেষ্ঠস্ফুরণ
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে? ২৩৮।

আর্য্যদের জীবনচলনাকে পরিচালন করবার
তিনটি বিশেষ নীতিই হ'চ্ছে—
যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি;
যজন মানে হ'চ্ছে—
ইষ্টপ্রাণতার সহিত কায়মনোবাক্যে
বাঁচাবাড়ার রীতিনীতিগুলিকে
যথোচিত পরিচালন করতঃ
নিজেকে উন্নত চলনায় নিয়ন্ত্রিত করা,
যাজন মানে হ'চ্ছে—
বাক্য, সেবা, সহানুভূতি ইত্যাদির সহিত
মানুষের অন্তঃকরণে ইষ্টপ্রাণতাকে সঞ্চারিত করিয়া

তা'দের দৈনন্দিন জীবনে যাহাতে
বাঁচাবাড়ার রীতিনীতিগুলি পরিপালন করতঃ
তাহারা উন্নতিমুখর হয়
তা-ই করা;
ইষ্টভৃতি মানে হ'চ্ছে—
সাংসারিক কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই
ইষ্টপোষণার্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ-পূর্ব্বক
অন্ততঃ নিজের আহার্য্যপরিমিত ভোজ্য
নিবেদন করা;
আর, ইহাই হ'চ্ছে—
দৈনন্দিন জীবনে দীক্ষাকে সঞ্জীবিত রাখিবার
একমাত্র উপায়। ২৩৯।

যেখানে সংক্ষুব্ধ প্রবৃত্তি ইতস্ততঃ আবেগে
প্রেষ্ঠ-পরিপূরণদ্যোতনায়
ভালবাসার নিরবচ্ছিন্ন স্ফীত উদ্বেগে
সহানুভূতি ও সেবা-সাহচর্য্যে
পারিপার্শ্বিককে যথোপযুক্ত নন্দনায়
সম্বর্দ্ধিত করিয়া তোলে
তা'র প্রিয়পরমেরই জন্য—
পূর্ণত্ব ক্ষিপ্র চাহনিতে
উঁকি মারে সেইখানে। ২৪০।

যে সকল স্ত্রী
সপারিপার্শ্বিক তা'দের স্বামীকে
পোষণ ও পূরণ করবার
সজাগ, কর্ম্মমুখর, সহজ ধান্দা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে
নিজেদের অভ্যাস-ব্যবহার-ঝোঁকে
আত্মপরিপুষ্টির রঙ্গীন আকাঙ্ক্ষায়
স্বামীকে অবশ ও আনত ক'রে তোলে,

নিজেদের শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর-ননদ,
আত্মীয়-স্বজন-পারিপার্শ্বিক হ'তে ছিনিয়ে
ভোগলিপ্সু বাসনার ইন্ধন ক'রে
স্বামীকে নিয়োজিত রাখতে চায়—
তা'রাই হ'চ্ছে পরশ্রীকাতর, ইতরবুদ্ধিসম্পন্ন,
আত্মস্বার্থী, দারিদ্র্যব্যাধিযুক্ত,
অপটু জননের ক্রূর গর্ভধারিণী। ২৪১।

জ্ঞানবিস্তার-তপস্যার তপস্বীরা
যেখানে আদর্শপ্রাণ আহরণকর্ম্মের সহিত
সংস্কারগুলিকে সংবুদ্ধ করতঃ
শরীর ও মনকে শ্রমপটু করিয়া
সার্থকোদ্দীপনী দক্ষনিপুণ সশ্রদ্ধ প্রতিভায়
সাশ্রয় সুন্দরে অধিগমন করতঃ
কৃষ্টি-সম্পুষ্ট হইয়া ওঠে,
তাহাকেই আমি তপোবন বলিয়া বুঝি। ২৪২।

আচার্য্য বা সদ্গুরুতে যুক্ত হইয়া
অক্ষুণ্ণ বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যে সদাচরণশীল হওতঃ
ইষ্টীপূত মন্ত্রসাধনায় অটুট থাকিয়া
যুগপুরুষদের প্রতি
নির্দ্বন্দ্ব উপপত্তি-বুদ্ধির সহিত
পূর্ব্বতন বিশেষ যুগপুরুষদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে
আনতপ্রাণ হইয়া যদি কখনও
তৎস্তুতিপ্রবণ হও
এবং সময় ও সুবিধানুপাতিক
স্তুতি, আরাধনা, নামাজ বা প্রার্থনা কর,
তাহা হইলে তোমাকে কোনপ্রকার
প্রত্যবায়ের ভাগীই হইতে হইবে না,

ঐ বন্দনাদি করিতে যদি কোন সময়ে
স্থান ও কালানুপাতিক
তদুপকরণ-সংগ্রহে অসুবিধা-বিধায়
নামাজ বা খৃষ্টানুমোদিত প্রার্থনা,
অথবা বিশেষ কোন ঋষি-অনুসৃত বন্দনাদি কর,
তোমার ঐগুলি তোমার বংশানুক্রমিক
ঋষিপ্রবর্ত্তিত স্তুতি-বন্দনাদির অনুকল্প হইয়া
তদনুপাতিক শ্রেয়েরই বিধায়ক হইবে—
ইহা নিশ্চয়। ২৪৩।

ঋষি, মহাপুরুষ প্রেরিত বা যুগপুরুষোত্তমের
চিত্তবিগলিত শ্রীমুখনিঃসৃত দীপ্তভাষা
উপাসনা-বন্দনাদি
প্রাণাভিষ্যন্দী সিদ্ধ-প্রেরণাযুক্ত,—
তাই, তাঁহাদের অনুসৃত সন্ধ্যাবন্দনাদির স্তুতিবাক্
মন্ত্র বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে,
ঐ রকমের ভিতর-দিয়া
যথাবিনিয়োগে
উহারই আবৃত্তি
স্নায়ুমণ্ডলকে উদ্দীপ্ত করিয়া
হৃদয়কে তৎজ্যোতিঃসম্পন্ন করতঃ
উচ্ছলতায় সংবুদ্ধ
ও কর্ম্মসন্দীপনায় সংবৃদ্ধ করিয়া তোলে—
ইহা অতি নিশ্চয়। ২৪৪।

যিনি
আচার্য্য, সদ্‌গুরু, কামেলপীর বা যুগপুরুষোত্তমে যুক্ত
এবং সদাচরণশীলতার সহিত
নির্দ্বন্দ্ব উপপত্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন,

প্রার্থনা তাঁ'র যেমনই হউক—
তাহা কখনই ধর্ম্মান্তরবুদ্ধির অভিনায়ক নয়ই,
উহার অন্যথাকারী ম্লেচ্ছবুদ্ধি-প্ররোচিত,
কাফেরধর্ম্মী, কৃষ্টিকলঙ্ক,
মন্দির, গির্জ্জা, মস্‌জেদ বা তত্তুল্য স্থানে
তা'দের কলুষ পদক্ষেপই দোষ-আমন্ত্রণী,
তা'দের উপাসনা বধির,
ব্যসনমণ্ডিত—
ইহা নিশ্চয়। ২৪৫।

আচার্য্য, সদ্‌গুরু, যুগপুরুষোত্তম
বা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া
ধর্ম্মের ভাণে শ্রেয়ানুষ্ঠানিক কায়দায়
যাহারা প্রবৃত্তি-ক্ষুধিত অসাধু উদ্দেশ্য-পূরণে
মিথ্যা ধর্ম্মান্তর সৃষ্টি করিয়া থাকে—
তাহারাই ম্লেচ্ছ,
তাহারাই কপট,
তাহারাই কাফের,
ধর্ম্মদ্রোহী তাহারাই,
আচার্য্য, সদ্‌গুরু যুগপুরুষোত্তম বা শাস্ত্রের
অমর্য্যাদাকারী,
শয়তানের তমসা-স্যমন্তক-প্ররোচী,
কুটিল কাপুরুষ নরপশু তাহারাই। ২৪৬।

যে-কোন সম্প্রদায়ে যে-কোন মত-পদ্ধতির
উপাসনায় ব্রতী থাকা সত্ত্বেও
সৎমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া
ইহারই নিয়ন্ত্রণে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিলে

পূর্ব্বমত-পদ্ধতি
সার্থকতা লাভ করিয়া
মানুষকে শ্রেয়তৎপর করিয়া তোলে,
আর, সেইজন্যই
সৎমন্ত্র মানুষমাত্রেরই
শ্রেয়লাভের স্বতঃ-সুন্দর
সমীচীন পুণ্যপথ। ২৪৭।

মানুষের
নিজ প্রবৃত্তিগুলির আকাঙ্ক্ষা পূরণের টানের চাইতে
ইষ্টে বা ঈপ্সিতে বেশী টান না থাকিলে
অদৃষ্ট বা সঞ্চিত কর্ম্মফলের বিরুদ্ধে
কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। ২৪৮।

ঠিক জানিও—
যেই হোক, আর যাই হোক না কেন,
তোমার ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার অনুকূলে
যে ও যা' যেমনতর যতখানি,
সে ও তা' তোমার পক্ষে
তেমনতর এবং ততখানি স্বীকার্য্য
ও তেমনতরই অনুকূলে। ২৪৯।

সূচীপত্র

বিষয়-সূচী

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

২০০। কর্ম্মসম্পাদনের মধ্যে অহং-এর খেলা থাকলে পতন অনিবার্য্য।
২০১। বিশ্বাসের ভিত্তি।
২০২। কেউ তোমাকে দেবতার আসনে বসাতে চাইলে তুমি কী করবে?
২০৩। দু'জনের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটানোর পদ্ধতি।
২০৪। ইষ্টানুরাগ কাজে না ফোটানোর ক্ষতি।
২০৫। অর্জ্জিত বিদ্যা ও সহজাত প্রজ্ঞার পার্থক্য।
২০৬। যে-কোন অর্জ্জন ইষ্টকেন্দ্রিক না হ'লে ব্যক্তিত্বকে স্পর্শ করে না।
২০৭। কোন নির্দেশকেই নিজ বুদ্ধির ওজনে মেপে নিয়ে কাজ করতে যেও না।
২০৮। কারো প্রতি কোন সদভিপ্রায় থাকলে তা' যথাযথভাবে বলতে ও করতে ত্রুটি ক'রো না।
২০৯। অন্যের অন্যায় দেখেও যদি তার মিষ্ট প্রতিবাদ না কর, তবে সেই অন্যায়ের ফল তোমাকেও ভুগতে হবে।
২১০। আপদকালীন ধর্ম্মকে চিরন্তন ক'রে তুলো না।
২১১। তোমার কথা ও ব্যবহার যেন মানুষের শুভপ্রসূ হয়।
২১২। বিষণ্ণ ও অবসাদগ্রস্তদিগকে স্বস্থ ক'রে তোলার নীতি।
২১৩। অবাধ্য তর্কবিলাসীদের সঙ্গে কথা বলার পদ্ধতি।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

২১৪। তোমার ব্যবহারে যদি কেউ ভুল বোঝে, তার নিরাকরণ ক'রতে চেষ্টা কর।
২১৫। পূর্ব্বপূরণী মহাপুরুষ যেখানেই আসুন, সশ্রদ্ধভাবে তাঁকে গ্রহণ ক'রো।
২১৬। দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম্ম পরিপালন না ক'রলে ধর্ম্ম জীবন্ত হয় না।
২১৭। স্ত্রী বহনবিমুখ হ'লে তোমার করণীয়।
২১৮। যাঁর কাছ থেকে নিয়ে তুমি সপরিবার বেঁচে আছ, তাঁকে দিও।
২১৯। প্রতিপালকের সেবা যদি গৌণ হয়, তবে অভাব ঘুচবে না।
২২০। সন্তানকে দক্ষ, নিপুণ ও প্রজ্ঞাবান ক'রে তোলার পন্থা।
২২১। তোমার করা ভাল কাজ যথাসময়ে যদি সবার কাছে ব্যক্ত না কর।
২২২। বাস্তবতাকে উপেক্ষা ক'রে শুধু কথাকে অবলম্বন ক'রে চলা সর্ব্বনাশা।
২২৩। বাধা অতিক্রম করতে না পারলে কৃতকার্য্যতা অসম্ভব।
২২৪। কাউকে আপন ক'রে পেতে হ'লে।
২২৫। উন্নতির সিঁড়ি।
২২৬। ধার করার নীতি।
২২৭। পারগতার উদ্‌গম।
২২৮। করার প্রতিবন্ধক—অষ্টপাশ।
২২৯। অপরের সমবেদনা পাওয়া যায় না কেন?

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

প্রথম পংক্তি বাণী-সংখ্যা

ক

চ

জ

ঠ

প্রথম পংক্তি বাণী-সংখ্যা

ত

প্রথম পংক্তি বাণী-সংখ্যা

প্রথম পংক্তি বাণী-সংখ্যা

প্রথম পংক্তি		বাণী-সংখ্যা